ওয়েস্টার্ন

চিরশত্রু

আলীম আজিজ

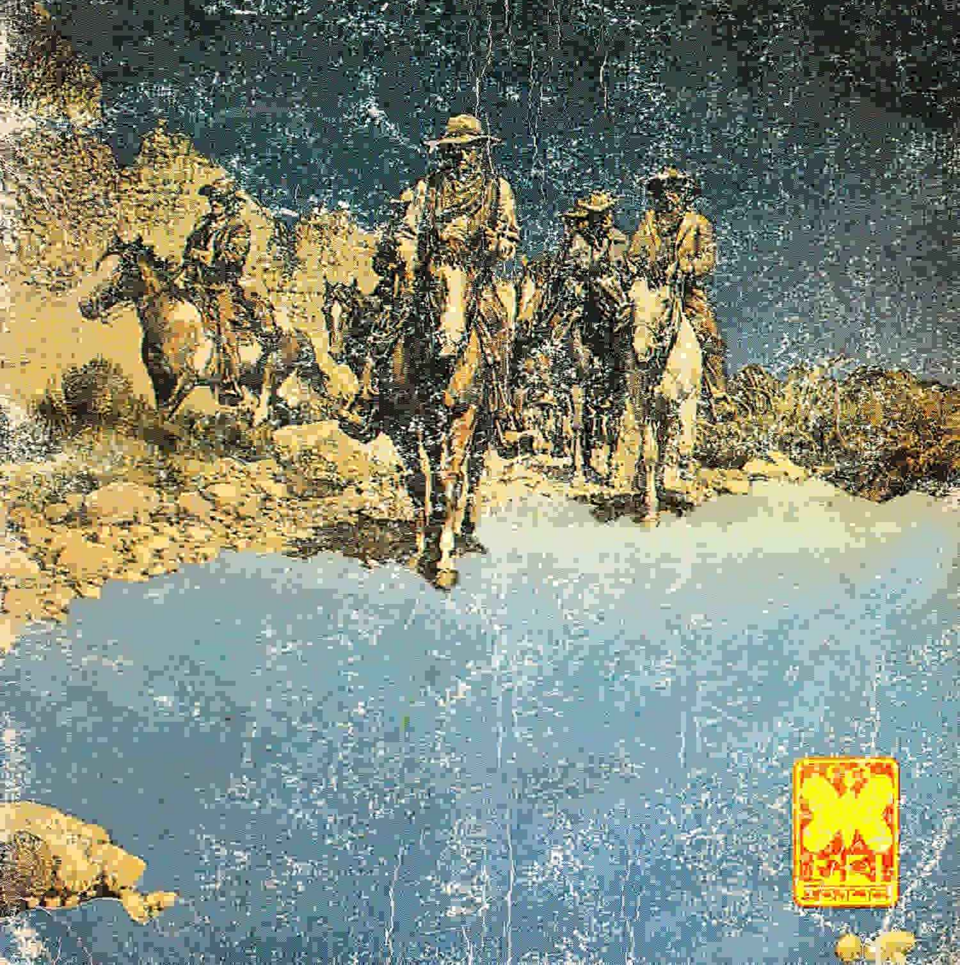

Ayan Chatterjee
Digitally signed by Ayan Chatterjee
DN: cn=Ayan Chatterjee, c=BD, o=Ayan Softex, email=ayan.00.84@gmail.com
Date: 2010.10.27 09:29:35 +06'00'

সেবা প্রকাশনী

সেবা প্রকাশনীর

আরও ক'টি ওয়েস্টার্ন

কাজি মাহবুব হোসেন: আলেয়ার পিছে, পাতকী, রক্তাক্ত খামার, জ্বলন্ত পাহাড়, মানুষ শিকার, ভাগ্যচক্র ১, ২, আর কতদূর, বাঁধন, রাইডার, এপিঠ-ওপিঠ, আবার এরফান, রূপান্তর, ডেথ সিটি, বুনো পশ্চিম, ল্যাসোর ফাঁস, লুটতরাজ, অপমৃত্যু, কাউবয়, গানফাইট, দাবানল ১, ২, বেপরোয়া পশ্চিম, চক্রান্ত, কিং কোল্ট, মৃত্যুর মুখে এরফান, অ্যারিজোনায় এরফান, নিঠুর পশ্চিম, রক্তরাঙা ট্রেইল।

খোন্দকার আলী আশরাফ: কাঁটাতারের বেড়া, লড়াই, ডাইনী।

রওশন জামিল: ফেরা, ওয়ানটেড, জলদস্যু, নীলগিরি, বসতি, স্বর্ণতৃষা, কুহকিনী, রক্তের ডাক, টোপ, রত্নগিরি, প্রত্যয়, বাথান ১, ২, নিষ্পত্তি, ছায়া উপত্যকা, অতন্দ্র প্রহরী, মার্সেনারি, সন্ধান, ভয়, বিধাতা ১, ২, পাড়ি, ছায়াশত্রু, আতঙ্ক, বিদ্বেষ, ক্রোধ ১, ২, স্বপ্ননগরী, দেনা, প্রতারক, রক্তবসনা, সুবিচার, খুনে নগরী, অশান্ত মরু।

শওকত হোসেন: প্রতিপক্ষ, দখল, প্রহরী, ঘেরাও, সংঘাত, অস্থির সীমান্ত, আক্রান্ত শহর, অবরোধ, উত্তপ্ত জনপদ, বৈরী বলয়, নীল নকশা, বিপদ, অপসারণ, শত্রুশিবির, দুশমন, ত্রাহি, দুষ্টচক্র, দমন, রুদ্ররোষ, জালিয়াত, নিষিদ্ধ প্রান্তর, রক্তঋণ ১, ২, হানাদার ১, ২, মোকাবেলা, যাত্রা অনিশ্চিত, ফয়সালা।

আলীমুজ্জামান: মরুসৈনিক।

রকিব হাসান: তৃণভূমি, নির্জনবাস।

হিফজুর রহমান: শিকারী।

জাহিদ হাসান: স্বর্ণবিবর, সোনালী মৃত্যু।

আসাদুজ্জামান: দুর্বৃত্ত।

আলীম আজিজ: সহযাত্রী, স্বপ্ন মরীচিকা।

বজলুর রহমান: বাজি।

খসরু চৌধুরী: ভুল।

আদনান শরীফ: পশ্চিম যাত্রা।

এ. টি. এম. শামসুদ্দীন: শেষ প্রতিপক্ষ।

তাহের শামসুদ্দীন: স্যাণ্ডার্সের রক্ত চাই, গ্রীনফিল্ডের আউট-ল, ঈগলের বাসা, আগন্তুক।

কাজী শাহনূর হোসেন ও আলীম আজিজ: মুক্তপুরুষ।

কাজী শাহনূর হোসেন: প্রতিযোগী।

প্রিন্স রিজভী তৌহিদ: শেষ মার।

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভাড়া দেয়া বা কোনভাবে প্রতিলিপি তৈরি করা, এবং স্বত্বাধিকারীর অনুমতি ব্যতীত এর কোন অংশ পুনর্মুদ্রণ করা যাবে না।

www.boiRboi.blogspot.com

এক

কেন ঘুম ভেঙে গেছে বুঝতে পারছে না জো ক্যানাভান। কিন্তু আচমকা তার ঘুম চটে গেছে, চোখ মেলে কিছুক্ষণ শুয়ে থেকে উঠে বসল সে। তারা জ্বলছে আকাশে, বাঁকা চাঁদ উঠেছে, গলে গলে পড়ছে রূপালি জোছনা। হোমস্টেডারের ওয়াগনটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। পাশেই কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে হোমস্টেডার, আর তার তরুণী বউ। ওয়াগনের সামান্য দূরে, ওদের ওয়াগন টানার ঘোড়া তিনটা দাঁড়িয়ে আছে। কোথাও কোনও বৈসাদৃশ্য নেই। তবু ক্যানাভানের কেমন অস্বস্তি হচ্ছে, কোথাও একটা গোলমাল হয়েছে—ঘোড়াগুলো হঠাৎ গা ঝাড়া দিয়ে পিছিয়ে গেল, কান খাড়া করে রেখেছে।

কম্বলের ভাঁজে গানবেল্ট খুলে রেখেছিল, হাত বাড়িয়ে হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করে দ্রুত কোমরে গুঁজে নিল জো। চটপট বুট পড়ল, তারপর উঠে দাঁড়াল।

উত্তর দিকের অন্ধকারে চোখ রাখল ও। সন্ধ্যার সময় আসার পথে ওখানে বেশ বড়সড় একটা গরুর পাল দেখেছিল। এই অন্ধকারে অবশ্য কিছুই বোঝা যাচ্ছে না, কিন্তু কেমন একটা শব্দ আসছে কানে, মেঘ ডাকার মত, কিংবা পাথর গড়িয়ে এলে যেমন গুড়গুড় শব্দ হয় অনেকটা সেরকম। ওই শব্দেই সম্ভবত ঘোড়াগুলো চঞ্চল হয়ে উঠেছে। ক্যানাভান ঘোড়াগুলোর দিকে পা বাড়িয়েও আবার পিছিয়ে এল। হোমস্টেডার লোকটা উঠে বসেছে—হাত বাড়িয়ে বিছানার ওপর থেকে রাইফেলটা তুলে নিল।

'ঘোড়াগুলো কেন যেন ভয় পেয়েছে,' তাকে বলল ক্যানাভান। 'কি ব্যাপার দেখার জন্য উঠে এলাম।'

হোমস্টেডার নিচু গলায় বউকে কিছু বলে উঠে দাঁড়াল। ছোটখাট হালকা-পাতলা গড়ন লোকটার, চেহারা দেখে মনে হয় বয়স পঞ্চাশের ওপরে হবে। বউটার বয়স অনেক কম, খুব সুন্দরী। সন্ধ্যার পর এখানে এসে, ওদের ক্যাম্পে যোগ দেবার পর হোমস্টেডারের সঙ্গে আলাপ করে জেনেছে, ওরা ইউনিটা বেসিনে যাচ্ছে, নতুন জমি ফাইল করে হোমস্টেডিং করবে। লোকটার নাম জিম লেইনার। বউয়ের নাম সম্ভবত লরা, লোকটাকে ওই নামেই বেশ ক'বার ডাকতে শুনেছে।

উত্তর দিক থেকে আচমকা বেশ ক'টা রাইফেল গর্জে উঠল; নিমেষে রাতের নিস্তব্ধতা ভেঙে চৌচির হয়ে গেল। পর মুহূর্তেই দূর থেকে ভেসে এল হল্লার মতন অনেক মানুষের চিৎকার। ঝট করে মাথা তুলল ক্যানাভান। শরীরের পেশি টানটান হয়ে উঠল তার। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে উত্তর দিকের অন্ধকার ভেদ করে দেখার চেষ্টা করল।

'কি ব্যাপার?' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল জিম লেইনার।

উত্তর দিক থেকে আরও গুলির শব্দ শোনা গেল, সঙ্গে মানুষের উন্মত্ত চিৎকার। আর রাতের বাতাসে অস্পষ্ট ঢাকের বাদ্যের মত, একটা অস্পষ্ট শব্দ ভেসে আসছে।

'ওদিকে কী হয়েছে?' জিজ্ঞেস করল লেইনার।

জো ক্যানাভান বিভ্রান্ত চেহারায় এ-পাশ ও-পাশ মাথা নাড়ল। মনের মধ্যে যে সন্দেহটা ঝাঁপিয়ে আসছে, সেটা কিছুতেই বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হচ্ছে না তার।

হোমস্টেডার চকিতে একবার জো'র মুখপানে তাকাল। 'মি. ক্যানাভান, গোলমালটা কিসের?'

ঢাকের শব্দটা এখন অনেক কাছে মনে হচ্ছে। বেশ স্পষ্ট। গুলির আওয়াজ, আর মানুষের চিৎকারও একেবারে কাছে চলে এসেছে। উত্তর দিকের অন্ধকারে একটা আন্দোলন টের পেল ক্যানাভান, পাহাড়ের

চূড়ার মত একটা উঁচু-নিচু ঢেউ তীব্র বেগে ধেয়ে আসছে ওদের ক্যাম্পের দিকে। 'স্ট্যাম্পীড!' চেঁচিয়ে উঠল সে। 'জলদি ঘোড়ার কাছে চলো…!'

বলেই ছুটল ক্যানাভান, ঘোড়াগুলোর কাছে পৌঁছানোর আগেই দুটো ঘোড়া বাঁধন ছিঁড়ে ছুটে পালাল। বাকিগুলো পালানোর জন্য পাগল হয়ে উঠেছে, প্রাণপণে দড়ি ছেঁড়ার চেষ্টা করছে। ক্যানাভান দ্রুতহাতে বাঁধন খুলে ঘোড়ার মুখের রজ্জু ধরে ঘাড় ঘুরিয়ে পেছনে তাকাল। দেখল, হোমস্টেডার ও তার বউ ওকে অনুসরণ না করে ছুটে যাচ্ছে ওয়াগনের দিকে।

'আরে, ওখানে না! এদিকে এসো।' চেঁচিয়ে ডাকল ক্যানাভান।

হোমস্টেডার বা তার বউ, দু'জনের কেউ ওর কথায় কর্ণপাত করল না। ওয়াগনের কাছে পৌঁছেই বউকে জড়িয়ে ধরে বসে পড়ল হোমস্টেডার।

ক্যানাভান ঘোড়ার সঙ্গে লড়াই করতে করতে ওয়াগনের দিকে এগোল। ছাড়া পাবার জন্যে পাগল হয়ে উঠেছে ঘোড়া দুটো, কিছুতেই বশে রাখা যাচ্ছে না। অসম্ভব ভয় পেয়েছে। 'ওখানে আশ্রয় নিয়ে লাভ নেই, লেইনার! ওই ওয়াগন এক্ষুণি গুঁড়িয়ে যাবে,' চিৎকার করে বলল জো। 'তাড়াতাড়ি এসে ঘোড়ায় চাপো!'

মাথা নাড়ল জিম লেইনার। 'না, এখান থেকে যাব না আমরা।' বউকে ছেড়ে দিয়ে হাঁটুতে ভর দিয়ে বসে রাইফেলে গুলি ভরতে শুরু করল সে, তারপর অন্ধের মত উত্তর দিকে লক্ষ করে একের পর এক এলোপাতাড়ি গুলি ছুঁড়তে লাগল।

সজোরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বাঁধন ছিঁড়ে ছুটে পালাল হোমস্টেডারের ঘোড়াটা। ওরটা পালানোর আগেই শক্ত মুঠোয় রশি চেপে ধরে দ্রুত একবার পেছনে ফিরে দেখল জো। গরুর পালটাকে এখনও দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু বোঝা যাচ্ছে বেশি দূরে নেই ওরা। বজ্র নির্ঘোষের মত শোনাচ্ছে এখন ওদের ছুটে আসার শব্দ। ওয়াগনটার দিকে তাকাল ও। দেখে মজবুতই মনে হচ্ছে, কিন্তু যত মজবুতই হোক

স্ট্যাম্পীডে টিকে থাকতে পারবে না ওটা।

'লেইনার!' চিৎকার করে ডাকল সে। 'আমাদের এক্ষুণি এ জায়গা ছেড়ে চলে যেতে হবে। এখানে থাকলে মরবে—!'

হোমস্টেডার কোন সাড়া দিল না। হাঁটুর ওপর রাইফেল তাক করে আগের মতই উত্তর দিকে একের পর এক গুলি ছুঁড়তে লাগল। লরার দিকে তাকাল জো। ওয়াগনের সঙ্গে মিশে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটা। ওর পরনে লম্বা স্কার্ট, ঝুল প্রায় মাটি ছুঁয়েছে।

হঠাৎ অকারণ রাগ চেপে গেল ক্যানাভানের, ছুটে গিয়ে এক ঝটকায় লরার হাত চেপে ধরল। 'এসো!' তীক্ষ্ণ গলায় হুকুম করল সে। 'এক্ষুণি ঘোড়ায় চাপতে হবে, আমাদের হাতে একদম সময় নেই।'

মাথা নেড়ে ঝটকা মেরে হাত ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করল লরা।

এরপর ঠিক কী ঘটেছে, ক্যানাভানের স্পষ্ট মনে নেই। যতদূর মনে পড়ে, ওয়াগনের কাছ থেকে ওকে সরিয়ে আনতে বেশ ঝামেলা পোহাতে হয়েছে তাকে, কিছুতেই আসতে চায়নি মেয়েটা। হাত-পা ছুঁড়ে সব উপায়ে তাকে বাধা দেবার চেষ্টা করেছে, এবং আরও মনে পড়ছে, এক পর্যায়ে ওকে বাগে না আনতে পেরে বেশ কয়েকটা চড়-থাপ্পড়ও কষিয়েছে সে।

ঘোড়ায় চড়ে যখন ওরা ক্যাম্প ছেড়ে চলে আসছিল শেষবারের মত একবার পেছনে ফিরে তাকিয়েছিল জো। পলকের জন্যে দেখেছিল, জিম লেইনার সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে রাইফেল রিলোড করছে, আর তার সামনে চাঁদের আলোয় থেকে থেকে ঝলসে উঠছে একসার লঙহর্ণ গরুর বাঁকা শিং। এরপর আর পেছনে ফিরে তাকায়নি সে, আর কোনও গুলির আওয়াজও পায়নি।

শীর্ণ চাঁদ পশ্চিম আকাশে হেলে পড়েছে। বাতাসে আর স্ট্যাম্পীডের ধুলোর গন্ধ নেই এখন। হঠাৎ কেউ এলে বুঝতেই পারবে না খানিক আগে এখানে কী নারকীয় কাণ্ড ঘটে গেছে। হাজার হাজার পাথর গড়িয়ে

www.boiRboi.blogspot.com

আসার মত খুরের সেই ভয়াল শব্দও থেমে গেছে। ফিরে এসেছে রাতের নিস্তব্ধতা। কেবল লরার কান্না কেমন অচেনা শব্দের মত কানে আসছে। ক্যানাভানের কাছ থেকে সামান্য দূরে মাটিতে শুয়ে আছে সে। অনেকক্ষণ ধরে কাঁদছে, একবার কথা বলে শান্ত করার চেষ্টা করেছিল জো। ব্যর্থ হয়েছে। কান্না থামেনি।

পকেট থেকে তামাক আর কাগজ বের করে সিগারেট রোল করল জো। আগুন ধরাল। হাতের তালুর চামড়া ছড়ে গেছে দড়ির ঘষায়। জ্বলছে খুব। সিগারেটে লম্বা একটা টান দিয়ে লরার অস্পষ্ট অবয়বের দিকে তাকাল, মেয়েটা কি কখনও বুঝতে পারবে যে, মৃত্যুর কত কাছে থেকে ফিরে এসেছে ওরা?

ভোরের ঠাণ্ডা বাতাসের ঝাপটায় আচমকা কেঁপে উঠল সে। সিগারেটে আরেকটা দীর্ঘ টান দিয়ে পায়ের ভর বদল করল। বুকটা কেমন হাহাকার করছে, বড্ড ফাঁকা লাগছে।

বিশ বছরের লম্বা-চওড়া যুবক জো ক্যানাভান। মাথায় ঢেউ খেলানো সোনালী চুল। সরল নীল চোখ। কিন্তু এই মুহূর্তে তার চোখে-মুখে বিভ্রান্তি। স্ট্যাম্পীডের ব্যাপারটা মাথায় ঢুকছে না। নানা রকম প্রশ্ন বুদবুদ তুলছে মনে। এরকম একটা ঘটনার পেছনে কি কারণ থাকতে পারে? স্ট্যাম্পীডের ঘটনাটা এমনি এমনি ঘটেনি। গুলির শব্দ আর মানুষের চিৎকার স্পষ্টই শুনেছে সে।

সিগারেট শেষ করে লরার পাশে এসে দাঁড়াল জো। কান্না থেমেছে লরার, কিন্তু এখনও হেঁচকি তোলার মত করে ফোঁপাচ্ছে।

'মিসেস লেইনার?' ডাকল সে। 'মিসেস লেইনার?'

উঠে বসল লরা। নির্বাক। অবোধ চাহনি।

লরার গালের দিকে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করল ক্যানাভান, চড়ের দাগ ফুটে উঠেছে কিনা, বোঝা গেল না। তবে চড়গুলো সম্ভবত বেশ জোরেই মেরেছিল সে। হঠাৎ নিজেকে কেমন যেন অপরাধী মনে হতে লাগল ওর। কিন্তু ওই মুহূর্তে এছাড়া আর কিছু করারও ছিল না। বলা

যায়, লরাকে শান্ত করার জন্য ওকে আঘাত করতে সে বাধ্য হয়েছে।

'মিসেস লেইনার?' আবার ডাকল সে।

মুখ তুলে তাকাল লরা ক্যানাভানের দিকে। ম্লান চেহারা জুড়ে এখনও থমকে আছে কান্না। অবোধ চোখে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে আবার ডুকরে কেঁদে উঠল, 'আমাকে কেন নিয়ে এলে?'

'বাঁচার উপায় থাকলে শুধু শুধু কেউ মরে?' জবাব দিল ক্যানাভান।

ঠোঁট কামড়ে ধরে কান্না থামাল লরা। 'জিম বেঁচে নেই, তাই না? কোনও সম্ভাবনাই নেই—'

কি বলবে ক্যানাভান? অনেক সময় সত্যি কথা উচ্চারণ করাও যে কত কষ্টের। খানিকক্ষণ কোন কথাই খুঁজে পেল না সে। তারপর অস্পষ্টভাবে মাথা নাড়ল কেবল।

ক্যানাভানকে সাহায্য করার কোন সুযোগ না দিয়ে আচমকা ধড়মড়িয়ে উঠে দাঁড়াল লরা। হঠাৎ করে তাকে কেমন উদ্‌ভ্রান্ত দেখাচ্ছে। শরীর শক্ত হয়ে উঠেছে, কোমরের কাছে মুষ্টিবদ্ধ হাত। 'আমি ওখানে ফিরে যাব। আমি নিজের চোখে দেখতে চাই—' বলেই কেঁদে ফেলল। 'তুমি জানো না! জিম মরেনি…মরতে পারে না—!'

ক্যানাভান বাধা দিল না, ঘোড়ার দিকে ছুটে গেল লরা।

বুঝিয়ে শুনিয়ে হয়তো ওকে নিবৃত্ত করতে পারত জো, কিন্তু কাউকে না কাউকে তো ওখানে যেতে হবেই। তবে ওখানে যে দৃশ্য ওদের জন্যে অপেক্ষা করছে, তা মোটেও সুখপ্রদ কিছু হবে না। লরা না গেলেই ভাল হত, কিন্তু ওকে এখন সে কথা কিছুতেই বোঝানো যাবে না।

সামনে লরাকে বসিয়ে পেছনে স্যাডলে চড়ে বসল সে, ঘোড়ার পেটে স্পার দাবিয়ে এক হাতে হালকা করে লরার কোমর জড়িয়ে ধরল। কিন্তু ওর হাতের ছোঁয়া লাগতেই কেমন আড়ষ্ট হয়ে গেল লরা। অস্বস্তিটা টের পেয়ে ও বলল, 'মিসেস লেইনার, আমি এভাবে না ধরে রাখলে তুমি বসে থাকতে পারবে না। তাছাড়া দু'জনের ঘোড়ায় চড়ার

এটাই নিয়ম।'

ব্যাখ্যাটা লরার মনঃপূত হলো না, স্পষ্টত ব্যবহার হয় না। টের পেল ক্যানাভান। তবে মুখে কিছু বলল না সে।

ক্যাম্প থেকে খানিকটা দূরে থাকতেই ঘোড়ার লাগাম টানল ক্যানাভান। এখান থেকে ক্যাম্পের জায়গাটা স্পষ্ট চেনা যাচ্ছে। ওয়াগনের ধ্বংসস্তূপের চারপাশে বেশ কিছু গরু শুয়ে বসে আছে। থেকে থেকে ডেকে উঠছে আকাশ ফাটানো স্বরে। সম্ভবত ওগুলোর পা ভেঙেছে। হাঁচোড়-পাঁচোড় করে ওঠার চেষ্টা করতে গিয়ে হুড়মুড় করে পড়ে যাচ্ছে বারবার। ওদের করুণ আর্তনাদে ভারি হয়ে উঠেছে এখানকার পরিবেশ। কিছু গরু একেবারে নিথর নিস্পন্দ হয়ে রয়েছে, কোন নড়াচড়া নেই। সম্ভবত জিম লেইনারের গুলিতে মারা পড়েছে।

ঘোড়া থেকে নামল ক্যানাভান। 'তুমি অপেক্ষা করো। আমি ওয়াগনের কাছে গিয়ে দেখি গরুগুলোর এখনও উঠার ক্ষমতা আছে কিনা। নিশ্চিত হয়ে ডাকব তোমাকে।'

লরা কোনও জবাব দিল না। সামনের দিকে সামান্য ঝুঁকে বসে ওয়াগনের দিকে অপলক তাকিয়ে রইল। চোখে-মুখে ধীরে ধীরে দুশ্চিন্তা আর অনিশ্চয়তার ছায়া ঘনাল।

ওয়াগনের কাছে এসে গেল জো। একটা ভাঙা চাকার নিচে—যা দেখবে ধারণা করেছিল—পড়ে আছে জিম লেইনার, অর্ধেকটা শরীর চাকার নিচে। প্রায় পুরো শরীরটাই থেঁতলে গেছে। মুখটা ভাল করে চেনাই যায় না। রক্ত জমাট বাঁধায় কালো, বীভৎস দেখাচ্ছে। মেরুদণ্ডের হাড়গুলো বোধহয় গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেছে। একটা পা অস্বাভাবিক রকম বেঁকে আছে। পিঠের নিচে দেখা যাচ্ছে ভাঙা রাইফেলটার একাংশ।

সোজা হয়ে দাঁড়াল ক্যানাভান। বাঁ হাতে মুখের ঘাম মুছল। ঘোড়া থেকে নেমে এগিয়ে আসছে লরা। দ্রুত পা চালাল সে। কাছে গিয়ে পথ আগলে দাঁড়াল।

মুখ তুলে ক্যানাভানের দিকে তাকাল লরা। খড়িমাটির মত ফ্যাকাসে

www.boiRboi.blogspot.com

বিবর্ণ চেহারা। আচমকা বলল, 'জিম মরে গেছে!'

মাথা ঝাঁকাল ক্যানাভান। 'হ্যাঁ, মিসেস লেইনার।'

'আমি দেখব।'

'না দেখাই ভাল—'

রাগ ঝলসে উঠল লরার চেহারায়। 'সরো আমার সামনে থেকে! আমি ওকে দেখব।'

এক পাশে সরে দাঁড়াল ক্যানাভান। ওর ওপর জোর খাটানোর কোন অধিকার নেই তার। লরার পিছু পিছু ওয়াগনের দিকে এগিয়ে গেল। কাছে যাবার পর কোনরকম অস্বাভাবিক আচরণ করল না লরা। চিৎকার করে কেঁদে ওঠে ঝাঁপিয়ে পড়ল না স্বামীর মৃতদেহের ওপর। খুব শান্ত ভঙ্গিতে হাঁটু গেড়ে বসল শিয়রের কাছে। আলতো করে হাত রাখল কাঁধে। ফিসফিসিয়ে বলল, 'বিদায়, জিম।' ব্যস, এইটুকুই; আর কিছু না বলে উঠে দাঁড়াল সে। তারপর কোনদিকে না তাকিয়ে হাঁটতে শুরু করল অন্ধের মত।

পেছন পেছন এগিয়ে গেল ক্যানাভান। আচমকা লরা থেমে দাঁড়িয়ে মুখোমুখি হলো ওর। বিষণ্ণ চেহারায় বলল, 'ওয়াগনে কয়েকটা বেলচা ছিল, সবগুলো নিশ্চয়ই ভাঙেনি। ওর কবরটা খুঁড়বে?'

মাথা দোলাল জো। 'কোথায়, মিসেস লেইনার?'

'এক জায়গায় হলেই হবে। মরার পর কোথায় কবর হলো তাতে কিছু যায় আসে না। মরে গেলে মানুষ বেঁচে থাকে শুধু তার পরিচিতদের স্মৃতিতে।'

স্ট্যাম্পীডে টুপি হারিয়েছে ক্যানাভান। খালি হাতে অবিন্যস্ত চুল ঠিক করতে করতে চমকে তাকাল। এ মুহূর্তে লরার কণ্ঠে, সমস্ত চেহারায় অদ্ভুত এক স্থিরতা।

ওয়াগনের কাছে এসে ধ্বংসাবশেষের নিচ থেকে একটা বেলচা খুঁজে বের করল জো। কবর খুঁড়তে শুরু করার পর চোখে পড়ল, পুব আকাশে ভোরের প্রথম আলো ফুটছে। অনেকখানি জুড়ে ভোরের লালিমা। ঘাড়

ফিরিয়ে লরাকে দেখল, একই জায়গায় পাথুরে মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে সে। এদিকে একটা গরু প্রাণপণে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করতে করতে ভূমিশয্যা নিল, আরও দুটো গরু ওঠার জন্য হাঁচোড়-পাঁচোড় করছে। কাজের ফাঁকে এরকম আরও অনেক দৃশ্য দেখল সে। গরুগুলোর দুর্দশা সহ্য করা যায় না। ব্যথায় কাতরাচ্ছে, থেকে থেকে গগনবিদারী আর্তনাদ ছাড়ছে। এখন মৃত্যুই ওদের একমাত্র মুক্তি দিতে পারে।

কবর খোঁড়া শেষে লরার কাছে ফিরে এল ক্যানাভান। একটা ব্যাপার ভেবে বেশ অস্বস্তি বোধ করছে সে, আরেকটু পরই জিম লেইনারের শবদেহ কবরে নামাতে হবে, এ সময় কিছু আনুষ্ঠানিকতার ব্যাপার আছে, কিন্তু কি ভাবে কি করতে হয় কোনও ধারণা নেই ওর। জিম লেইনারকে সে আজই প্রথম দেখেছে, বলতে গেলে ওর সম্বন্ধে কিছুই জানে না। কি প্রার্থনা করবে সে? একটা বাইবেল থাকলেও হত।

'মিসেস লেইনার, কবর খোঁড়া হয়েছে,' জানাল জো।

আচমকা ধপ করে বসে পড়ল লরা। পা দুটো যেন আর তার শরীরের ভার বইতে পারছিল না। মুখ তুলে তাকাল সে ক্যানাভানের দিকে। শুকনো চোখ, মুখ জুড়ে বিষাদের ছায়া। 'তুমি কবর খোঁড়ার সময়েই যা বলার বলেছি আমি, আর কিছু বলার নেই—'

কবরের কাছে ফিরে এল ক্যানাভান। মন খারাপ লাগছে। খানিক নিঝুম দাঁড়িয়ে থাকল সে। জিম লেইনারের লাশ কবরে শুইয়ে দিয়ে এক টুকরো কাপড় দিয়ে মুখটা ঢেকে দিল। তারপর মাটি ফেলে কবর ভরল।

চারপাশ একেবারে ফরসা হয়ে এসেছে। পুব আকাশের লালিমা হলদে কুয়াশার মত ছড়িয়ে যাচ্ছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সূর্য উঠে আসবে। কবরের পাশে বেলচা ফেলে লরার কাছে এসে দাঁড়াল ক্যানাভান। হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে বসে আছে সে।

'আজকের সকালে বোধহয় নাস্তা জুটবে না কপালে,' বলল ক্যানাভান। গুরুত্বহীন কথা, কিছু একটা বলতে হবে সেজন্যই যেন বলা।

www.boiRboi.blogspot.com

'একদিন না খেলেই বা কি—কতদিন না খেয়ে কেটেছে!' বলল লরা। আড়ষ্ট, স্খলিত কণ্ঠস্বর।

'এবার ইউনিটার দিকে রওনা হয়ে যেতে পারি আমরা,' কথা চালিয়ে গেল ক্যানাভান। 'সবচেয়ে কাছের শহর ওটাই। ওখানে গেলে আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবে তুমি।'

মাথা নাড়ল লরা, 'আমার কোন আত্মীয়-স্বজন নেই।'

'তাহলে কি করবে?'

'কোন একটা কাজ খুঁজে নেব। আমার জন্য ব্যস্ত হয়ো না, মি. ক্যানাভান।'

উঠে দাঁড়াল লরা। জিম লেইনারের কবরের উঁচু ঢিবিটার দিকে তাকিয়ে সঙ্গে সঙ্গে চোখ ফিরিয়ে নিল।

'ওয়াগনের কিছু জিনিস এখনও অক্ষত আছে,' বলল জো। 'একটু জলে তোমাদের ঘোড়াগুলো পাওয়া যাবে। আর ওয়াগনের কিছু কিছু জিনিসের হয়তো তোমার কাছে বিশেষ মূল্য আছে··· দেখি, শহরে পৌঁছে কাউকে সঙ্গে নিয়ে আবার আসতে হবে।'

ওর কথাগুলো লরা শুনল কিনা বোঝা গেল না। উত্তর দিকে, স্ট্যাম্পীডের গরুর পালটা যে পথে এসেছিল, সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে শিউরে উঠল সে। আচমকা ক্যানাভানের দিকে ফিরে বলল, 'ওরা এ কাজ কেন করল, মি. ক্যানাভান? এই স্ট্যাম্পীডটা কোন দুর্ঘটনা না। ওরা জানত আমরা এখানে ক্যাম্প করেছি।'

সোজা হয়ে দাঁড়াল ক্যানাভান। 'কারা জানত তোমরা এখানে ক্যাম্প করেছ?'

'কাল বিকেলে যারা আমাদের থামিয়ে ইউনিটা বেসিন থেকে চলে যেতে বলেছিল, ইউনিটায় আর কোন হোমস্টেডারকে জায়গা দেয়া হবে না বলে বার বার আমাদের শাসাচ্ছিল ওরা।'

'কারা ওরা?'

'মোট তিনজন ছিল। বেশির ভাগ কথা যে লোকটা বলছিল, সে

বিশালদেহী, চওড়া কাঁধ, টাক মাথা, মুখে চাপ দাড়ি। ওই লোকটা বলছিল আমরা যে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি সেটা তার রেঞ্জের ওপর দিয়ে গেছে। আমরা ফিরে গেলেই বুদ্ধিমানের কাজ হবে, এখানে আমাদের জায়গা হবে না।'

ক্যানাভানের শরীর জুড়ে একটা ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে গেল। একটা নাম উচ্চারণ করল সে। 'হেনরি টাইলার?'

'ওকে চেনো তুমি?' দ্রুত জিজ্ঞেস করল লরা।

'চিনতাম—কিন্তু সে অনেক আগের কথা। আমার কথা ওর বোধ করি মনে নেই, আর মনে থাকলেও আমাকে দেখলে এখন খুশি হবে না ও।'

লরা আবার নিজের চিন্তায় ফিরে গেছে। উদাস, অন্যমনস্ক দেখাচ্ছে তাকে। ক্যানাভানের কথার তাৎপর্য ধরতে পারল না ও।

ক্যানাভান অনেকটা স্বগতোক্তির মত আবার উচ্চারণ করল নামটা: হেনরি টাইলার। জো ক্যানাভান তোমার সঙ্গে দেখা করার জন্যই এখানে ফিরে এসেছে। লরার দিকে ফিরল সে। 'তোমাকে আমি ঘোড়ায় তুলে দিচ্ছি। কিছুদূর গিয়ে আমার জন্য অপেক্ষা করবে। এদিকে গুলির আওয়াজ শুনলে ভয় পেয়ো না।'

যন্ত্রণাকাতর গরুগুলোর দিকে তাকাল লরা। 'ওগুলোকে—'

'হ্যাঁ।'

লরার কপালে ভাঁজ পড়ল। 'এমন কিছু করার কোন অধিকার তোমার নেই!'

'কোন কোন সময় অধিকার নিয়ে ভাবলে চলে না। গরুগুলোর কষ্ট হচ্ছে। মৃত্যুতেই কেবল ওদের শান্তি হবে।' বলল জো। তারপর জোর করে মুখে একটু হাসি ফুটিয়ে তুলল। 'চলো, তোমাকে ঘোড়ায় চড়িয়ে দিই।'

'না, আমি নিজেই চড়তে পারব।' বলে ক্যানাভানের ঘোড়ার কাছে এগিয়ে গেল লরা। স্টির‍্যাপে পা ঢুকিয়ে উঠে বসল স্যাডলে। একবারও

www.boiRboi.blogspot.com

পেছনে না ফিরে ঘোড়া ঘুরিয়ে রওনা হয়ে গেল। কিছুদূর গিয়ে লাগাম টেনে ঘোড়া থামাল, অপেক্ষা করতে লাগল ক্যানাভানের জন্য।

দুই

লরার বয়স এখন বিশ বছর। সে জানে না কে তার বাবা-মা, কোথায় তার জন্ম। এতিমখানায় বড় হচ্ছিল সে। যখন তার বয়স দশ বছর, তখন তাকে এতিমখানা থেকে এক দম্পতি দত্তক হিসাবে নিয়ে আসে। আনার সময় ওরা কর্তৃপক্ষকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, লরাকে আপন সন্তানের মত লালন-পালন করবে। কার্যত, সেই প্রতিশ্রুতি ওরা রক্ষা করেনি।

ভালবাসা, বাবা-মায়ের স্নেহ-মমতা কিছুই সে পায়নি। এই পরিবারে আসার পর এক নিষ্ঠুর, অমানবিক জীবনের সঙ্গে পরিচয় ঘটে ওর। সন্তান নয়, এদের আসলে প্রয়োজন ছিল একটি কাজের মেয়ের। সেই কাক-ডাকা ভোরে ঘুম থেকে উঠে শুরু হত তার কাজ: রান্না-বান্না, কাপড় কাচা, ইস্ত্রি করা, ঘর ঝাঁট দেওয়া সবকিছু একাই করতে হত তাকে। এক মুহূর্তের জন্য ফুরসৎ মিলত না। ঘরের কাজ শেষ তো যেতে হত মাঠে! এই উদয়াস্ত পরিশ্রমের পর রাত যে কোথা দিয়ে কেটে যেত টেরও পেত না সে। যাহোক, এত খাটুনির পরও দু'মুঠো খাবারের নিশ্চয়তা ছিল। কিন্তু যৌবনে পা দিতেই দেখা দিল অন্যরকম এক উপদ্রব। রাতের ঘুম হারাম হয়ে গেল ওর। বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ করল বাড়ির কর্তার আচরণ বদলে যাচ্ছে, তার সৎ বাবা ঠারে ঠোরে বিভিন্ন কুৎসিত ইঙ্গিত করছে। সুযোগ পেলেই তাকে জড়িয়ে ধরতে চাইছে লোকটা। অল্পদিনেই তার অত্যাচারে জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠল লরার।

www.boiRboi.blogspot.com

একদিন বার্নে একা পেয়ে ওকে খড়ের গাদায় ঠেসে ধরল জানোয়ারটা। উফ্, সে গেছে এক দুঃস্বপ্নের সময়! সেদিন কিভাবে যে ওই পশুর হাত থেকে নিজেকে বাঁচিয়েছিল...তারপর একা আর কখনও বার্নে কাজ করতে যায়নি সে। কিন্তু তবু কি রেহাই আছে! সুযোগ পেলেই চারপাশে ঘুর ঘুর করত লোকটা, ভয়ে, আতঙ্কে কাঠ হয়ে থাকত সে সারাক্ষণ।

এমনি সময়ে ত্রাণকর্তার মত জিম লেইনার এল তার জীবনে। রূপকথার গল্পের মত। কিভাবে, কি করে যে বিয়েটা হয়েছিল, এখনও ঠিক বুঝে উঠতে পারে না সে। তবে বিয়ের পর সুখ কাকে বলে সেই প্রথম টের পেয়েছিল। একটা বছর তাদের কেটেছে স্বপ্নের মত। ঠিক প্রেম নয়, বয়সে অনেক বড় জিম লেইনারের সঙ্গে তার সম্পর্কটা ছিল শ্রদ্ধা মেশানো—ভালবাসার আর পাঁচটা স্বামী-স্ত্রীর মত নয়। কিন্তু তারপরও সুখ ছিল অঢেল। ওই অসহনীয় বন্দী জীবন থেকে মুক্তি পেয়ে জিম লেইনারের কাছে কৃতজ্ঞতার অন্ত ছিল না তার। লোকটাকে তার দেবতার মত মনে হত মাঝে মাঝে। একটা নরক থেকে ওকে উদ্ধার করে এনেছিল সে।

আবছা সকালে, ঘোড়ার পিঠে নিঝুম হয়ে বসে, বিগত জীবনের টুকরো ঘটনাগুলো ভাবছিল ও, ছবির মত ভাসছিল সব চোখের সামনে। বেশ সুখেই তো ছিল! এখন সে কি করবে? জিম নেই, যাবে কোথায়? আবার বুঝি সূচনা হলো এক অনিশ্চিত জীবনের। কোথায় কাজ খুঁজবে, কে দেবে কাজ? কিছুই বুঝে উঠতে পারছে না সে!

ক্যাম্পের দিক থেকে গুলির আওয়াজ এল। প্রথমে একটা, তারপর আরও, পরপর চলতে থাকল—বারবার শিউরে উঠল লরা। এখনও বুকের মধ্যে আতঙ্ক থানা গেড়ে আছে। ক্ষুধা-তৃষ্ণা, ক্লান্তি কি জানা ছিল তার, কিন্তু গতরাতের প্রচণ্ড গোলাগুলি, মানুষের উন্মত্ত চিৎকার, ঢেউয়ের মত ছুটে আসা গরুর পাল—এসব সম্পূর্ণ নতুন অভিজ্ঞতা ওর জন্যে। কাল মনে হয়েছিল, বার্নের সেই ঘটনারই যেন পুনরাবৃত্তি ঘটছে: সৎ বাবা

জাপটে ধরে প্রাণপণে ওর কাপড় খোলার চেষ্টা করছে—কিন্তু না, এ তার চেয়ে ভয়ঙ্কর। কাল মৃত্যুর খুব কাছে থেকে ফিরে এসেছে সে। জো ক্যানাভান না থাকলে বাঁচার কোন আশা ছিল না; ও জোর করে সরিয়ে না আনলে আজ এক সঙ্গে দুটো কবর খুঁড়তে হত ওকে।

ক্যানাভানের পায়ের আওয়াজ পেয়ে ঘুরে তাকাল লরা। গতকাল সন্ধ্যার আগে আগে ক্যানাভান ওদের ক্যাম্পে এসেছে, কিন্তু ওকে ভাল করে লক্ষ করা হয়নি। এই প্রথম ওকে খুঁটিয়ে দেখল সে। বেশ লম্বা-চওড়া এক যুবক, পেশল মজবুত শরীর। হাসিখুশি সরল চেহারা, কিন্তু একটু নজর করে দেখলে বোঝা যায় সরলতার সঙ্গে চোখের তারায় কাঠিন্য, আর নিষ্ঠুরতা মিশে আছে। গায়ের রঙ বেশ ফর্সা ছিল একসময়। রোদে পুড়ে এখন তামাটে হয়েছে বটে, তবে উজ্জ্বলতা হারায়নি।

ক্যানাভানের কথা ভাবতে গিয়ে হঠাৎ হোঁচট খেলো লরা। লোকটার সে কিছুই জানে না। কোত্থেকে এসেছে? কোথায় যাচ্ছে? ভবঘুরে? লরা ওর নামটাই জানে শুধু—জো ক্যানাভান। আর কিছু নয়। না, মনে পড়ছে, গতকাল সন্ধ্যায় জিম লেইনারকে কথায় কথায় বলেছিল, অনেক আগে একসময়ে এই এলাকায় থাকত সে। তারমানে সেই শৈশবে, সে যখন অনেক ছোট। এখন ক্যানাভানের বয়স কত? ওর সমবয়সী, কিংবা তার চেয়ে দু-তিন বছরের বড় হবে হয়তো।

'অনেক দূর যেতে হবে, তৈরি তো?' কাছে এসে জিজ্ঞেস করল ক্যানাভান।

হাসির চেষ্টা করল লরা। 'ইউনিটা এখান থেকে কতদূর?'

'সন্ধ্যার আগেই পৌঁছে যেতে পারব। তবে আবার বলে রাখছি পুরোটা পথ কিন্তু আমাদের না খেয়েই থাকতে হবে। ইউনিটা পর্যন্ত এই এলাকাটা ওয়াগনহুইলের রেঞ্জ; র‍্যাঞ্চহাউস এখান থেকে আরও উত্তরে, আশপাশে খাবার জোগানোর মত লোক নেই।'

'তাতে কি? তুমি উপোস কাটাতে পারলে আমিও পারব,' বলল

www.boiRboi.blogspot.com

লরা।

'পথে অবশ্য বেশ ক'টা ছোটখাট নদী পড়বে, খাবার না জুটলেও পানির কোনও অভাব হবে না।...তো, তুমি একটু সামনে এগিয়ে বসো. আমি স্যাডলে উঠি।'

কিছু না বলে সামনে সরে বসল লরা। পেছনে উঠে ঘোড়া ছোটাল জো ইউনিটার উদ্দেশে। পেছনে, সূর্য অনেকখানি ওপরে উঠে এসেছে। ঝলমল করছে চারদিক। শুরু হচ্ছে আরেকটা উত্তপ্ত দিনের। এরই মধ্যে বাতাস গরম হয়ে উঠেছে।

সকালের শেষভাগে গাছপালায় ছাওয়া এক স্রোতস্বিনীর কাছে পৌঁছাল ওরা।

কাচের মত স্বচ্ছ নদীর জল; ঠাণ্ডা, মিষ্টি। আঁজলা ভরে পানি খেলো লরা। হাত-মুখ ধুলো, তারপর গাছপালার ছায়ায় এসে হাত-পা ছড়িয়ে বসে পড়ল। ক্যানাভানও হাত-মুখ ধুয়ে, পানি খেয়ে লরার পাশে এসে বসে পকেট থেকে তামাক আর কাগজ বের করল।

'ইউনিটায় কেন যাচ্ছ তুমি?' জিজ্ঞেস করল লরা।

ক্যানাভানের কপালে ভাঁজ পড়ল। 'একটু কাজ আছে। সয়-সম্পত্তির ব্যাপার। অন্যলোক হাতিয়ে নিয়েছে—অনেকদিন কোন খোঁজ-খবর নেয়া হয়নি।'

'তারপর?'

'তারপর কি আমিও জানি না, মিসেস লেইনার!' সিগারেট ধরিয়ে জবাব দিল জো। 'এমনও হতে পারে আমি একজন র‍্যাঞ্চার হয়ে যাব, নয়তো যা আছি তাই থাকব—মামুলি কাউহ্যাণ্ড, ভবঘুরে কিংবা—' কাঁধ ঝাঁকাল সে।

'এক সময় তুমি এখানেই থাকতে, তাই না?'

'সে অনেক আগের কথা।'

'খুব বেশি আগের কথা নয় নিশ্চয়ই?'

'আমার বয়স এখন তেইশ। আমি যখন এখান থেকে চলে যাই তখন

আমার বয়স ছিল বারো। অনেক দিনই তো, তাই না? কিন্তু বারো বছর আগের প্রতিটি ঘটনা আমার স্পষ্ট মনে আছে।'

কেমন অন্যমনস্ক হয়ে গেল জো। সামনের দিকে একটু ঝুঁকে বসে চোখ বুজল। সব মনে পড়ে যাচ্ছে। ঘোড়দৌড়ের মত ছুটে আসছে কত স্মৃতি, টুকরো ঘটনা। কিন্তু সব কিছু ছাপিয়ে তিনটে ঘটনা বিশেষ ভাবে মনে আছে ওর। প্রথমটা এক ম্লান, বিষণ্ণ বিকেলের: ঘোড়ার পিঠে করে উঠানের মাঝখানে এনে বাবার মৃতদেহটা নামানো হলো…বাবার নিষ্প্রাণ দেহ জড়িয়ে ধরে কাঁদছে মা। পাশে হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে। বাবা নেই, চিন্তাটা একেবারে স্তব্ধ বিমূঢ় করে দিয়েছিল ওকে। বুকটা যেন পাথর হয়ে গিয়েছিল; কাঁদতে পারছিল না, গলা দিয়ে কোন আওয়াজই বেরুচ্ছিল না।

দ্বিতীয় ঘটনাটা তার পরের দিন, সকালের: লিভিংরুমে মা পাগলের মত বাবার খুনের জন্য হেনরি টাইলারকে দোষারোপ করছে। ন্যুব্জ ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে টাইলার, মার অভিযোগ অস্বীকার করছে, কিন্তু তার গলায় তেমন জোর নেই। মার যুক্তি সে খণ্ডন করতে পারছে না। অপরাধীর মত দুর্বল দেখাচ্ছিল তাকে।

তৃতীয় ঘটনাটা ওদের পালানোর। বাবার মৃত্যুর তিন-কি-চারদিন পর ওদের র‍্যাঞ্চে হামলা হলো। সেদিন আগেভাগে ওদের সাবধান করে দিয়েছিল বেন নরম্যান। পালানোর সময় ওদের সঙ্গে থেকে অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়ে দিয়েছিল সে। মনে আছে, ওরা যখন পালাচ্ছিল, গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে পিছু ধাওয়া করে আসছিল ওয়াগনহুইলের দুর্বৃত্তরা। কিছুই সঙ্গে নিতে পারেনি, এক কাপড়ে সেদিন ইউনিটা ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল মা-ছেলে। বেন নরম্যানকে তার বাবা পছন্দ করত না, বাবার দেখাদেখি সেও অপছন্দ করত লোকটাকে। কিন্তু সেদিনের ঘটনাটার পর ওর ধারণা বদলে যায়! খামোকাই বাবা এবং সে বেন নরম্যান সম্বন্ধে ভুল ধারণা পোষণ করছিল।

সিগারেট নিভে গিয়েছিল, আবার আগুন ধরিয়ে লরার দিকে তাকাল

www.boiRboi.blogspot.com

জো।

'তুমি আনমনা হয়ে গিয়েছিলে, মনে হচ্ছিল দূরে কোথাও হারিয়ে গেছ।' বলল লরা।

'না। ভাবছিলাম। ছোট থাকতে দেখেছি ওয়াগনহুইল ছিল এ এলাকার সবচেয়ে বড় র‍্যাঞ্চ। সবচেয়ে প্রতাপশালী লোক ছিল হেনরি টাইলার। এখনও নিশ্চয়ই তাই আছে।'

'আমি সেই তিনজন লোকের বর্ণনা দেবার পরেও এই নামটা একবার উচ্চারণ করেছিলে তুমি।'

'হ্যাঁ, তোমার বর্ণনা ওই লোকটির সঙ্গেই কেবল মেলে।'

লরা পা ভাঁজ করে সোজা হয়ে বসল। 'তোমার কাজ কি ওই টাইলারের সঙ্গেই?'

'হ্যাঁ।'

মাথা নাড়ল লরা, কপালে ভাঁজ পড়ল। 'অনেক টাকার ব্যাপার?'

'হ্যাঁ।'

'ইচ্ছে করলে কাল বাঁচতে পারত জিম। কিন্তু ওয়াগনের কাছে থেকে গরুর পালের সঙ্গে লড়াই করাটাকেই সে বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করল। নিশ্চিত মৃত্যুর কথা কি সে বোঝেনি? তারপরও নির্বোধের মত জেদের বসে একটা হঠকারী সিদ্ধান্তের কারণে প্রাণ হারাল সে। তুমিও কি সেরকম কিছু করতে চাইছ? জমি, গরু….কাড়ি কাড়ি টাকা এসব কি জীবনের চেয়েও দামী?'

'না। কিন্তু কেবল টাকা বা জমি নয়, আমার বেলায় আরও অনেক কিছু জড়িয়ে আছে।'

'সেসব কি জীবনের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ?'

'হ্যাঁ, অন্তত আমার কাছে। আমি আমার অধিকার ফেরত পেতে চাই। পেশি শক্তির জয় সর্বত্র, জানি, তবু কেউ না কেউ রুখে দাঁড়ায়। আর রুখে দাঁড়ায় বলেই পশ্চিমে সামান্য হলেও এখনও আইনের অস্তিত্ব আছে।'

তখনও ভ্রূ কুঁচকে আছে লরা। অস্পষ্টভাবে মাথা নাড়ল বার কয়েক।

ক্যানাভান উঠে দাঁড়াল। 'চলো, রওনা হওয়া যাক।'

ওরা যখন ইউনিটায় পৌঁছাল তখন চারপাশ অন্ধকার হয়ে এসেছে। দোকানপাটের হলুদ আলোয় ক্যানাভানের কাছে শহরটাকে কেমন অচেনা, অপার্থিব লাগছে। ওর মনে ইউনিটার যে ছবি দীর্ঘদিন ধরে গেঁথে আছে, তার তুলনায় শহরটাকে অনেক ছোট আর জৌলুসহীন লাগল। তার ধারণা ছিল ইউনিটার সদর রাস্তাটা পশ্চিমের বড় সড়কগুলোর অন্যতম। কিন্তু এই মুহূর্তে সেটাকে খুবই সঙ্কীর্ণ লাগছে। দু'পাশের ঘর বাড়িগুলো গভীর মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ করতে করতে এগোল। কিছু ঘরবাড়ি অন্ধকারে ডুবে আছে, কতগুলোতে আলো জ্বলছে। কি জানি, রাতের বেলা দেখছে বলেই হয়তো শহরটাকে এমন অদ্ভুতুড়ে লাগছে; সকালে নিশ্চয় সব ঠিক হয়ে যাবে, ভাবল জো।

'প্রথমে শেরিফের অফিসে যাব আমরা। গত রাতের স্ট্যাম্পীডের ব্যাপারটা রিপোর্ট করব তাকে,' বলল জো। 'তারপর একসঙ্গে খাব। খাওয়া শেষে তোমার জন্য কোন হোটেলে একটা রুমের ব্যবস্থা করা যায় কিনা দেখব।'

লরা ঘাড় ঘুরিয়ে ক্যানাভানকে দেখল, বলল, 'আমার কাছে টাকা-পয়সা নেই।'

'আমি তোমাকে ধার দেব কাজ পেলে শোধ করে দিয়ো।'

সামনে একসার আলোকিত দালান। ডানদিকের সারির প্রথমে নাপিতের দোকান, ইউনিটা ব্যাংক; তারপর প্যাটারসন জেনারেল স্টোর। রাস্তার উল্টোদিকের সারিতে পর পর দাঁড়িয়ে স্টেজ অফিস, কোরাল, বি এণ্ড ডব্লিউ সেলুন ও রেস্টুরেন্ট এবং সবার শেষে শেরিফের অফিস।

শেরিফের অফিসের সামনে পৌঁছে ঘোড়ার লাগাম টানল

www.boiRboi.blogspot.com

ক্যানাভান। স্যাডল থেকে পিছলে নেমে, লরাকে নামতে সাহায্য করল।

'হাত-পা জমে গেছে না?' জিজ্ঞেস করল জো।

'মনে হচ্ছে হাঁটতেই পারব না।'

'দু'তিনদিন ভোগাবে। রাতে টাটিয়ে উঠবে ব্যথাটা।' ভ্রূ নাচাল জো। 'তবে আশা করি ঘুমের কোন ব্যাঘাত হবে না।' রাস্তা ছেড়ে বোর্ড সাইডওঅকে উঠে এল ওরা। দরজা খুলে শেরিফের অফিসে ঢুকল।

শেরিফকে তার টেবিলেই পাওয়া গেল। চল্লিশোর্ধ্ব লোকটার ছোটখাট গড়ন, গম্ভীর চেহারা। গভীর কালো চোখে ধারাল দৃষ্টি। শেরিফের সঙ্গে আরেকজন লোক রয়েছে কামরায়, কথা বলছিল তারা; ওদের ঢুকতে দেখে দু'জনেই কথা থামিয়ে তাকাল। শেরিফের টেবিলের সামনে দাঁড়ানো লোকটার বয়স ক্যানাভানের সমান, কিংবা দু-এক বছর বেশি হবে। বেশ লম্বা-চওড়া, স্থূল চেহারা। লোকটাকে চিনল না জো, বেসিনেরই কেউ হবে।

'শেরিফকে খুঁজছিলাম,' বলল জো।

টেবিলের পেছনের লোকটা সোজা হয়ে বসল। 'আমি শেরিফ বিল ওয়ালেস।'

'ইনি মিসেস জিম লেইনার,' লরাকে দেখিয়ে বলল জো, তারপর নিজের পরিচয় দিল, 'আমার নাম ক্যানাভান। জো ক্যানাভান।'

শেরিফের দু'চোখ বিস্ফারিত হলো। 'তুমি—নিশ্চয়ই সেই—'

'হ্যাঁ। আমিই,' বলল জো। 'ফ্র্যাঙ্ক ক্যানাভানের ছেলে। এ ব্যাপারে পরে আলাপ করা যাবে। আগে অন্য একটা ঘটনা সম্পর্কে তোমাকে জানাতে চাই।'

স্ফীত চেহারার লোকটা এসময় ঘুরে দাঁড়িয়ে দরজার দিকে এগোল। 'আমি যাচ্ছি, বিল,' দরজার কাছে পৌঁছে ঘাড় ফিরিয়ে বলল সে। 'পরে দেখা হবে।'

ক্যানাভানের দিকে এক ঝলক কঠিন অনুসন্ধানী দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বেরিয়ে গেল লোকটা।

'ফ্র্যাঙ্ক ক্যানাভানের ছেলে,' বিড় বিড় করে উচ্চারণ করল শেরিফ। হাতের পিঠ দিয়ে মুখ মুছল। 'আমার বিশ্বাসই হচ্ছে না। আমরা শুনেছি তুমি, তোমার মা, তোমরা কেউ বেঁচে নেই···মারা গেছ।'

'দেখতেই পাচ্ছ মরিনি।' বলল ক্যানাভান। 'যা হোক, গতরাতের একটা ঘটনা বলছি, শোনো, জিম লেইনার নামে এক হোমস্টেডারের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল গতকাল সন্ধ্যায়। এখান থেকে পুবে ওয়াগনহুইলের রেঞ্জে। ওখানে ওরা রাতের জন্য ক্যাম্প করেছিল। লেইনারের অনুরোধে আমিও ওদের সঙ্গে যোগ দেই। মাঝরাতের দিকে কিংবা আরও কিছু পরেও হতে পারে, হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙে যায়। প্রথমে ঠিক বুঝতে পারিনি কেন। তারপর গুলির শব্দ আর মানুষের চিৎকার শুনে উত্তর দিকে তাকিয়ে দেখি, একপাল গরু তীর বেগে আমাদের ক্যাম্পের দিকে ধেয়ে আসছে। স্ট্যাম্পীডের ঘটনাটা কেউ ইচ্ছে করে ঘটিয়েছে। গরুর পায়ের তলায় চাপা পড়ে মারা গেছে জিম লেইনার।'

শেরিফ বিল ওয়ালেস চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। চোখে-মুখে অবিশ্বাস নিয়ে একবার লরা আরেকবার ক্যানাভানের দিকে তাকাল সে। 'স্ট্যাম্পীড?' অস্পষ্ট গলায় উচ্চারণ করে, ঘন ঘন মাথা নাড়তে লাগল সে। 'তুমি বলছ ইচ্ছে করে কেউ স্ট্যাম্পীডটা ঘটিয়েছে? অবিশ্বাস্য!'

'ঘটনার সময় আমি ছিলাম ওখানে। তোমাকে আমি অকুস্থলে নিয়ে যেতে পারি—' জবাব দিল জো।

'তুমি ঠিক জানো স্ট্যাম্পীডটা ইচ্ছাকৃত? এমনও তো হতে পারে বিদ্যুতের ঝলক, কিংবা বজ্রপাতের শব্দে—'

'না। তেমন কিছু না। বন্দুকের গুলি আর মানুষের চিৎকারে স্ট্যাম্পীড শুরু হয়েছে। ওখানে গেলে অনায়াসেই ট্র্যাক খুঁজে পাওয়া যাবে।'

'একটা লোক মারা গেছে বলছ?'

'হ্যাঁ,' জবাব দিল লরা। 'আমার স্বামী।'

www.boiRboi.blogspot.com

গভীর করে দম নিয়ে মাথা নাড়ল শেরিফ। 'আমি দুঃখিত, মিসেস লেইনার। এরকম দুর্ঘটনা তো ঘটেই—আমি আগামীকাল—'

'এটা দুর্ঘটনা নয়,' তীক্ষ্ণ গলায় বলল লরা। 'গুলির শব্দ, মানুষের চিৎকার স্পষ্ট শুনেছি আমি। তাছাড়া ঘটনার কয়েক ঘন্টা আগে রাস্তায় আমাদের থামিয়ে শাসিয়েছিল তিনজন লোক। তাদের একজন হেনরি টাইলার। আমাদের ফিরে যেতে বলেছিল সে, আমরা ইউনিটা বেসিনে অবাঞ্ছিত, আমাদের নাকি এখানে থাকতে দেওয়া হবে না—'

বিল ওয়ালেস সরাসরি লরার দিকে তাকাল। 'মিসেস লেইনার, আমি হেনরি টাইলারকে অনেকদিন ধরে চিনি। সে কঠিন লোক। মাঝেমধ্যে লোকজনের সঙ্গে নিষ্ঠুর আচরণ করে সে, ঠিক, কিন্তু রাতের অন্ধকারে কারও ক্যাম্পের ওপর দিয়ে গরুর পাল চালিয়ে দেয়ার মত জঘন্য মানুষ সে নয়। এ ধরনের কাজ সে করতেই পারে না।'

'কেউ নিশ্চয়ই করেছে—' বলল লরা।

'টাইলার নয়।'

সামনে এগিয়ে এল জো। 'এখন মনে হচ্ছে আমার বাবাকেও টাইলার খুন করেনি!'

শেরিফের চোয়াল শক্ত হলো। 'তোমার বাবাকে কে খুন করেছে আমরা জানি না, জো। এ ব্যাপারে আমি তোমার সঙ্গে কথা বলব। তুমি ফিরে এসেছ কেন সেটাও আমার জানা দরকার।'

'এখন না,' বলল জো। 'আগে স্ট্যাম্পীড আর জিম লেইনারের হত্যাকাণ্ডের সুরাহা হোক।'

বিল ওয়ালেস অস্বস্তিতে নড়ে উঠল। 'ঘটনার অবশ্যই তদন্ত হবে। আমি—'

কথা শেষ করতে পারল না শেরিফ। দরজার কাছ থেকে কর্কশ ধমকের সুর শোনা গেল:

'রাখো তোমার তদন্ত। ওসবে কোন লাভ হবে না। টাইলারের অনেক বাড় বেড়েছে!'

ঘুরে দাঁড়াল জো। দরজায় বেশ কয়েকজন লোক এসে দাঁড়িয়েছে। তাদের মধ্যে লম্বা, শুকনো চেহারার এক লোককে—এক নজর দেখেই চিনতে পারল জো—বেন নরম্যান। এইমাত্র সে-ই ওরকম কর্কশ গলায় কথা বলেছে, এখনও তার মুখ-চোখ কুঁচকে আছে। ওকে দেখার পর মুখের রেখা নরম হলো। হাত বাড়িয়ে হাসিমুখে এগিয়ে এল সে। 'তুমি ফিরে এসেছ, জো! খুব খুশি হয়েছি। অনেকেই তোমাকে দেখে খুশি হবে না, কিন্তু আমি সত্যি খুশি হয়েছি।'

করমর্দন করল ওরা।

'অনেক বড় হয়ে গেছ তুমি, জো,' বলল বেন নরম্যান। 'তোমার সব কথা পরে শুনব। আগে দেখি এই স্ট্যাম্পীডের ব্যাপারে কি করে শেরিফ। ওয়ালেস, কিসের ভয় পাচ্ছ তুমি? হেনরি টাইলারকে?'

শেরিফের চেহারায় রাগ ঝলসে উঠল। 'টাইলার কেন, কাউকেই ভয় পাই না আমি। চেয়ার টেনে বসল সে। 'যা ভাল বুঝি তাই করব।'

বেন নরম্যান ক্রুদ্ধ চেহারায় শেরিফের টেবিলের কাছে এগিয়ে এল। 'জাহান্নামে যাক তোমার তদন্ত। স্ট্যাম্পীডে একজন লোক প্রাণ হারিয়েছে, ঘটনাটা ঘটেছে ওয়াগনহুইলের রেঞ্জে, এর সমস্ত দায়-দায়িত্ব টাইলারের। ওকে গ্রেফতার করো, আজ এক্ষুণি!'

শেরিফের চোখ-মুখ আরও কঠিন দেখাল। 'আমি আমার মত কাজ করব, নরম্যান। যতক্ষণ আমি শেরিফ আছি এর কোন হেরফের হবে না।'

'আর বেশিদিন শেরিফ থাকতে হবে না তোমাকে।'

'সে দেখা যাবে, এখনও আমিই শেরিফ।'

ক্রুদ্ধ চেহারায় ঘুরে দাঁড়াল নরম্যান। 'এজন্য এখানে ছুটে এসেছি আমরা!' চেঁচিয়ে বলল সে। 'আমাদের শেরিফ, টাইলারের লোক। আমি বা আর কেউ এখন কোনও দোষ করতাম তাহলে আমাদের গ্রেফতার করতে এক মুহূর্ত দেরি হত না। অথচ টাইলার খুন করলেও কিছু হয় না—এ অবস্থা কতদিন চলবে? এখনই সময় এর অবসান

www.boiRboi.blogspot.com

ঘটানোর!'

দরজার জটলার মধ্যে একটা গুঞ্জন উঠল। কেউ একজন ভেতরে ঢুকল। কথা থামিয়ে, আগন্তুককে দেখার সঙ্গে সঙ্গে নরম্যানের চোখ বড় বড় হয়ে গেল। ঝটকা মেরে কোট সরিয়ে কোমরের হোলস্টারে হাত রাখল সে।

জো দ্রুত ঘাড় ঘুরিয়ে দরজার দিকে তাকিয়েই জমে গেল। দরজার ভিড় ঠেলে এইমাত্র যে ঘরে ঢুকেছে, বিশাল দেহ তার, চওড়া কাঁধ, পাথরের মত কঠিন মুখে ধূসর চাপ দাড়ি। ক্যানাভানকে কারও বলে দিতে হলো না, নরম্যানকে যেমন দেখার সঙ্গে সঙ্গে চিনেছিল, টাইলারকেও চিনতে পারল। খুব বেশি বদলায়নি ওয়াগনহুইলের বস্। বয়স হয়েছে বোঝা যায়। ধূসর দাড়ির সঙ্গে চেহারায় বলিরেখা আরও গভীর হয়েছে। কিন্তু এখনও তেমনই দাম্ভিক অহঙ্কারী চেহারা। তবে একটু কি ক্লান্ত দেখাচ্ছে?

এক মুহূর্ত দ্বিধা করল না জো, চেনার সঙ্গে সঙ্গে মুখ খুলল:

'টাইলার, তোমার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে। কয়েকটা প্রশ্নের জবাব চাই, সেজন্যই আমার ফিরে আসা।'

মাথা দোলাল টাইলার। 'তুমি এসেছ, আমি খুশি হয়েছি, জো। কথা পরে হবে। দেখি স্ট্যাম্পীডের ব্যাপারটা কি? আমাকে গ্রেফতার করার কথাই বা উঠছে কেন?'

জো লরার দিকে তাকাল, বড় বড় চোখে হেনরি টাইলারকে দেখছে ও। ওর চাহনি, মুখের ভাব দেখেই বোঝা যাচ্ছে হেনরি টাইলারকে চিনতে পেরেছে।

'মিসেস লেইনার,' গলার স্বর স্বাভাবিক রেখে জিজ্ঞেস করল জো। 'তুমি একে আগে কখনও দেখেছ? সেই তিনজন লোকের মধ্যে ছিল এইলোক?'

জিভ দিয়ে ঠোঁট ভেজাল লরা। 'হ্যাঁ, ও-ই আমাদের শাসিয়েছিল।'

টাইলার ঘাড় ঘুরিয়ে লরাকে দেখে, ক্যানাভানের দিকে তাকাল।

'আমি একটা হোমস্টেডার পরিবারকে ইউনিটা বেসিনে আসতে নিষেধ করেছিলাম। লিগনাইট ক্রীকের হোমস্টেডারদেরকেও অনেকদিন ধরে চলে যেতে বলছি— কিন্তু…'

'তুমি পথে যেখানে থামিয়ে ছিলে ওদেরকে, সেখান থেকে কয়েক মাইল সামনে রাতের জন্য ক্যাম্প করেছিল ওরা। মাঝরাতে কেউ একপাল গরু ওদের ক্যাম্পের দিকে স্ট্যাম্পীড করিয়ে দেয়, গরুর পায়ের তলায় পড়ে মারা গেছে জিম লেইনার।'

সোজা হয়ে দাঁড়াল হেনরি টাইলার। 'বলো কি? এ তো অবিশ্বাস্য!'

'আমি ওখানে ছিলাম,' ক্রোধের সঙ্গে জবাব দিল জো। 'সব শুনেছি, দেখেছি।'

টাইলার সবেগে ঘুরে দাঁড়াল। 'ম্যাডিসন,' পেছনে দাঁড়ানো ওয়াগনহুইলের এক কর্মচারীকে ডাকল, 'কিম জারভিসকে নিয়ে এক্ষুণি রওনা হয়ে যাও। যদি সত্যি সত্যি ওখানে গিয়ে স্ট্যাম্পীডের চিহ্ন দেখতে পাও, জারভিসকে র‍্যাঞ্চে পাঠিয়ে দেবে। আমি যাব।'

'যাচ্ছি,' জবাব দিল ম্যাডিসন।

লরার দিকে ফিরল টাইলার। 'মিসেস লেইনার, আমি এই স্ট্যাম্পীড সম্বন্ধে কিছুই জানি না। তবু তোমার স্বামীর মৃত্যুতে আমি দুঃখিত। কথা দিচ্ছি, স্ট্যাম্পীডের ঘটনার সঙ্গে যারাই জড়িত থাকুক, অপরাধ প্রমাণিত হলে তারা অবশ্যই শাস্তি পাবে।'

লরা কিছু বলল না। তাকে কেমন হতচকিত, বিমূঢ় দেখাচ্ছে।

'একই প্রতিশ্রুতি আমিও দিচ্ছি,' কর্কশ গলায় বলল বেন নরম্যান। 'এবার তুমি সীমা ছাড়িয়ে গেছ, টাইলার। ইউনিটায় তোমার দিন শেষ।'

বেন নরম্যানের কথায় প্রচ্ছন্ন হুমকি থাকলেও তেমন গা করল না টাইলার, অবজ্ঞার সঙ্গে কাঁধ ঝাঁকাল। 'দেখা যাবে,' তারপর যোগ করল, 'জো, হোটেলে আমার একটা রূম আছে। তুমি একবার আসবে সময় করে? আজ রাতেই এসো না?'

'আগে খাওয়ার পাট চুকাতে হবে। তাছাড়া মিসেস লেইনারের

www.boiRboi.blogspot.com

থাকারও একটা ব্যবস্থা করা দরকার—' জবাব দিল ক্যানাভান।

'সেক্ষেত্রে মিসেস এণ্ডারসনের বোর্ডিং হাউসই ভাল হবে। আমি লোক পাঠিয়ে দিচ্ছি, সব ব্যবস্থা করে রাখবে।'

গম্ভীর মুখে ধন্যবাদ দিল জো ক্যানাভান।

টাইলার দরজার কাছে গিয়ে দু'মুহূর্ত থেমে দাঁড়াল, তারপর কিছু না বলেই দৃঢ়ভঙ্গিতে দরজা খুলে বেরিয়ে গেল।

হঠাৎ কেমন অস্বস্তি বোধ করল জো। স্ট্যাম্পীডের ঘটনায় একটুও বিচলিত হয়নি টাইলার। দরজার কাছে তার থেমে দাঁড়ানো, এবং মাথা উঁচু করে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়া— সবকিছু তার দৃঢ় মানসিকতার প্রকাশ।

বেন নরম্যান আবার শেরিফের সঙ্গে তর্কে লিপ্ত হয়েছে। ক্রুদ্ধ, বিরক্ত দেখাচ্ছে তাকে। লরার হাত ধরে জো বলল, 'খেতে চলো।'

তিন

বেন নরম্যান তার মেয়েকে এলেনা মরিনের বাড়িতেই পেল।

এতে খানিকটা অবাক হলো সে। মেরিলিন এ বাড়ির নাম করে শহরে আসে বটে, কিন্তু প্রতিদিন যে সে এ বাড়িতে আসে না, এটা তার জানা। মেয়েটা বড় ছেলে-ঘেঁষা হয়েছে, কিছুটা অবাধ্যও। সেজন্য অবশ্য একতরফা ভাবে ওকে দোষ দেওয়া যায় না। বাবা হিসাবে তারও কিছু দায়িত্ব ছিল, সে তা পালন করেনি।

মা-মরা মেয়ে বলে অতিরিক্ত আদর দিয়েছে, কিন্তু এখন বুঝতে পারছে; অবাধ স্বাধীনতা আর সীমাহীন প্রশ্রয়ই মেয়েটাকে এরকম স্বেচ্ছাচারী করে তুলেছে।

মেরিলিনের বয়স কত এখন? একুশ তো হবেই। এই বয়সে মেয়েদের বিয়ে হওয়া উচিত। স্বামী সংসার নিয়ে থিতু হয়ে বসলে যদি স্বভাবের কিছু পরিবর্তন ঘটে। কিন্তু বিয়ের কথা তো বলাই যায় না ওকে। মেয়েকে নিয়ে দিন দিন দুশ্চিন্তা বেড়েই চলেছে তার। দেখতে শুনতে ভাল এরকম মেয়ের পদে পদে বিপদ। তাও মেয়েটা যদি একটু ধীর-স্থির স্বভাবের হত। যত দিন যাচ্ছে মেয়ের মাঝে তার মায়ের চরিত্রের প্রভাব প্রকট হয়ে উঠছে।

বারান্দা থেকে মেয়েকে ভেতরে ডেকে আনল নরম্যান, তারপর কোন রকম ভূমিকা ছাড়াই সরাসরি কাজের কথা পাড়ল। 'মেরিলিন, তোমাকে কখনও কোনও কাজের কথা বলিনি আমি। আজ কিন্তু একটা কাজ করে দিতে হবে। খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাজটা।'

'কাজ?' কৌতূহল ও অনুযোগ মেশানো গলায় বলল মেরিলিন, 'আমাকে কাজের কথা বলছ কেন?'

বিরক্তির সঙ্গে মেয়ের দিকে তাকাল নরম্যান। নীল ডিভাইডার রাইডিং স্কার্ট পরেছে মেরিলিন, ওপরে পাতলা আঁটসাঁট সোয়েটার, বড় অশালীন লাগছে; মেয়েদের আরেকটু সামলে চলা উচিত। কিন্তু সে কথা মেয়েকে বলা যাবে না। বললে হেসেই উড়িয়ে দেবে ও।

'জো ক্যানাভানের কথা মনে আছে?' জিজ্ঞেস করল নরম্যান।

'সামান্য,' বলল মেরিলিন। 'ফ্র্যাঙ্ক ক্যানাভানের ছেলে তো, অনেক বছর আগে টাইলার গুলি করে মেরেছিল যাকে?'

'হ্যাঁ,' বলল নরম্যান। 'ছেলেটা ফিরে এসেছে।'

'নিশ্চয়ই টাইলারকে খতম করবে বলেই এসেছে! ভালই হলো, তোমার আর ঝামেলা রইল না কোনও!'

'যা ভাবছ তা নাও হতে পারে। ওর মনোভাব আমাদের জানা দরকার—আমি চাই তুমি ক্যানাভানের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাও, ওকে আমাদের র‍্যাঞ্চে নিয়ে আসো। তারপর—'

'বলছ কি, বাবা? ছেলে পটাতে হবে?'

www.boiRboi.blogspot.com

'হ্যাঁ,' গর্জে উঠল নরম্যান। 'মুখ খুলতে বাধ্য কোরো না আমাকে। ভেবেছ, তোমার খোঁজ-খবর আমি রাখি না?'

শুকনো হাসল মেরিলিন। কপালের ওপর থেকে চুল সরাল।

'শোনো, বি এণ্ড ডব্লিউ হোটেল-রেস্টুরেন্টে গেছে ক্যানাভান। ওর সঙ্গে একটা মেয়ে আছে, এক হোমস্টেডারের বিধবা। খাওয়া শেষে ওকে মিসেস এণ্ডারসনের বোর্ডিংহাউসে পৌঁছে দিয়ে ফিরে আসবে ক্যানাভান, ওখানে হেনরি টাইলারের সঙ্গে দেখা করার কথা তার। তুমি হোটেলের বারান্দায় ওর জন্যে অপেক্ষা করবে—তারপর কিভাবে কি করতে হবে তুমিই ভাল বুঝবে।'

'ব্যস—আর কিছু না?'

'মেরিলিন, ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ। ওয়াগনহুইলের বিরুদ্ধে জো ক্যানাভান আমাদের দামী তাস—। ওকে দলে ভেড়ানো গেলে সব এরকম সহজ হয়ে যাবে।' তুড়ি বাজিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করল নরম্যান।

মেরিলিনের চোখ সঙ্কুচিত হলো। 'মানে, বলতে চাচ্ছ—'

'আমি কি বলতে চাচ্ছি, তা নিয়ে তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না।' রুক্ষস্বরে বলল নরম্যান, পরক্ষণেই সামলে নিল নিজেকে। 'আমার ওপর বিশ্বাস রাখো।'

ঠোঁট কামড়ে একটু ভাবল মেরিলিন, মাথা নাড়ল তারপর। 'ঠিক আছে, বাবা, ক্যানাভানকে র‍্যাঞ্চে নিয়ে আসব আমি। কিন্তু একটা শর্ত আছে। আমাকে সবকিছু জানাতে হবে। তোমার পরিকল্পনা আমি জানতে চাই।'

'এখন সম্ভব নয়, তবে শিগ্গির জানতে পারবে সব।'

'সেটা যত তাড়াতাড়ি হয় ততই মঙ্গল। মনে রেখো, ক্যানাভানকে আনতে যেমন পারব তেমনি তাড়ানোও কঠিন হবে না আমার জন্যে।'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে উপেক্ষার ভান করল নরম্যান। কিন্তু মনের মধ্যে সন্দেহের একটা কাঁটা ফুটে থাকল ঠিকই। মেরিলিনকে বিশ্বাস করা কি

ঠিক হলো? চিন্তাটাকে বেশিদূর এগুতে দিল না সে। তাড়া দিল মেরিলিনকে, 'জলদি যাও, জ্যাকেট নিয়ে এসো। তোমাকে খানিকটা এগিয়ে দিয়ে আসি আমি।'

খাওয়া শেষ হলে খালি প্লেট একপাশে সরিয়ে রেখে, চেয়ারে হেলান দিয়ে আয়েস করে বসল জো ক্যানাভান, হেসে বলল, 'ভীষণ খিদে পেয়েছিল,' বলেই খানিকটা লজ্জিত মুখে যোগ করল, 'আমি এমনিতে খুব বেশি খাই না।'

'আমিও না,' বলল লরা। চেয়ার ঠেলে সাবধানে, ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করল ও, চোখ কুঁচকে নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরল।

'ব্যথা?' কপট হাসল জো।

'দাঁড়াতেই পারছি না। হাঁটব কিভাবে?'

'আজ রাতটা যেতে দাও,' বলল জো। 'কাল আরও খারাপ হবে অবস্থা!'

লরাকে দেখে মনে হচ্ছে কেঁদে ফেলবে। উঠে দাঁড়াল ক্যানাভান। ঘুরে টেবিলের ওপাশে গিয়ে হাত ধরে লরাকে দাঁড়াতে সাহায্য করল, হাত ধরে এগোল দরজার দিকে। বাইরে এসে কাঠের ফুটপাথ ধরে রওনা হলো মিসেস এণ্ডারসনের বোর্ডিং হাউসের উদ্দেশে।

স্যাডল শপের পাশে খানিকটা ফাঁকা জায়গা, তারপরেই রাস্তার দিকে মুখ করে দাঁড়ানো মিসেস এণ্ডারসনের কাঠের দোতলা বোর্ডিংহাউস। দরজার কাছে আসার পর ঘুরে দাঁড়াল লরা। 'জো, মি. নরম্যানকে আমার ভাল লাগেনি। অন্তরটা খুব বিষাক্ত লোকটার।'

'আর টাইলার?'

'একই রকম! ওকে দেখে আমার ভয় করছিল। এই লোক যে কোন বাধা দলে যাওয়ার ক্ষমতা রাখে।'

'বাবা আর হেনরি টাইলার একসঙ্গে ইউনিটায় এসেছিল। দু'জনেই তখন যুবক ছিল,' বলল জো। 'একসঙ্গে ওয়াগনহুইল র‍্যাঞ্চ চালু করেছিল

ওরা। বিয়ের পর আলাদা বাড়িতে উঠে গেলেও সব কিছু আগের মতই থেকে গেল। হিসেবপত্র টাইলারই দেখত। বছরে দু'বার লাভ ভাগ করে নিত দু'জনে। সবই হত মুখে মুখে, কাগজ-কলমে কোন লেখালেখি হত না। কোন ব্যাপারে মতের অমিল হলে কয়েন উড়িয়ে টস করে সিদ্ধান্ত নেয়া হত। এ রকম সচরাচর দেখা যায় না। আপন ভাইয়ের চেয়েও যেন গভীর ছিল দু'জনের সম্পর্ক।

'কিন্তু একদিন ওদের মধ্যে সত্যিকারের ঝগড়া বাধল। আগেও ঝগড়া হয়েছে, কিন্তু মিটেও গেছে। কিন্তু এবারে কোন মিটমাট হলো না। একমাস পেরিয়ে যাবার পরও কোন পরিবর্তন হলো না। একদিন একসঙ্গে শহর থেকে বাড়ি ফিরে আসছিল ওরা। রকি জর্জ বলে এক জায়গায় দু'জন লোকের সঙ্গে দেখা হয় ওদের। ওখানেই ট্রেইল দু'ভাগ হয়ে ওয়াগনহুইলের দুই পার্টনারের বাড়ির দিকে চলে গেছে। দু'জন দুইপথে রওনা দেয়। একটু পরই সেই দু'জন লোক তাদের পেছনে গুলির আওয়াজ শুনতে পায়। কি ব্যাপার, জানার জন্যে ফিরে এসে ওরা দেখে ট্রেইলে উপুড় হয়ে পড়ে আছে বাবা। মৃত। পিঠে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে।'

'কাজটা মি. টাইলারের?'

'কোন সন্দেহ নেই। তবে সে স্বীকার করেনি। এই ঘটনার দু'তিন দিনপর এক রাতে আমাদের র‍্যাঞ্চে হামলা চালাল টাইলারের লোকেরা; সেদিন নরম্যান আগে ভাগে এসে সাবধান না করলে মাকে নিয়ে পালাতে পারতাম না।'

'তোমাদেরকেও মেরে ফেলতে চেয়েছিল সে?'

'হ্যাঁ, আমাদের শেষ করতে পারলে ওয়াগনহুইলের আর কোন ভাগীদার থাকত না; পুরোটা তার হয়ে যেত।'

'তুমি নিজের ভাগ বুঝে নিতে এসেছ?'

'হ্যাঁ। ন্যায্য দাবি ছাড়ব কেন?'

'কিন্তু তোমার কাছে তো কোন প্রমাণ নেই?'

www.boiRboi.blogspot.com

'লিখিত প্রমাণ নেই ঠিক, কোর্টে উঠলেও আমার দাবি টিকবে না। কিন্তু উপত্যকার বয়স্ক লোকেরা বাবা আর হেনরি টাইলারের পার্টনারশিপের কথা জানে। হেনরি টাইলার অস্বীকার করতে পারবে না সেটা।'

'হেনরি টাইলার এখন বদলে গেছে মনে করো?' পুরানো মৌখিক এক চুক্তি মানতে অর্ধেকটা র‍্যাঞ্চ তোমাকে ছেড়ে দেবে বলে মনে হয়?'

'এছাড়া আর কি করার আছে তার?'

'কেন? খুন করবে তোমাকে—কিংবা অন্য কোনভাবে যাতে তোমার মৃত্যু ঘটে সেটা দেখবে।'

'এরকম একটা সুযোগই তো চাই আমার। টাইলার একটা কিছু করুক।'

'একে সুযোগ বলছ, সুযোগের কি দেখলে এর মধ্যে? তুমি আসলে বোকা তাই আসল ব্যাপারটা বুঝতে পারছ না।'

'মানে?'

'কেন বুঝছ না, জীবনের চেয়ে ওয়াগনহুইলের মূল্য বেশি নয়?'

'বুঝেছি ঠিকই। কিন্তু আমার কাছে ওয়াগনহুইলের মূল্য জীবনের চেয়ে কোন অংশে কম নয়, লরা। যে ভাবে হোক টাইলারের কাছ থেকে ওয়াগনহুইলের অর্ধেকটা ছিনিয়ে নেবই। অনেকদিন ইউনিটা বেসিনকে নিজের ইচ্ছে মত চালিয়েছে টাইলার, আর না। আমি বাবার হত্যার বিচার করব। বেসিনের লোকজন জানবে টাইলার অপরাজেয় নয়।'

'কি জানি, তুমি হয়তো ঠিকই বলেছ। আমি বুঝছি না। তবে জিম বলত, প্রতিশোধের বদলা নেওয়া যায় বটে, কিন্তু যে চলে যায় সে আর ফিরে আসে না। জিম খুব বুদ্ধিমান ছিল।'

জো বলল, 'তুমি ঘুমিয়ে পড়ো গে যাও, লরা। চিন্তা কোরো না কোন। ব্যথা সেরে যাক, দু'চারদিন বাদে তোমার চাকরির খোঁজ করব আমরা।'

'উঁহুঁ—আমরা নয়, আমি,' শুধরে দিল লরা। 'অনেক ধন্যবাদ, জো। আমার জন্য অনেক করলে তুমি।' এগিয়ে এসে ক্যানাভানের হাত ধরল সে। ধরে থাকল এক মুহূর্ত, তারপর হাত ছেড়ে ঘুরে দরজার দিকে এগোল।

ধীরপায়ে একা হোটেলের উদ্দেশে রওনা হলো। রাস্তা এখন প্রায় জনশূন্য। বেশির ভাগ দোকানপাট বন্ধ হয়ে গেছে। সেলুন আর খোলা দু'চারটা দোকান থেকে আলো আসছে। লরাকে নিয়ে আসার সময় রাস্তাঘাট এত অন্ধকার মনে হয়নি। আরও কিছু দোকানপাট বোধ হয় খোলা ছিল তখন। অনেক রাত হয়ে গেছে বলে মনে হচ্ছে।

হোটেলের আলোকিত পোর্চের দিকে তাকাতে গিয়ে থমকে গেল জো। সামনের দুটো দালানের মাঝখানের সরু গলিতে একটা ছায়া নড়ে উঠল যেন, বন্দুক হাতে বেরিয়ে এল এক লোক। এক লহমার জন্য লোকটাকে দেখতে পেল জো; আলো পড়ে ঝলসে উঠল হাতে ধরা রাইফেলের চকচকে ব্যারেলটা। ভাবতে গিয়ে সময় নষ্ট করল না জো। লোকটা কে? ওখানে কি করছে? এসব প্রশ্ন মাথায় খেলার সুযোগ দিল না। ছায়া দেখামাত্র মনে হলো, লোকটা ওর অপেক্ষাতেই গলি মুখে ওত পেতে ছিল। ডান দিকের অন্ধকার বারান্দা লক্ষ্য করে ঝাঁপ দিল সে।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে গর্জে উঠল রাইফেলটা। জো'র মাথার ওপর দিয়ে বাতাসে ক্রুদ্ধ শিস কেটে বেরিয়ে গেল একটা বুলেট। মাথাটা সামান্য তুলল জো। আততায়ীকে মাথা নীচু করে গলিতে ঢুকে পড়তে দেখল, কোমর থেকে পিস্তল বের করে দ্রুত গুলি চালাল ও।

গলির অন্ধকারে হারিয়ে গেছে লোকটা। ক্যানাভান উঠে এক ছুটে রাস্তার এ পাশের একটা দালানের বারান্দায় উঠে এল। থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে রাস্তার উল্টোদিকের বিল্ডিংগুলোর দিকে নজর বুলাল। কোন নড়াচড়া ধরা পড়ল না চোখে। পুরো এক মিনিট অন্ধকারে মিশে দাঁড়িয়ে থাকল সে। একটু পর রাস্তার ওপারের দালানগুলোর পেছন থেকে ঘোড়ার খুরের শব্দ কানে এল, খুব দ্রুত দূরে মিলিয়ে গেল

www.boiRboi.blogspot.com

শব্দটা।

কোমরে পিস্তল গুঁজে কাপড়ের ধুলো ঝাড়ল জো। হোটেলের দিক থেকে লোকজনের কথাবার্তার আওয়াজ আসছে; সমবেত পদশব্দ এগিয়ে আসছে এদিকেই। সম্ভবত শেরিফ, লোকজন নিয়ে গোলাগুলির কারণ অনুসন্ধান করতে আসছে। দ্রুত বারান্দা থেকে নেমে পাশের অন্ধকার গলিতে ঢুকে পড়ল জো। এই মুহূর্তে শেরিফের মুখোমুখি হবার কোন ইচ্ছে নেই তার। কে গুলি করল? কেন? এ জাতীয় প্রশ্নের জবাব দেয়ার সময় এখনও হয়নি।

পেছন দিক দিয়ে ঘুরে হোটেলের উল্টো দিকের একটা গলি হয়ে রাস্তায় উঠে এল ক্যানাভান। খানিক ইতস্তত করে হোটেলের দিকে এগোল। বারান্দায় তিনজন লোক দাঁড়িয়ে আছে। একজন মহিলা। ক্যানাভানের পায়ের শব্দে ফিরে তাকাল সে, পর মুহূর্তে হাসিতে উদ্ভাসিত হলো ওর চেহারা। বেশ সুন্দর মেয়েটা। পান-পাতা আকৃতির চেহারা। বিশাল কালো চোখ, আর মাথাভর্তি এক রাশ কালো চুল। পাতলা সোয়েটার মেয়েটার যৌবন বেঁধে রাখতে পারছে না।

'হ্যালো, জো।' চাপা হেসে অস্পষ্ট গলায় বলল মেয়েটা।

থমকে দাঁড়িয়ে পাগলের মত স্মৃতির পাতা হাতড়াতে লাগল ক্যানাভান।

'তোমার স্মরণশক্তি খুব খারাপ হয়ে গেছে দেখছি, জো,' সহজ গলায় বলল মেয়েটা। 'পুরানো দিনের কথা ভাব। স্কুল জীবনের কথা মনে পড়ে?'

চট করে একটা নাম মনে পড়ে গেল ক্যানাভানের। 'মেরিলিন! মেরিলিন নরম্যান!'

'ঠিক ধরেছ।' হাসির তরঙ্গ তুলে হাত বাড়িয়ে দিল মেরিলিন।

হাতটা মুঠোয় ধরে হাসিতে যোগ দিল জো। স্কুলে পড়ার সময় এই মেয়েটাকে কারণে-অকারণে মেরেছে সে। একটু বিচ্ছু টাইপের ছিল, মেয়েদের চেয়ে ছেলেদের সঙ্গেই ওর মেলামেশা ছিল বেশি। ওর

www.boiRboi.blogspot.com

চোখেমুখে সেই ছেলেমানুষি ছাপটা রয়ে গেছে এখনও।

'এখনও মেরিলিন নরম্যানই আছ তুমি?' জিজ্ঞেস করল ক্যানাভান।

'হ্যাঁ, আছি...মন মত পুরুষের দেখা পেলাম কই...আশা একরকম ছেড়েই দিয়েছি, জো।'

মাথা নেড়ে ঠাট্টার সুরে জো বলল, 'আমি যতদূর জানি সহজে হাল ছাড়ার পাত্রী তুমি নও!'

ক্যানাভানের মন্তব্যে খুশি হলো যেন মেরিলিন। 'সেরকম মরিয়া হয়ে কি আর চেষ্টা করেছি?'

'সেই আদি-অকৃত্রিম মেরিলিন, হাহ্?'

'হ্যাঁ, সেই পুরানো মেরিলিন!'

একসঙ্গে উচ্চস্বরে হেসে উঠল দু'জন। হাসতে হাসতে হঠাৎ হোটেলে আসার কারণ মনে পড়ে গেল জো'র। গম্ভীর হয়ে গেল সে। 'মেরিলিন, হোটেলে একজনের সঙ্গে দেখা করতে হবে আমাকে। তুমি অপেক্ষা করবে, না কি—'

'দেরি করে ফেলেছ তুমি, জো,' বলল মেরিলিন। 'যার সঙ্গে দেখা করতে এসেছ চলে গেছে সে।'

'হেনরি টাইলার?'

মাথা দোলাল মেরিলিন। 'হ্যাঁ। মিনিট দশেক আগে বেরিয়ে গেছে। ঘোড়া হাঁকিয়ে পুব দিকে যেতে দেখেছি ওকে। শেরিফ পৌঁছানোর আগেই সম্ভবত স্ট্যাম্পীডের চিহ্ন মুছে ফেলতে চায়।'

'স্ট্যাম্পীডের চিহ্ন মুছে ফেলা এত সহজ নয়।'

'চেষ্টা করে দেখতে তো ক্ষতি নেই, তাই না?'

কাঁধ ঝাঁকাল জো। টাইলারের সঙ্গে দেখা না হওয়ায় খারাপ লাগছে। খাবার পেছনে বেশি সময় নষ্ট করে ফেলেছে, নইলে ঠিকই টাইলারের নাগাল পেত।

'রাতে থাকছ কোথায়?' জিজ্ঞেস করল মেরিলিন।

'দেখি, এই হোটেলেই থাকব হয়তো।'

'এখানে থাকা কি ঠিক হবে, জো? এ শহরে তোমার শত্রুর অভাব নেই, নিজের নিরাপত্তার কথা ভেবেই তোমার উচিত পরিচিত কারও বাড়িতে ওঠা। খানিক আগে বাবা খুঁজে গেছে তোমাকে। আমাকে বলেছে তোমাকে র‍্যাঞ্চে নিয়ে যেতে। চলো, মাত্র এক ঘণ্টার পথ। এখানকার চেয়ে ঢের ভাল খাবার আর বিছানা পাবে।'

বেশ লোভনীয় প্রস্তাব সন্দেহ নেই; ভাল খাবার, ভাল বিছানা; সেই সঙ্গে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা। তাছাড়া মেরিলিনের সঙ্গও কম আকর্ষণীয় নয়! এই সুযোগে হয়তো আরেকটু গভীরভাবে জানা যাবে ওকে।

'কি যাবে?' হেসে জিজ্ঞেস করল মেরিলিন।

'যাওয়া যায়। কিন্তু আমার ঘোড়াটা শেরিফের অফিসের সামনে রয়ে গেছে,' বলল জো।

'অসুবিধে নেই, ওখান থেকে ঘোড়া নিয়ে নেবে, চলো।' ক্যানাভানের হাত ধরে টানল মেরিলিন। রাস্তায় নেমে রওনা হলো দু'জনে। হাঁটতে হাঁটতে পাশ ফিরে মেরিলিনকে দেখল জো। সেই ছোট্ট বিচ্ছু মেয়েটি আর নেই মেরিলিন। মাথা খারাপ করে দেবার মত সুন্দরী হয়ে গেছে। কিন্তু এখনও বিয়ে করেনি কেন মেরিলিন? কথাটা ভেবে আবারও অবাক হলো জো।

শেরিফের অফিসের সামনে থেকে ঘোড়া নিয়ে রাস্তার মাঝখান দিয়ে হেঁটে চলল ওরা। খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে, প্রায় গা ঘেঁষে হাঁটছে মেরিলিন। আরও একবার তাকে দেখল জো। অন্ধকারে ওর চেহারা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে না, কিন্তু ও নিশ্চিত, হাসছে মেরিলিন। আচমকা ওর মনে হলো, ফিরে আসাটা মন্দ হয়নি, সবদিকেই সাড়া পড়েছে, অনেকটা এই চিন্তার সূত্র ধরেই সে বলল, 'মেরিলিন, ইউনিটায় ফিরে এসে ভালই লাগছে আমার।'

'তুমি ফিরে আসায়, আমি খুশি হয়েছি, জো।' মৃদু কণ্ঠে বলল মেরিলিন।

হাঁটতে হাঁটতে ছোঁয়া লেগে যাচ্ছে। মৃদু হাসল জো। থেমে দাঁড়াল।

www.boiRboi.blogspot.com

'আমার প্রত্যাবর্তনের অভ্যর্থনাটা এভাবে হওয়া উচিত।' বলে এক ঝটকায় বুকের ওপর টেনে আনল মেরিলিনকে। চুমু খেলো ঠোঁটে। প্রথমে ওর মধ্যে একটু দ্বিধা ভাব কাজ করলেও, মেরিলিন প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দিল। দু'হাতে জো'র গলা জড়িয়ে ধরল সে। ঠোঁট কামড়ে ধরল প্রবল আবেগে।

দীর্ঘ চুমু শেষে যখন নিজেকে ছাড়িয়ে নিল মেরিলিন, মৃদু কাঁপছে সে, ঝড়ো হাওয়ার মত নিঃশ্বাস পড়ছে। আবার হাত বাড়াল জো।

হেসে পিছিয়ে গেল মেরিলিন। 'উঁহুঁ, এত তাড়াহুড়োর কি আছে, জো। আমাদের সামনে অনেক সময় পড়ে আছে।'

চার

নাস্তার টেবিলে বসে আছে ওরা; বেন নরম্যান, মেরিলিন আর জো। খাওয়া শেষ হয়েছে অনেকক্ষণ। কিন্তু ইউনিটার বিভিন্ন প্রসঙ্গ নিয়ে আলাপ করতে করতে সময় কেটে যাচ্ছিল, টেবিল ছেড়ে কেউ উঠেনি। তাছাড়া কারও হাতে তেমন জরুরী কোন কাজ না থাকায় গল্প করতে ভালই লাগছে। তবে একটু খুঁত খুঁত করছে জো'র মনটা। পসি বাহিনীর সঙ্গে তার ও নরম্যানের স্ট্যাম্পীডের জায়গায় যাবার কথা ছিল, কিন্তু নরম্যানের কারণে যাওয়া হলো না। সে নিজেও যায়নি, ওকেও যেতে দিল না। ওর নিরাপত্তার কথা ভেবে একটু যেন ব্যাকুল হয়ে উঠেছে নরম্যান। তার ধারণা, টাইলার আজ কোন একটা অজুহাতে লড়াই বাধানোর চেষ্টা করবে। এতদিন পর জো ফিরে এসে ওয়াগনহুইলের অর্ধেক মালিকানা দাবি করবে, আর টাইলার সেটা আপসে মেনে

নেবে, এ কিছুতেই হতে পারে না। গোলাগুলি শুরু হলে প্রথম হামলাটা আসবে জো'র ওপর—এসব ভেবেই ওদের পরিবর্তে দু'জন কাউহ্যাণ্ডকে ইউনিটায় পাঠিয়ে দিয়েছে নরম্যান। পসির সঙ্গে যাবে তারা।

'এখানে তুমি নিরাপদ,' বেশ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলল নরম্যান। সম্ভবত ক্যানাভানের খুঁতখুঁতে ভাবটা লক্ষ করেই হঠাৎ প্রসঙ্গ বদলাল সে। 'টাইলার তার সব কাউহ্যাণ্ডকে স্ট্যাম্পীডের চিহ্ন মোছার কাজে লাগিয়ে দিয়েছে, সব চিহ্ন হয়তো ওরা মুছে ফেলতে পারবে না। তবে ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের ট্র্যাক মুছে ফেলতে কষ্ট হবে না। শেরিফ ওদেরই লোক, আমরা ওখানে গিয়ে এসব ধরিয়ে দিতে চাইলে ঝামেলা হত। না গিয়ে ভালই হয়েছে। এখন সাবধানে থাকতে হবে তোমাকে।'

'কিন্তু এখানে বসে থাকলে তো আমার চলবে না,' যুক্তি দেখাল জো।

'একটা কিছু উপায় বের করতে হবে। টাইলারকে কোন সুযোগ দেয়া যাবে না,' বলল নরম্যান।

'সেটা কি?'

মেরিলিন বলল, 'আগে ঠিক করতে হবে তুমি কি চাও।'

হালকা নীল রঙের একটা জামা পরেছে মেরিলিন, অনেকটা ঘাঘরার মত, পায়ের পাতা পর্যন্ত ঝুল ওটার, নিচের দিকটা ছড়ানো; কোমর আর বুকের কাছটা আঁটসাঁট; ফলে বুক, কোমর আর পাছা একই ভাবে ফুটে উঠেছে।

'কি চাই?' পুনরাবৃত্তি করল জো। 'খুব সহজ, ওয়াগনহুইলে আমার বাবার অংশ ফেরত চাই আমি। এতদিনের লাভের সমান ভাগ, আর বাবাকে হত্যার অপরাধে টাইলারের বিচার।'

'সহজ?' বলল নরম্যান। 'একে সহজ বলছ তুমি?'

বাঁকা হাসি খেলে গেল ক্যানাভানের ঠোঁটে। 'হয়তো সহজ নয়। কিন্তু আমি এসবই চাই। টাইলার বাবার সঙ্গে তার পার্টনারশিপের কথা অস্বীকার করবে ভেবেছ নাকি তোমরা?'

www.boiRboi.blogspot.com

মাথা নাড়ল নরম্যান। 'না, তা করবে না। তোমার দাবি হয়তো মেনেও নেবে সে। র‍্যাঞ্চের হিসেবপত্র বুঝিয়ে দিতেও রাজি হবে। কিন্তু সেজন্যে অনেক সময় প্রয়োজন। কিন্তু একথা ভুলে গেলে চলবে না যে টাইলারের বেশ কয়েকটা পোষা বন্দুকবাজ আছে। বেশি সময় তারা দেবে না তোমাকে।'

'তেমনটা নাও হতে পারে।'

'ঝুঁকি নিতে চাও?'

'খানিকটা ঝুঁকি তো নিতেই হবে।'

'না। কেবল একটা পরিকল্পনা মাফিক এগোতে হবে আমাদের। টাইলারের কোন দুর্বল জায়গা খুঁজে বের করে আঘাত হানতে পারলে··· সে যেটা আশা করবে না।'

'সেটা কেমন?'

'তা জানি না,' কপালে ভাঁজ ফেলে বলল নরম্যান। 'আরও ভাবতে হবে আমাকে।' টেবিলের ওপর ঝুঁকে খানিকক্ষণ আঙুল দিয়ে তাল ঠুকল সে, তখনও তার কপাল কুঁচকে আছে।

মেরিলিনের দিকে তাকাল জো। ওকে হাসতে দেখে অবাক হলো।

'একটু হাঁটা দরকার আমার।' বলল জো।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সে। মেরিলিনের উদ্দেশে হাত নেড়ে দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে এল। বেশ বেলা হয়ে গেছে। সূর্য তেতে উঠছে, রোদে গরমের আঁচ। উঠানে দাঁড়িয়ে পুব দিকে তাকাল ও। উত্তর-পূর্বে ওদের র‍্যাঞ্চ হাউস। এখনও সব ছবির মত পরিষ্কার মনে আছে। ওদের বাড়িটাতে কি এখন কেউ থাকে? নাকি খালি পড়ে আছে? হঠাৎ মনে হলো, খামোকা এখানে বসে না থেকে একবার ঘুরে এলেই হয়। নিজের বাড়িতে না যাবার কোনও কারণ নেই। মাত্র তো ঘণ্টা দেড়েকের পথ, যেতে আসতে বড়জোর ঘণ্টা তিনেক সময় লাগবে। পসি বাহিনী ফিরে আসতে আসতে সন্ধ্যা হয়ে যাবে। ইচ্ছে করলে তখন শহর থেকে একপাক ঘুরেও আসা যাবে।

ঘোড়ার পিঠে স্যাডল চাপাচ্ছে এমন সময় বেরিয়ে এল মেরিলিন। 'কোথায় যাচ্ছ?' অবাক-বিস্ময়ে জিজ্ঞেস করল সে।

—'একটু ঘুরে আসছি।'

মাথা নাড়ল মেরিলিন। 'এটা বাবা পছন্দ করবে না।'

বিরক্ত হলো ক্যানাভান। স্যাডলে চড়ে বসল। 'বেশি দূরে যাচ্ছি না। দুপুরের আগেই ফিরে আসব।'

মেরিলিনের কাছ থেকে ধার করা টুপি ছুঁয়ে নড করল জো। উত্তর-পুব দিক বরাবর ঘোড়া ছোটাল। বেন নরম্যানের র‍্যাঞ্চের এদিকটা পাহাড়ী এলাকা। মাঝে মাঝে ছোট ছোট টিলার পর ঝপ করে হঠাৎ শুরু হয়েছে বহুদূর বিস্তৃত গড়ানো ঢালু প্রান্তর। তারপর আবার কিছুটা বিক্ষিপ্ত টিলা টক্কর। মিনিট পাঁচেক ঘোড়া ছোটানোর পর নরম্যানের র‍্যাঞ্চের সীমানা ছাড়িয়ে এল সে। আরও পাঁচ মিনিট চলার পর একটা ঢালু জমির মাঝামাঝি এসে ঘোড়ার লাগাম টানল। সামনের উঁচু ঢালে আচমকা মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে দু'জন ঘোড়সওয়ার। তাদের স্যাডলে রাখা বন্দুকের নল সূর্যের আলো পড়ে ঝিকিয়ে উঠছে। এ সময় ডানদিকের উঁচু পাড় ধরে আরেকজন ঘোড়সওয়ার উদয় হলো। ঘাড় ফিরিয়ে পেছনে তাকাল জো। একজন ঘোড়সওয়ার রাইফেল হাতে তৈরি ওখানেও।

শার্টের নিচে ঘাম গড়াচ্ছে টের পেল ক্যানাভান। চারদিক থেকে ঘিরে ফেলা হয়েছে তাকে। আগে থেকেই নরম্যানের র‍্যাঞ্চের ওপর নজর রাখছিল ওরা, ও বেরিয়ে আসামাত্র কৌশলে ফাঁদে আটকে ফেলেছে। ওদের ঘোড়ার গায়ে ওয়াগনহুইলের ব্র্যাণ্ড। হেনরি টাইলারের ভাড়াটে বন্দুকবাজ।

'তোমার পিস্তলটা দিয়ে দিতে হবে, ক্যানাভান,' ডানদিকের লোকটা এগিয়ে এল। 'ওখান থেকেই ছুঁড়ে মারো,' মাঝ বয়সী লোকটার চেহারা ইস্পাতের মত কঠিন, মারকুটে। থুতনিতে লালচে দাড়ি। কালো চোখে পরিষ্কার অচঞ্চল দৃষ্টি।

পিস্তল ছুঁড়ে দিয়ে শুকনো গলায় জো বলল, 'এবার?'

www.boiRboi.blogspot.com

'তোমার সঙ্গে কথা বলতে চায় বস্, আপত্তি আছে?'

'থাকলেও কি শুনবে তোমরা?'

হেসে মাথা নাড়ল লোকটা। 'না, নিরুপায় না হলে তোমার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করতে চাই না আমরা। বসের নিষেধ আছে।'

'তাহলে এখন ওয়াগনহুইলে যাচ্ছি আমরা?'

'হ্যাঁ।'

লম্বা শ্বাস টানল জো। যতটা ভয় পাবার কথা, সেরকম ভয় লাগছে না ওর। বেশ ভালই বোধ করছে সে। এরকম একটা যুক্তিহীন অনুভূতি হওয়ায় নিজের ওপরই বিরক্ত হলো সে। ভয় পাওয়াটাই তো স্বাভাবিক ছিল ওর বেলায়। চার-চারজন সশস্ত্র লোক ঘিরে ধরে নিয়ে যাচ্ছে ওকে!

আবছা মাথা নেড়ে জো বলল, 'চলো।'

পুবে নদীর দিকে রওনা দিল ওরা। নদী পেরিয়ে ওয়াগনহুইলের হেড-কোয়ার্টারের উদ্দেশে ঘোড়া ছোটাল। এদিকটা প্রেইরি অঞ্চল। বহুদূর পর্যন্ত সবুজের ভিড় লেগেছে যেন। লঙহর্ণ গরু চরছে। প্রত্যেকটার গায়ে ওয়াগনহুইল ব্র্যাণ্ড।

ওয়াগনহুইল র‍্যাঞ্চে পৌঁছাতে ঘণ্টা খানেক লাগল ওদের। মেক্সিকান এডব স্টাইলের নিচু র‍্যাঞ্চ হাউস। চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে অন্যান্য দালান। বাঙ্ক হাউস, কয়েকটা কাঠের কেবিন, আর চালাঘর রয়েছে একপাশে, অন্যপাশে কোরাল, আস্তাবল। সব খুঁটিয়ে দেখল জো। চেনা কষ্টকর। প্রায় প্রতি রবিবারেই এখানে ডিনার খেতে আসত ওরা। সেই ছেলেবেলার কথা, অচেনা লাগার কারণ এটাই। তাছাড়া গত বারো বছরে খানিকটা হলেও অদলবদল হয়েছে। মনে আছে, এখানে কোথায় যেন একটা হ্যাকামোর গাছ ছিল, প্রাচীন; সেটার তলায় বসে নিবিষ্ট মনে স্যাডল মেরামত করত এক বুড়ো। কিন্তু সেই গাছটা নেই এখন।

উঠানে পৌঁছে থামল ওরা, র‍্যাঞ্চহাউস থেকে দু'জন লোক বেরিয়ে এল। 'এসেছ?'

'হ্যাঁ,' জবাব দিল দাড়িওয়ালা বন্দুকবাজ। 'খালি হাতে আসিনি।'

'তা তো দেখতেই পাচ্ছি।'

'বস্-কই?'

'ফেরেনি এখনও। ফিরে না আসা পর্যন্ত ওকে আটকে রাখতে বলেছে।'

'রাখব কোথায়?'

'বার্নে নিয়ে যাও। হাত-পা বাঁধতে অসুবিধে নেই, নিশ্চয়ই?'

বার্নে নিয়ে আসা হলো জোকে। শক্ত করে হাত-পা বেঁধে রেখে চলে গেল ওরা। দরজায় পাহারায় থাকল একজন।

সময় গড়িয়ে চলল। সন্ধ্যার দিকে খেতে দেয়া হলো ওকে, খাওয়ার পুরো সময়টা হাতের বাঁধন খুলে দিয়ে পিস্তল হাতে কাছেই পাহারায় থাকল আরেকজন। খাওয়া শেষে আবার হাত বেঁধে চলে গেল লোকটা। যাবার সময় আলো জ্বেলে দিয়ে গেল বার্ন-এ। বাইরে পাহারাদারের পালা বদল হলো।

টাইলার ফিরল অনেক রাত করে। উঠানে ঘোড়ার খুরের আওয়াজ, আর উচ্চস্বরে কথাবার্তা শুনে নিশ্চিত হলো জো। টাইলারের সঙ্গে লোকজন রয়েছে। একটু বাদেই সদলে বার্নে ঢুকল টাইলার। ক্লান্ত দেখাচ্ছে তাকে। গত সন্ধ্যার তুলনায় মুখের বলিরেখা যেন আরও স্পষ্ট, গম্ভীর হয়েছে। বয়স্ক লাগছে।

'দুঃখিত, জো,' বাজখাঁই গলায় বলল টাইলার। 'তোমাকে এভাবে ধরে আনা ছাড়া, উপায় ছিল না কোন। তোমার সঙ্গে কথা বলা দরকার।' পাশের একজন লোককে ইশারা করল সে, 'বাঁধন খুলে দিয়ে র‍্যাঞ্চ হাউসে নিয়ে এসো ওকে। ওর পিস্তল নিয়েছ তোমরা?'

মাথা দোলাল লোকটা।

'পিস্তল ফিরিয়ে দাও।' হুকুম করল টাইলার, তারপর দ্রুত বেরিয়ে গেল বার্ন থেকে।

গানম্যানদের একজন হাত-পায়ের বাঁধন খুলে দিল, উঠে দাঁড়াল

www.boiRboi.blogspot.com

জো। পিস্তল এগিয়ে দিল আরেকজন। সেটা হাতে নিয়ে ভালমত পরীক্ষা করে কোমরে গুঁজে রাখল ও। স্ট্যাম্পীডে গানবেল্ট হারিয়ে ফেলেছে, এখনও নতুন আরেকটা কেনার সুযোগ হয়নি।

'র‍্যাঞ্চ হাউসে যাওয়া যাক, চলো,' বলল দাড়িওয়ালা। সরু চোখে ওকে লক্ষ করছে সে। তার পেছনে, দরজার কাছে হোলস্টারে হাত রেখে সতর্ক ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে অন্যরা। ক্যানাভান কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, 'চলো।'

উঠান পেরিয়ে র‍্যাঞ্চহাউসের বারান্দায় এসে উঠল ওরা। পর্দা টানানো জানালার ফোঁকর গলে এক চিলতে আলো এসে পড়েছে বারান্দায়। দাড়িওয়ালা লোকটা এগিয়ে গিয়ে টোকা দিল বন্ধ দরজায়। টাইলারের গলার আওয়াজ এল ভেতর থেকে, দরজা খুলে দিল সে। ভেতরে ঢুকল ওরা। কোট খুলে ফেলেছে টাইলার। কোমরে পিস্তল ঝুলছে তার। লাল সাসপেণ্ডারে আটকানো প্যান্ট। ঘামে ভেজা সাদা শার্ট লেপ্টে আছে গায়ের সঙ্গে।

'ঠিক আছে, চার্লি,' দাড়িওয়ালাকে বলল টাইলার। 'তোমরা এখন যাও। প্রয়োজন হলে ডাকব।'

'বস্, ওর সঙ্গে অস্ত্র আছে,' অস্বস্তির সঙ্গে বলল চার্লি।

'তাতে কি?' জিজ্ঞেস করল টাইলার।

এরপর আর কথা না বাড়িয়ে চলে গেল ওরা। দরজার কাছে তেমনি দাঁড়িয়ে রইল জো।

'একটা চেয়ার টেনে বসো,' বলল টাইলার। 'আর বসতে যদি না চাও হাঁটাহাঁটি করো। খিদে পায়নি তোমার?'

'না। ওরা সময়মত খাবার দিয়েছে আমাকে।'

'এতক্ষণ দক্ষিণে ছিলাম আমি,' বলল টাইলার। 'ওয়াটার হাউস রোডের ওখানে। স্ট্যাম্পীডের আলামত আছে ঠিকই, জিম লেইনারের কবরও দেখেছি। অনেক ট্র্যাক আছে... ঘটনাটা যদি ও ভাবেই ঘটে থেকে থাকে।'

সামনে এগিয়ে গেল জো। 'যদি ওভাবেই ঘটে থাকে মানে? এখনও সন্দেহ আছে নাকি তোমার?'

'মানুষের চিৎকার ঠিক শুনেছ তুমি?'

'হ্যাঁ, গুলির শব্দও।'

'কারও নাম কানে এসেছে? চেহারা দেখতে পেয়েছ কারও?'

'না।'

কাঁধ ঝাঁকাল টাইলার। 'আমার কথা তুমি বিশ্বাস করবে না, তবু বলছি স্ট্যাম্পীডের ঘটনার সঙ্গে আমি বা আমার কোন লোক জড়িত নয়। এ কাজ আমাদের না।'

'তাহলে কার?'

'জানি না। আমি যে সত্যি কথা বলছি তাও প্রমাণ করতে পারব না। ভাল ট্র্যাকার থাকলে জড়িতদের ট্রেইল করতে পারত সে, কিন্তু বেসিনে এখন আর তেমন দক্ষ কেউ নেই। যারা ছিল তাদের কেউ মারা গেছে কেউ বা অন্য জায়গায় চলে গেছে। তোমার বাবা ভাল ট্রেইল পড়তে পারত।'

'কিন্তু দুর্ভাগ্য তোমার, তাকে আগেই মেরে ফেলেছ তুমি,' বিরস কণ্ঠে বলল জো।

ঝট করে মাথা তুলল টাইলার। 'না, আমি মারিনি।'

'রকি জর্জে সেদিন তোমাদের দু'জনকে এক সঙ্গে দেখেছিল দু'জন লোক। তার মিনিট খানেকের মধ্যেই গুলির আওয়াজ শুনতে পেয়েছিল তারা, এর পরপরই বাবাকে মৃত অবস্থায় দেখতে পায়। তখন কোথায় ছিলে তুমি, টাইলার?'

'এক মিনিট নয়, আরও পরে ওরা গুলির আওয়াজ শুনেছিল। রকি জর্জ-এ বিদায় নিয়ে যার যার বাড়ির পথ ধরেছিলাম আমরা ঠিকই, কিন্তু আমি কোন গুলির আওয়াজ পাইনি। আমরা আলাদা হবার অনেক পরে গুলি করা হয়েছে তোমার বাবাকে—আওয়াজ না শোনার এটাই কারণ।'

'এটা তোমার মুখের কথা।'

www.boiRboi.blogspot.com

'হ্যাঁ। আমার মুখের কথা, কিন্তু এটাই সত্যি। সেদিন যে দু'জন লোক আমাদের এক সঙ্গে দেখেছিল, যাদের কথায় আমাকে তোমার বাবার হত্যাকারী বলে মনে করছ, সেই দু'জনকে আমি ওয়াগনহুইল থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলাম। ওরা তোমার বাবা আর আমাকে ঘৃণা করত।'

'এখন কোথায় তারা?'

'একজন মারা গেছে। অন্যজন বেন নরম্যানের র‍্যাঞ্চে আছে। ওর নাম এড ওয়াইলি। রয় ম্যাক্সওয়েল তখন ইউনিটার শেরিফ ছিল। সে ওদেরকেই তোমার বাবার হত্যার সঙ্গে জড়িত বলে সন্দেহ করেছিল। যদিও কিছু প্রমাণ করতে পারেনি। হয়তো ওরা খুনী নয়। ম্যাক্সওয়েল সেদিন রকি জর্জে আরেকজন লোকের ট্র্যাক খুঁজে পেয়েছিল। ওই লোকটাই সম্ভবত তোমার বাবার হত্যাকারী। লোকটাকে ট্রেইল করার চেষ্টা করেছিল ম্যাক্সওয়েল, কিন্তু সফল হয়নি। আমি জানি না কে তোমার বাবাকে খুন করেছে। তবে সন্দেহ করি একজনকে, কিন্তু সন্দেহ আর প্রমাণ তো এক কথা না। সত্যি কথা বের করার জন্য এড ওয়াইলিকে মারতে মারতে একবার আধমরা করে ফেলেছিলাম, কিন্তু ওর মুখ থেকে কোন তথ্য বের করতে পারিনি। শেষে হাল ছেড়ে দিয়েছি। সেই থেকে তোমার ফেরার আশায় আছি। আমি জানতাম একদিন তুমি ফিরে আসবে। তোমার মা কেমন আছে?'

'মা বেঁচে নেই।'

'দুঃখিত, জো। আমাকে তোমার মা পছন্দ করত না; কেন, কখনও বুঝতে দেয়নি সেটা। আসলে আমার আর ফ্র্যাঙ্কের সম্পর্কটা কোন দিনই বুঝতে পারেনি ও।'

'আমিও পারি না,' বলল জো।

চেয়ার টেনে বসল টাইলার। 'খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলাম আমরা। চমৎকার বোঝাপড়া ছিল আমাদের দু'জনের মধ্যে। এক সঙ্গে ওয়াগনহুইল র‍্যাঞ্চ শুরু করেছিলাম আমরা।

'কিন্তু সব ক্ষমতা ছিল তোমার।'

'না। রেঞ্জের কাজ দেখাশোনা করতাম আমি। সবাই ভাবত আমিই বস্‌। কিন্তু আসলে তোমার বাবাই ছিল সব। র‍্যাঞ্চ চালানোর পরিকল্পনা সেই স্থির করত, আমার সঙ্গে পরামর্শ করে অবশ্য। কোন ব্যাপারে একমত না হতে পারলে টস করে সিদ্ধান্ত নিতাম আমরা।'

'বাবার মৃত্যুর কিছুদিন আগে তোমাদের মধ্যে মন কষাকষি শুরু হয়েছিল না?'

'মতভেদ বলতে পারো।'

'টস করোনি কেন?'

'সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ব্যাপার ছিল সেটা, র‍্যাঞ্চের সঙ্গে সম্পর্কহীন।'

'কি সেটা?'

'তোমাকে বলা যাবে না, জো। অনেক দিন হয়ে গেছে। এখন আর ওসব পুরানো কাসুন্দি ঘেঁটে কোন লাভও নেই।'

রাগত ভঙ্গিতে ক্যানাভান বলল, 'বিশ্বাস করি না আমি।'

'এখনও বিশ্বাস না হলে দুঃখ প্রকাশ করা ছাড়া আর কি করার আছে আমার? একটু বোঝার চেষ্টা করো, তোমাকে সেই ঘটনা খুলে বললেও বর্তমান বা অতীত কোনটাই আর বদলাবে না। আমার ওপর থেকে তোমার সব রাগ মুছে যাবে, তাও নয়। তার চেয়ে ভুলে যাও সব। শুধু এইটুকু জেনে রাখো তোমার বাবার সঙ্গে এমন একটা ব্যাপারে মতভেদ হয়েছিল, কয়েন ছুঁড়ে দিয়ে যার ফয়সালা করা সম্ভব ছিল না। এসো, বর্তমান নিয়ে কথা বলা যাক এবার।'

টাইলারের টেবিলের কাছে এল জো। চেয়ার টেনে মুখোমুখি বসল। এত অল্পে সে সন্তুষ্ট নয়।

'কাল আমার সঙ্গে হোটেলে দেখা করতে আসোনি তুমি,' বলল টাইলার।

'আমি এসেছিলাম,' বলল জো। 'কিন্তু তার আগেই বিদায় নিয়েছিলে তুমি।'

'না। তুমি মেরিলিনের সঙ্গে চলে গেলে তখনও হোটেলেই ছিলাম আমি।'

'তাহলে নিশ্চয়ই ভুল হয়েছিল মেয়েটার,' বলল ক্যানাভান। 'ও মনে করেছিল তুমি চলে গেছ।'

'মেরিলিন তার মায়ের স্বভাবই পেয়েছে,' বলল টাইলার। 'সততা কাকে বলে জানে না।'

উঠে দাঁড়ানোর উপক্রম করল জো। 'কি বলতে চাও?'

'তোমাকে মিথ্যে কথা বলেছে মেরিলিন। তোমার সঙ্গে আমার দেখা হোক—এটা নরম্যান চায়নি।'

'তোমার কথা বিশ্বাস করতে পারছি না।'

'ঠিক আছে তোমার বিশ্বাস হবার মত একটা কথা বলি তবে। আমার ও ফ্র্যাঙ্কের চুক্তির কথা জানো তো?'

'জানি।'

'কতটুকু জানো।'

'বাবা আর তুমি ওয়াগনহুইলের যৌথ মালিক ছিলে। বছরে দু'বার লাভের অংশ ভাগ করে নিতে তোমরা।'

'শুধু লাভ নয়, ক্ষতিও বহন করার কথা ছিল। অবশ্য তোমার বাবা বেঁচে থাকতে ওয়াগনহুইল কখনও ক্ষতির মুখ দেখেনি। গত কয়েক বছর ব্যবসা তেমন সুবিধে যাচ্ছে না। চুক্তির আরও একটা শর্ত ছিল, দু'জনের সম্মতি ছাড়া র‍্যাঞ্চ বিক্রি করা যাবে না। এটা জানো?'

সায় দিল জো। 'জানি।'

'পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস ছিল আমাদের,' বলে চলল টাইলার। 'তাই কখনও লিখিত চুক্তিপত্র তৈরির প্রয়োজন অনুভব করিনি। তোমার জন্মের পর ফ্র্যাঙ্ক র‍্যাঞ্চের উত্তরাধিকারী হিসাবে তোমার নাম যোগ করে। আমি অমত করিনি। আমার কোন সন্তান থাকলে তার নামও এমনি যোগ হত। যাহোক, চুক্তি অনুযায়ী ফ্র্যাঙ্কের অবর্তমানে ওয়াগনহুইলের অর্ধেক মালিকানা এখন তোমার।'

www.boiRboi.blogspot.com

'এখন?'

'হ্যাঁ, এই মুহূর্ত থেকে।'

'বাবার মৃত্যুর পর থেকে এ-পর্যন্ত র‍্যাঞ্চের লাভ-ক্ষতির ব্যাপারটা?'

'ও ভাবতে হবে না তোমাকে। বছরওয়ারী একটা হিসাব তৈরি করে দেব আমি। আর তুমি চাইলে তোমার কাগজপত্রও তৈরি করে দিতে পারি।'

'হ্যাঁ, চাইব।'

'তুমি তোমার অংশ বিক্রি করে দিতে চাও?'

'জানি না।'

'তেমন কিছু করতে চাইলে সময় দিতে হবে আমাকে। এই মুহূর্তে আমার পক্ষে টাকা জোগাড় করা সম্ভব না। যদ্দিন টাকা জোগাড় না হচ্ছে ততদিন ওয়াগনহুইলের একজন মালিক হিসাবেই থাকবে তুমি।'

'তার মানে?'

'মানে র‍্যাঞ্চের মালিক হিসাবে এটার ভাল মন্দের অংশীদার হয়ে যাচ্ছ তুমি। তোমাকেও লড়াইয়ে যোগ দিতে হবে।'

'কিসের লড়াই?'

'তুমি অনেকদিন ধরে এখানে ছিলে না জো। অবস্থা অনেক পাল্টে গেছে। তোমার বাবা আর আমি এই বেসিনে প্রথম বসতি করেছিলাম। আমাদের র‍্যাঞ্চটা অঞ্চলের সবচেয়ে ভাল! পানির অভাব নেই, প্রচুর ঘাস রয়েছে। তারপরও খরা মৌসুমের কথা ভেবে কুয়ো খোঁড়া হয়েছে। পরে যারা নদীর পশ্চিম পাড়ে সেট্‌ল করেছে, ওদের অবস্থা আমাদের মত এত ভাল নয়। ওদিকটা পাহাড়ী এলাকা। খরা মৌসুমে পানি থাকে না। বুদ্ধি করে ওরা কুয়ো খোঁড়েনি। এসব নানা অসুবিধের কারণে ওয়াগনহুইলের ওপর বদ নজর পড়েছে এখন ওদের। আমাদের উৎখাত করে ওয়াগনহুইলের রেঞ্জ ভাগাভাগি করার ফন্দি এঁটেছে। আমাদের ধ্বংস করে ফেলতে চায় ওরা, জো।'

'কিভাবে?'

www.boiRboi.blogspot.com

'জানি না। তবে নরম্যানের নির্দিষ্ট কোন পরিকল্পনা আছে। তার কিছু আভাসও আমি পেয়েছি। কিন্তু ষড়যন্ত্রের ধরনটা ঠিক বুঝতে পারছি না। গত বছর ওয়াগনহুইলের সীমানায় লিগনাইট ক্রীকে পাঁচটা হোমস্টেডার পরিবারকে এনে বসিয়েছে সে। পাঁচজনের মধ্যে তিনজন আসলে হোমস্টেডার নয়, ওরা যে সব জমি ফাইল করেছে, সেখানে চাষাবাদ করেনি, পতিত ফেলে রেখেছে। কিন্তু হোমস্টেডারের ভান করছে। কেন? কোন কারণ আছে নিশ্চয়। গত কাল আবার স্ট্যাম্পীডের ঘটনাটা ঘটল। যে কোন সময় এ অজুহাতে আমাকে গ্রেফতার করা হতে পারে। শেষ পর্যন্ত হয়তো সেটাই হবে। জো, আমি জেলখানায় আটকা পড়লে ওয়াগনহুইলের কোন বস্ থাকবে না, যদি তুমি দায়িত্ব না নাও।'

'আমি দায়িত্ব নিলে?'

'সেক্ষেত্রে আমার সঙ্গে থাকতে পারবে তুমি, কিংবা পুরানো র‍্যাঞ্চে। প্রয়োজনে ওয়াগনহুইলের ক্রুর একটা অংশ তোমার সঙ্গে থাকবে। কিংবা সবাইকেই তোমার সঙ্গে রাখতে পারো। ওখান থেকে তুমিই ওয়াগনহুইলের সব কাজ দেখাশোনা করবে। আগের মতই সার্বক্ষণিক যোগাযোগ থাকবে আমার সঙ্গে।'

'আর মতের মিল না হলে কি আগের মতই টস করে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে?'

'তোমার বাবার সঙ্গে ওভাবে কাজ করেছি—তাতে বিবাদ এড়ানো গেছে। সব সময় কিন্তু টস করতে হয়নি। আগেই বলেছি, আমাদের ভাল বোঝাপড়া ছিল—চেহারা দেখেই মনোভাব বুঝতে পারতাম। যাহোক, এখন তুমি এসেছ, ওয়াগনহুইলের সমান অংশীদার, আমি চাই এখন থেকেই র‍্যাঞ্চের কাজে আমাকে সাহায্য করো। রাজি?'

উঠে দাঁড়াল জো। উত্তেজিত ও দ্বিধাগ্রস্ত।

'জো?' জিজ্ঞেস করল টাইলার।

'কি করব বুঝতে পারছি না,' বিড়বিড় করে বলল জো।

'ঠিক আছে, সময় নিয়ে ভেবে দেখো। কাল সকালে আবার আলাপ

করা যাবে।'

ইতস্তত করে সায় দিল ক্যানাভান। 'ঠিক আছে কাল সকালেই দেখা যাবে।'

পাঁচ

সকাল।

টাইলারসহ ওয়াগনহুইলের অন্যান্য কাউহ্যাণ্ডের সঙ্গে খেতে বসেছে ক্যানাভান। বিশাল টেবিল জুড়ে বসেছে ওরা। দু'জন মহিলা খাবার বেড়ে দিল। বহুদিন পর ঘরে তৈরি খাবার ও কফির স্বাদ পেল ক্যানাভান। খাওয়া শেষে ওয়াগনহুইলের কর্মচারীদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল টাইলার, কিন্তু ওয়াগনহুইলে ওর পদমর্যাদার বিষয়ে কিছু উল্লেখ করল না। অনেকটা ইচ্ছে করেই যেন ব্যাপারটা এড়িয়ে গেল সে।

ওয়াগনহুইলের ফোরম্যান ড্যান গোমেজ। মাঝবয়সী এক মেক্সিকান। পরবর্তী কয়েক মিনিট তার সঙ্গে আলাপে ব্যস্ত থাকল টাইলার। র‍্যাঞ্চের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে পরামর্শ করল তারা। ক্রুদের ডেকে সারাদিনের কাজ ভাগ করে দিল টাইলার। তারপর ফিরল ক্যানাভানের দিকে।

'তুমি কি করবে, জো?' জিজ্ঞেস করল সে। চাইলে দিনটা ড্যানের সঙ্গে কাটিয়ে দিতে পারো। র‍্যাঞ্চের কাজকর্ম সম্বন্ধে তোমাকে মোটামুটি একটা ধারণা দিতে পারবে সে। যেতে না চাইলে অবশ্য, তোমার যা খুশি—'

'আমার সিদ্ধান্ত কিন্তু এখনও বলিনি তোমাকে,' বলল জো।

'সিদ্ধান্ত নিয়েছ?'

'না।'

'তাহলে তাড়াহুড়োর দরকার নেই। দিন দুই সময় নাও। রেঞ্জটা ঘুরে ফিরে দেখো। র‍্যাঞ্চহ্যাণ্ডদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হোক। পুরানো চুক্তি মোতাবেক তুমি ওয়াগনহুইলেরই একজন।'

'তাই কি?'

হাসল টাইলার। 'দেখো, তুমি মানো কি না মানো, ওয়াগনহুইলের অর্ধেকটা তোমার। তবে আমি জোর করে তোমার ওপর কোন দায়িত্ব চাপিয়ে দেব না। আস্তে-ধীরে ভেবে-চিন্তে সিদ্ধান্ত নাও। আমি অবশ্য আজ ইউনিটায় যাব। ব্যাংকার বাড আর্থারের সঙ্গে দেখা করে, তোমার দেনা-পাওনার একটা হিসেব রেডি করতে বলব ওকে। যাবে নাকি আমার সঙ্গে?'

মাথা নাড়ল ক্যানাভান। 'না, আমি আমাদের পুরানো র‍্যাঞ্চহাউসে যাব। ও বাড়িতে আমার জন্ম, একবার দেখতে ইচ্ছে করছে।'

'বেশ, যাও। কোরাল থেকে ভাল দেখে একটা ঘোড়া নিয়ে নাও। বাড়ির ভেতরে গানর‍্যাকে রাইফেল আছে, যে কোন একটা বেছে নিয়ো। একস্ট্রা গানবেল্ট পরতে চাইলে তাও নিতে পারো। গানবেল্ট, হোলস্টার সবই পাবে।'

ভ্রু কুঁচকে র‍্যাঞ্চহাউসের দিকে এগোল জো। ভেতরে ঢুকল, কপাল কুঁচকে আছে এখনও। টাইলারের আচরণে বড় বেশি ভালমানুষির ভাব। আপাতদৃষ্টিতে তার আন্তরিকতায় কোন কৃত্রিমতা নেই। কিন্তু সন্দেহ হচ্ছে জো'র, মনে হচ্ছে টাইলারই বোধহয় তার বাবার আসল খুনী। নইলে এত ভালমানুষি করার কি দরকার? গত কালকের ব্যবহারের সঙ্গে মিল কই? ভাল ব্যবহার করে ভোলাতে চাইছে ওকে?

একটু পর ড্যান গোমেজকে সঙ্গে করে ঘরে এল হেনরি টাইলার।

'তোমার ঘোড়ায় জিন চাপাব, জো?' জিজ্ঞেস করল ফোরম্যান।

'কোন অসুবিধা না থাকলে চাপাও, অবশ্য আমি নিজেই চাপাতে

www.boiRboi.blogspot.com

পারব,' বলল জো।

'না, আমিই দেখছি,' জবাব দিল গোমেজ। 'একা পথ চিনে যেতে পারবে তুমি?'

'পারব। ড্যান, আমার বাবাকে চিনতে?'

'হ্যাঁ।'

'বিশ বছর ধরে এখানে আছে ড্যান,' বলল টাইলার। 'ওর মত পুরানো লোক কয়েকজন আছে আরও। নতুন লোকও আছে অনেক। আসলে ওয়াগনহুইলের মত সব বড় র‍্যাঞ্চের আউট-ফিটই এরকম পুরানো-নতুনে মেশানো।'

আরও কিছুক্ষণ আলাপ করল ওরা। ঘোড়ায় জিন চাপাতে বেরিয়ে গেল ড্যান গোমেজ। এক বাক্স গুলি আর গানর‍্যাক থেকে তিনটা রাইফেল এনে জোকে বলল পছন্দ মত যে কোন একটা বেছে নিতে। আলমারি থেকে একস্ট্রা গানবেল্ট আর হোলস্টারও বের করে দিল।

গানবেল্টটা পরে নিল জো। হোলস্টারে সিক্সগান ঢুকিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল।

'চোখ-কান খোলা রেখো, জো,' সতর্ক করল টাইলার।

'একথা বলার মানে?'

'নরম্যানের মতলব জানি না আমরা। সেজন্যেই সাবধান থাকতে বলা। আমাদের কয়েকজন কাউহ্যাণ্ড শহরে যাবে, সন্ধ্যা নাগাদ ফিরবে ওরা, ওদের সঙ্গে ফিরে আসতে পারবে তুমি।'

'দেখি,' বলল জো।

উঠানে নেমে দাঁড়াল সে। তাগড়া একটা বুঁটিদার স্ট্যালিয়নের পিঠে স্যাডল চাপিয়েছে গোমেজ। ছোটার জন্য ছটফট করছে ওটা। টাইলারের বেশির ভাগ ক্রু কাজে গেছে। তবে বাঙ্কহাউসের দরজায় দু'জন লোককে দেখতে পেল সে। কথা বলছে গোমেজের সঙ্গে। দু'জনের হাতেই রাইফেল। জোকে দেখে সরে গেল ওরা। বার্নের দিকে গেল একজন, আরেকজন মেইনহাউসের দিকে।

www.boiRboi.blogspot.com

'পাহারাদার,' এগিয়ে এসে বলল গোমেজ। চিন্তিত দেখাচ্ছে তাকে। কপালে কুঞ্চন।

'অবস্থা কি খুবই খারাপ?'

'কি করে বলি? তোমার দামী কোন জিনিস থাকলে তার নিরাপত্তাব্যবস্থা করাই তো স্বাভাবিক?'

আনমনে সায় দিল জো। তারপর প্রসঙ্গ পাল্টে বলল, 'বাবাকে চিনতে তুমি, বলতে পারো কে খুন করেছে ওকে?'

'নিশ্চিত করে বলতে পারব না, তবে একজনকে সন্দেহ করি, কাকে শুনতে চাও?'

'চাই।'

'বেন নরম্যানকে।'

'কেন?'

মাটির দিকে তাকাল গোমেজ। ভুরু কোঁচকাল। বুটের ডগা দিয়ে দাগ কাটল ধুলোয়। 'কেন জানি না, তবে সন্দেহ হয়। ঠিক-বেঠিক প্রমাণ করতে পারব না।'

'কিন্তু বেন নরম্যানই তো আমাদের পালাতে সাহায্য করেছিল,' বলল জো।

'কার হাত থেকে?'

'দুর্বৃত্তদের হাত থেকে। বাবার মৃত্যুর কয়েকদিন পরেই এক রাতে র‍্যাঞ্চে হামলা করেছিল ওরা,' জানাল জো।

গোমেজের চোখ সরু হয়ে উঠল। 'এরকম কিছু তো শুনিনি। আমি জানি, তোমরা কাউকে কিছু না বলে হঠাৎ করে চলে গেছ। তোমাদের র‍্যাঞ্চে হামলা হওয়ার কথা তো এখানকার কেউ জানে না!'

'গোলাগুলির কথা স্পষ্ট মনে আছে আমার,' বলল জো। 'আমাদের পিছু ধাওয়া করেছিল ওরা।'

'তবু—পালাতে পেরেছিলে? তা কি ধরনের লোকেরা ধাওয়া করেছিল তোমাদের?'

অস্বস্তিতে নড়ে দাঁড়াল ক্যানাভান। মনে আছে ওর মা ঘোড়া হাঁকাতে পছন্দ করত না। একাজে একেবারে আনাড়ী ছিল সে। তারপরও সেদিন পালাতে সক্ষম হয়েছিল ওরা! গোমেজের ইঙ্গিতটা ধরতে পারল সে। 'ধন্যবাদ, ড্যান,' বলল ও। স্ট্যালিয়নের পিঠে চেপে, উত্তর দিকে রওনা দিল।

টাইলারের র‍্যাঞ্চহাউস থেকে বেশি দূরের পথ নয় ওদেরটা। আধ ঘণ্টাটাক সময় লাগে বড়জোর। চলতে চলতে আনমনা হয়ে গেল জো। কত স্মৃতি মনে পড়ছে—ও বাড়িতেই ওর জন্ম, শৈশব-কৈশোর কেটেছে ওখানে। বাড়িটা দেখার সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়ার লাগাম টানল জো। কখন যে চোখ ভিজে গেছে, গলার কাছে দলা পাকিয়ে উঠেছে কান্না, টের পায়নি ও।

নিচু, চারকোনা মেক্সিকান স্টাইলের বাড়ি, সামনে বিশাল বারান্দা; জানালার পাল্লা, কাঠ খসে গেছে। কোরাল আর স্যাডল শেডের জায়গা এখন খাঁ খাঁ করছে। বাঙ্কহাউসটা আছে তবে ছাদটা উধাও। বার্নের অবস্থা আরও করুণ, চাল গায়েব, হেলে পড়েছে দেয়াল, কয়েকটা খুঁটি তাকিয়ে আছে আকাশের দিকে। ধীরে ধীরে সামনে এগোল সে, কত কথা ভিড় করে আসছে মনে: এই উঠানেই প্রথম ঘোড়ায় চড়া শেখে সে। ল্যাসোর ফাঁস ছোড়া, আর বন্দুক চালানোর হাতেখড়িও এখানেই হয়েছিল। জানালায় বসে গভীর উৎকণ্ঠার সঙ্গে তাকে লক্ষ করত মা—ঘোড়ায় চড়া, বন্দুক চালানো মোটেই পছন্দ করত না। কিন্তু বাবার আগ্রহ ছিল অসীম। ছেলেকে ওয়েস্টার্ন ধাঁচেই মানুষ করতে চেয়েছে সে।

উঠানে আসার পর কপাল কুঁচকে উঠল জো'র। ঘোড়া থেকে নামল সে। বারান্দার রেইলে ঘোড়া বেঁধে উপরে উঠল। আজ মনে হচ্ছে, এই র‍্যাঞ্চের জীবনকে কোনদিনই আপন করে নিতে পারেনি মা। সম্ভবত পুবের মেয়ে বলেই শহুরে জীবনের দিকে ঝোঁক ছিল বেশি। এখান থেকে এলপাসোতে গিয়েছিল ওরা। একটা হোটেলে চাকরি নিয়েছিল

www.boiRboi.blogspot.com

মা। তাকে ভর্তি করে দিয়েছিল স্কুলে। পড়াশোনা শেষ হবার পর মা নানা ভাবে শহরেই কোন কাজ নিয়ে সেট্‌ল্ করার জন্য বলেছে। এই একটা ব্যাপারে মায়ের ইচ্ছেকে মূল্য দিতে পারেনি ও।

দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল জো। ক্যাঁচ-ক্যাঁচ শব্দে আপত্তি জানাল মরচে ধরা কবজা। অন্ধকার সয়ে আসার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকল কয়েক মুহূর্ত। কেন বলতে পারবে না, হঠাৎ সতর্ক হয়ে উঠল জো হয়তো মৃদু ঘর্ষণের শব্দ হয়েছে, কিংবা অন্ধকারে কেউ নড়ে উঠেছে, যে কারণেই হোক, আচমকা ওর মনে হলো এ ঘরে একা নয় সে। আরও কেউ আছে। মেঝের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল সে। ওই অবস্থাতেই পিস্তল বের করে আনল হোলস্টার থেকে।

এক ঝলক কমলা রঙের আগুন তেড়ে এল ওর দিকে। পিস্তলের বিকট শব্দে কানে তালা লেগে গেল। কাঁধের কাছটায় কোটের কাপড়ে একটা হ্যাঁচকা টান অনুভব করল ও। বিদ্যুৎ বেগে পিস্তল তাক করল ও। অগ্নি ঝলক লক্ষ্য করে ট্রিগারে টান দিল একবার, তারপর মাযল একটু নিচু করে আবার গুলি করল। তীব্র ব্যথায় চেঁচিয়ে উঠল কেউ একজন। পরমুহূর্তেই অন্ধকারে অস্পষ্ট একটা অবয়ব চোখে পড়ল জো'র, টলমল পায়ে ওর দিকে এগিয়ে আসছে। আরও একবার ট্রিগার টানল জো। মাঝপথে ঝাঁকুনি খেয়ে সোজা হয়ে গেল লোকটা, আধপাক ঘুরে আছড়ে পড়ল দড়াম করে।

গড়ান দিয়ে পাশ ফিরল জো। পুরো একমিনিট নিঃসাড় পড়ে থাকল। ইতিমধ্যে অন্ধকার চোখে সয়ে এসেছে তার। উঁচু ঢিবির মত শরীরটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। টেবিলের পায়ের কাছে আছড়ে পড়ার পর আর নড়েনি লোকটা। হাঁটুতে ভর দিয়ে উঠে বসল জো। হাতের মুঠোয় ধরা পিস্তল তৈরি, তবে আর গুলি ছোঁড়ার প্রয়োজন হলো না।

উঠে দাঁড়াল জো। এগিয়ে গিয়ে ঝুঁকে পড়ে চিত করে শোয়াল লোকটাকে। চোখের মণি জোড়া এখনও চকচক করছে তার, রক্তে ভিজে উঠেছে শার্টের সামনের অংশ, শ্বাস-প্রশ্বাস থেমে গেছে।

পিস্তল খাপে ঢোকাল ক্যানাভান। আরেকবার দেখল লোকটাকে। দমে গেল মনটা। চিনতে পেরেছে। ঘন্টাখানেক আগে এই লোকের সঙ্গে এক টেবিলে বসে নাস্তা করেছে ও। টাইলার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল, নামটা মনে আসছে না এই মুহূর্তে। বেরিয়ে এসে বার্নের দিকে গেল জো। চালহীন বার্নের ভেতরে লোকটার ঘোড়াটাকে খুঁজে পেল। বাঁধন খুলে ওর স্ট্যালিয়নের কাছে নিয়ে এল ওটাকে, পোমেলের সঙ্গে বেঁধে স্যাডলে চড়ে বসে রওনা হলো দক্ষিণে, শহরের উদ্দেশে।

ছয়

ইউনিটায় পৌঁছে সোজা ব্যাংকে হাজির হলো টাইলার। ব্যাংকার বাড আর্থারকে তার সিদ্ধান্ত জানাল।

শুনে ভ্রু কুঁচকে উঠল ব্যাংকারের। 'এখনি টাকাটা ক্যানাভানকে দিয়ে দিতে চাইছ তুমি?'

'হ্যাঁ। হিসেব রেডি করে নাও।'

'এতে তোমার পুরো টাকাটাই চলে যাবে জানো?'

'হ্যাঁ,' গম্ভীর চেহারায় জবাব দিল টাইলার।

'তুমি শুধু লাভের অংশটা ভাগ করতে বলছ, কিন্তু গত কয়েক বছর ওয়াগনহুইলের ব্যবসা ভাল যায়নি—ক্ষতি পোষাতে অনেক টাকা খাটিয়েছ তুমি—তার দায়িত্ব একা নিচ্ছ কেন? পার্টনার হিসাবে টাকাটা তো দু'জনের মধ্যে সমান ভাগ হওয়া উচিত।'

'উচিত হলেও এই মুহূর্তে আমার সিদ্ধান্তটাকেই ঠিক মনে হচ্ছে। বলতে পারো আমি একজন পার্টনার জোগাড় করছি। ছেলেটা ওর বাবার

www.boiRboi.blogspot.com

মত হলে আমার জন্য ওটা কোন ক্ষতিই না।'

ব্যাংক থেকে বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে শেরিফের অফিসে এল টাইলার। পসি বাহিনী নিয়ে স্ট্যাম্পীডের জায়গা দেখে আসার পর শেরিফের সঙ্গে দেখা করা হয়নি। সেদিন অত লোকজনের ভিড়ে কথা বলার সুযোগও মেলেনি। ঘটনা প্রবাহ কোন দিকে মোড় নিয়েছে, জানার জন্য উদগ্রীব হয়ে আছে সে এখন।

'ব্যাপারটা আমার জন্য কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে, তাই না?'

'ঘটনাটা ওয়াগনহুইল রেঞ্জে ঘটেছে। আর সেদিন বিকালেই লেইনারকে ফিরে যাবার জন্য শাসিয়েছ।'

'কি করার কথা ভাবছ, বিল?'

দ্বিপন্ন দেখাল শেরিফকে। 'বুঝতে পারছি না—ব্যাপারটা এড়িয়ে যাওয়াও সম্ভব না…একজন লোক মারা গেছে—।'

'আমাকে গ্রেফতারের কথা ভাবছ নাকি?'

'জানি না, হেনরি, কি করব কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'স্ট্যাম্পীডের জন্য দায়ী নই আমি, বিল। আমি বা আমার লোকেরাও এ ব্যাপারে কিছুই জানে না।'

'তাহলে কে ঘটাল?'

'স্রেফ অনুমান করতে পারি, কিন্তু প্রমাণ দিতে পারব না।'

'অনুমান করার ভারটা আমার উপরই ছেড়ে দাও বরং,' বিরক্তির সঙ্গে বলল বিল ওয়ালেস।

কাঁধ ঝাঁকিয়ে উঠে পড়ল টাইলার। 'আরও ঘন্টাখানেক শহরে থাকব আমি, দরকার হলে ডেকো। আর একটা কথা, অবস্থা আরও খারাপের দিকে মোড় নিলে, চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবার আগে দুটো দিন সময় দিয়ো আমাকে।'

শেরিফের অফিস থেকে বেরিয়ে মিসেস এণ্ডারসনের বোর্ডিংহাউসে এল টাইলার। লরার খোঁজ করল। খবর পেয়ে একটু পরে পোর্চে বেরিয়ে এল লরা। একদিনের বিশ্রামেই অনেকটা পরিচ্ছন্ন সতেজ

দেখাচ্ছে ওকে, পরনে ইস্ত্রি করা পোশাক। সেরাতে শেরিফের অফিসে যেমন মনে হয়েছিল মেয়েটা তার চেয়ে অনেক সুন্দরী; এখন বয়সও মনে হচ্ছে কম, তরুণীই বলা যায়।

'এসব তুমি বুঝবে না হয়তো,' কর্কশ কণ্ঠে বলল টাইলার। 'তবু বলছি, স্ট্যাম্পীডের জন্য আমি দায়ী নই। সুতরাং তোমার প্রতি আমার কোন দায়-দায়িত্বও থাকার কথা নয়। তবু তোমার কোন উপকারে আসতে পারলে আনন্দ বোধ করব আমি। বাড়ি ফেরার জন্য প্রয়োজনীয় টাকা আছে তোমার?'

'আমার কোন বাড়ি নেই,' বলল লরা।

'তাহলে তুমি এখন কি করবে?'

'চাকরির খোঁজ করব।'

মাথা দোলাল টাইলার। 'আমার র‍্যাঞ্চে দু'জন মহিলা রান্নাবান্নার কাজ করে। এ মাসের শেষে ওদের একজন বিদায় নিচ্ছে। তার জায়গায় কাজ করবে তুমি? চাইলে আজই শুরু করতে পারো। অনেক খাটতে—'

সামান্য সময়ের জন্য দ্বিধান্বিত দেখাল লরাকে, তারপর দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ঝেড়ে ফেলে বলল, 'আমি রাজি।'

'বেশ,' বলল টাইলার। 'ঘণ্টা খানেক পর ওয়াগন পাঠিয়ে দেব। কোন কেনাকাটা করার থাকলে এর মধ্যে সেরে ফেলো। কাপড়-চোপড় লাগলে হারপার'স স্টোরে গিয়ে আমার নাম বললেই হবে, সেই সব ব্যবস্থা করবে। ওকে বলে রাখছি আমি এখুনি।'

'ধন্যবাদ, মি. টাইলার,' গম্ভীর চেহারায় বলল লরা।

ভুরু জোড়া কুঁচকে উঠল টাইলারের; হঠাৎ মনে হলো, মেয়েটা এত সুন্দরী না হলে দীর্ঘ দিনের জন্য একজন রাঁধুনী পাওয়া যেত। কিন্তু বেশিদিন ধরে রাখা যাবে না একে। দু'দিন যেতে না যেতেই হয়তো বিয়ে করে ভাগিয়ে নিয়ে যাবে কেউ। তখন আবার নতুন কাউকে খুঁজতে হবে তাকে। প্রস্তাব দেয়ার আগেই এটা মাথায় খেললে একে কাজ দিতে যেত না সে। এখন আর কিছু করার নেই। প্রস্তাব গ্রহণ করে

www.boiRboi.blogspot.com

ফেলেছে মেয়েটা। 'ঠিক আছে,' বলল সে। 'ওয়াগনহুইলে দেখা হবে।'

রাস্তায় নেমে হোটেলের উদ্দেশে হাঁটা ধরল টাইলার। মাঝপথে ক্যানাভানের দেখা পেল। হোটেলের হিচ রেইলে ঘোড়া বাঁধছে। দ্রুত পা চালাল সে।

হিচ রেইলে ঘোড়া বেঁধে সাইডওয়াকে উঠল জো। রাস্তার এ মাথা থেকে ও মাথা পর্যন্ত নজর বোলাল। টাইলারকে দ্রুতপায়ে এগিয়ে আসতে দেখল। অপেক্ষা করতে লাগল। কাছে আসার পর তীক্ষ্ণ নজরে টাইলারকে দেখল, ওকে দেখে অবাক হলেও, দক্ষ অভিনেতার মত মনের ভাব চেপে রেখেছে লোকটা, ভাবল জো।

'হাউডি, জো,' স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল টাইলার। 'এত তাড়াতাড়ি ফিরে এলে?'

'হ্যাঁ,' গম্ভীর চেহারায় জবাব দিল ক্যানাভান।

'বাড়িটার অবস্থা ভালই, কি বলো?' বলে চলল টাইলার। 'সামান্য মেরামত করে নিলেই, আর থাকতে অসুবিধে হবে না খুব একটা।'

'মেরামতের আগে একটা কবর খুঁড়তে হবে,' বলল জো।

'কি?'

'একটা লাশ পড়ে আছে সামনের ওই ঘরটায়। ওটার কবরের ব্যবস্থা করা দরকার।'

আড়ষ্ট দেখাল টাইলারকে। 'লাশ? কার?'

'অন্য কোথাও গিয়ে কথা বললে হত না?'

চোখ ছোট করে একটু ভাবল টাইলার, সামান্য ইতস্তত করে বলল, 'হোটেলে আমার রুমে চলো।'

টাইলারের পেছন পেছন দোতলায় তার রুমে এল জো। বদ্ধ ঘরে বাতাস আটকে থাকায় ভ্যাপসা ভাব। জানালা খুলে দিল টাইলার। চারপাশে একবার নজর বুলিয়ে বলল, 'আরাম করে বসো, জো।'

'আমার কথা শুনতে কিন্তু তোমার ভাল লাগবে না,' বলল জো।

চকিতে একটু সোজা হলো টাইলার, পরক্ষণেই অসহায়ের মত কাঁধ ঢিল করে দিল। 'ঠিক আছে, বলো।'

সরাসরি টাইলারের দিকে তাকাল জো। 'আমি পুরানো র‍্যাঞ্চহাউসে ঢোকার আগেই, কেউ ওখানে গিয়ে আমার অপেক্ষায় ওত পেতে ছিল। আমি ঢোকামাত্র গুলি চালায় সে। আজ সকালেই লোকটাকে দেখেছিলাম আমি, এক সঙ্গে নাস্তা করেছি। নাম মনে নেই। চল্লিশের ওপরে বয়স। টাকমাথা, ভাল স্বাস্থ্য, চওড়া গোঁফ আছে তার।'

হঠাৎ কেমন বিবস দেখাল টাইলারকে, এসে ধপ করে বিছানায় বসে পড়ল সে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে একটা নাম উচ্চারণ করল, 'স্যাণ্ডি ক্রেটন।'

'কি জানি, তবে মরে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে সে,' অসহিষ্ণু দেখাল জোকে।

নীরবতা নেমে এল ঘরে। মেঝের কার্পেটের দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে রইল টাইলার। বারকয় মাথা নেড়ে তারপর বলল, 'আমিই ওকে পাঠিয়েছি মনে করেছ?'

'পাঠাওনি?'

'না। প্রশ্নই ওঠে না।'

'তাহলে ওখানে কি করছিল ক্রেটন? আগে কখনও দেখিনি ওকে। আমার সঙ্গে কিসের শত্রুতা তার? আমি তার কি ক্ষতি করেছি?'

জিভ দিয়ে ঠোঁট ভেজাল টাইলার। 'একটা কথা মনে হচ্ছে আমার,' বলল সে।

'কি রকম?'

'ঠিক কি না জানি না, আমার নিজেরই বিশ্বাস হচ্ছে না, কিন্তু এছাড়া আর কোন কারণও থাকতে পারে না।'

'খুলে বলো।'

উঠে দাঁড়াল বুড়ো। জানালায় গিয়ে দাঁড়াল, চোখ রাখল নিচের রাস্তায়। ঘুরে দাঁড়াল একটু পর। হঠাৎ করে খুব বয়স্ক দেখাচ্ছে তাকে।

www.boiRboi.blogspot.com

ভেঙে পড়া ক্লান্ত মানুষের মত। 'আমার স্ত্রী বেঁচে নেই,' বলতে শুরু করল সে। 'দু'বছর আগে মারা গেছে। আমাদের কোন ছেলে-পুলে নেই। আমাদের দু'জনের তেমন কোন আত্মীয় স্বজনও নেই। গত বছর হঠাৎ খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম। তখন থেকেই ওয়াগনহুইলের ভবিষ্যৎ নিয়ে খুব চিন্তিত হয়ে আছি—আমি মরে গেলে ওয়াগনহুইলের কি হবে? যাহোক সুস্থ হবার পর এটর্নি লয়েড কিংকে খবর দিলাম। শহরে বসেই একটা উইল তৈরি করালাম। উইল অনুযায়ী আমার মৃত্যু হলে ওয়াগনহুইলের সবচেয়ে পুরানো পাঁচজন ক্রু আমার শেয়ারের সমান উত্তরাধিকারী হবে। স্যাণ্ডি ক্রেটন সেই পাঁচজনের একজন।'

মাথা নাড়ল জো। 'তোমার কথার মাথামুণ্ড কিছুই বুঝতে পারছি না আমি।'

'না বোঝার কিছু নেই, জো। তুমি ফিরে আসায় পুরানো চুক্তি বহাল হয়েছে আমার। এখন আর ওই উইলের কোন দাম নেই। আমার কিছু হলে ওয়াগনহুইল তোমার হবে, তেমনি তোমার কিছু হলে ওয়াগনহুইল হবে আমার। ওই পাঁচজনের আর কোন আশা নেই। এটাই আসল ব্যাপার। তোমার প্রত্যাবর্তনকে তাই সহজভাবে নিতে পারেনি স্যাণ্ডি। তোমাকে সরিয়ে দিতে চেয়েছে।'

টুপি খুলে চুলে হাত চালাল জো। অকারণে বারকয়েক চুল ঠিক করল। ক্রুদ্ধ চেহারায় দেখল একবার বুড়োকে। নিজেকে গাল দিল, আগেই ওর বোঝা উচিত ছিল এরকম কিছুই বলবে বুড়ো; খুব নিখুঁত কোন গল্প যেটাকে অযৌক্তিক মনে হবে না, চট করে অবিশ্বাস করতে পারবে না ও।

'আমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে না, তাই না?' বিষণ্ণ মুখে জিজ্ঞেস করল টাইলার।

'কাকে বিশ্বাস করব বুঝতে পারছি না।' রুক্ষ কণ্ঠে বলল ক্যানাভান।

'লয়েড কিংয়ের সঙ্গে কথা বলো। ওকে জিজ্ঞেস করলেই উইলের

পাঁচজনের নাম জানতে পারবে। ব্যাংকে গিয়ে বাড আর্থারের সঙ্গেও আলাপ করে দেখো। আমি ওকে কি বলেছি, জানতে পারবে।'

'তোমার অবর্তমানে ওই পাঁচজনের হাতে র‍্যাঞ্চের মালিকানা যাবার কথা থাকলে, তোমাকে মেরে ফেলার চেষ্টা চালায়নি কেন?'

'একজন বৃদ্ধের মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করা এক কথা, আর আচমকা তরতাজা এক তরুণ এসে পুরো উইলটাকেই বাতিল করে দেয়া আরেক।'

টাইলারের গল্প বিশ্বাস করবে কি করবে না বুঝতে পারছে না জো। অস্থির পায়ে পায়চারি শুরু করল সে। জানালা থেকে সরে এসে বিছানায় বসল টাইলার। জানালায় গিয়ে দাঁড়াল জো। এখান থেকে নিচের রাস্তার অনেকখানি দেখা যায়। নাপিতের দোকানের সামনে শেডের নিচে দাঁড়িয়ে দু'জন লোকের সঙ্গে কথা বলছে বেন নরম্যান। দু'জনই ওর অচেনা। হালকা-পাতলা গড়ন ওদের, পরনে বেঢপ পোশাক। খানিকপর নাপিতের দোকানে ঢুকে পড়ল নরম্যান। রাস্তা পেরিয়ে শেরিফের অফিসের দিকে গেল দু'জন। একটা মেয়েকে শেরিফের অফিস পেরিয়ে হারপার'স স্টোরের দিকে যেতে দেখা গেল। মেয়েটিকে চিনতে পারল জো, লরা লেইনার।

'তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত নেয়ার প্রয়োজন নেই, জো,' পেছন থেকে বলল টাইলার। 'লয়েড কিং আর আর্থারের সঙ্গে কথা বলো। ড্যান গোমেজ শহরে আসছে, ওর সঙ্গেও আলাপ করে দেখো, স্যান্ডির সঙ্গে ওর বেশ ঘনিষ্ঠতা ছিল, সে কি বলে শোনো। তারপর যেটা ভাল মনে হয় কোরো।'

জানালার কাছ থেকে সরে দরজার দিকে এগোল জো। কবাট খুলে টাইলারের দিকে ঘাড় ফিরিয়ে বলল, 'শেরিফের ওখানে যাচ্ছি, সে কি বলে দেখি।'

হোটেল থেকে শেরিফের অফিসে চলে এল জো। ভেতরে সেই দু'জন লোককে দেখল, খানিক আগে নাপিতের দোকানের সামনে যারা

www.boiRboi.blogspot.com

বেন নরম্যানের সঙ্গে কথা বলছিল। চোয়াড়ে মার্কা চেহারা। হাবভাব কেমন যেন, অসুস্থ দেখাচ্ছে। দু'জনের মুখেই সাত-আট দিনের না-কামানো দাড়ির জঙ্গল। ভয়াবহ অবস্থা।

'আমরা যা জানি সব বললাম,' বলছে একজন। 'কোর্টে সাক্ষ্য দিতেও রাজি আছি। যা দেখেছি বলব। বড় র‍্যাঞ্চার বলেই ছোটদের ওপর অত্যাচার চালিয়ে যাবে এ হতে পারে না।'

অস্বস্তি বোধ করছে বিল ওয়ালেস। গম্ভীর চেহারা। মুখ তুলে ক্যানাভানকে দেখতে পেল। 'কি ব্যাপার, ক্যানাভান?'

'আমি না হয় পরেই আসি,' বলল জো।

'না, ঠিক আছে, এখন কোন অসুবিধা নেই।'

মাথা দোলাল জো। 'গত রাতে টাইলারের ওখানে ছিলাম আমি। আজ সকালে আমাদের পুরানো র‍্যাঞ্চহাউস দেখতে গিয়েছিলাম ওখান থেকে। জায়গাটা চেনো তো?'

'হ্যাঁ,' সায় দিল শেরিফ।

'একাই গিয়েছিলাম,' বলে গেল জো। 'আমি র‍্যাঞ্চহাউসে ঢোকার সময়, আমার ধারণা ছিল ঘরে আমি ছাড়া আর কেউ নেই। কিন্তু হঠাৎ টের পেলাম, না আরও কেউ আছে। অন্ধকারে ওঁৎ পেতে ছিল সে। আমি ঢোকামাত্র গুলি চালায়। পাল্টা গুলি করি আমি। আমার ভাগ্য ভাল বেঁচে গেছি, লোকটার দুর্ভাগ্য—'

উঠে দাঁড়াল বিল ওয়ালেস। 'লোকটা কে?'

'বর্ণনা শুনে টাইলার বলল তার নাম স্যান্ডি ক্লেটন।'

'তোমার সঙ্গে কোন শত্রুতা ছিল তার?'

'না।'

'তাহলে—?'

'জানি না, শেরিফ। তোমার কি মনে হয়?'

কপাল ঘষল শেরিফ, টুপিটা ঠেলে দিল পেছনে। 'কিছুই বুঝতে পারছি না,' ক্লান্ত শোনাল তার কণ্ঠস্বর। 'অনেক ঘটনা ঘটছে খুব দ্রুত,

আমার ধারণা এটা কেবল শুরু। টাইলারের সঙ্গে তোমার কোন ফয়সালা হলো?'

'টাইলার তো বলছে সব কিছু নাকি আগের মত, পুরানো চুক্তি অনুযায়ী চলবে,' জানাল জো।

'চমৎকার। টাইলারের কথার মূল্য আছে, ঠিক আছে, আমি একবার পুরানো র‍্যাঞ্চহাউসে যাব। আমার সঙ্গে যেতে পারবে তুমি?'

'কখন?'

'ঘণ্টাখানেক পর?'

সায় দিল জো। 'পারব। শহরেই আছি।'

আড়চোখে একবার লোক দু'জনকে দেখল জো। সরু চোখে ওকে মাপছে তারা। অফিস থেকে বেরিয়ে এল সে। হারপার'স স্টোরের দিকে পা বাড়াল। কেনাকাটা সেড়ে মাত্র বেরুচ্ছিল লরা, ওকে দেখতে পেয়ে খুশিতে উদ্ভাসিত হলো লরার চেহারা।

'ব্যথা কমেছে মনে হচ্ছে?' জিজ্ঞেস করল জো।

'কি করে বুঝলে?'

'খুঁড়িয়ে হাঁটছ না যেহেতু, কমেছে বলা যায়।'

হাসল লরা, গতদু'দিনের ঝিমধরা টাটানো ব্যথার কথা স্মরণ করল, হ্যাঁ, সে হিসেবে কমেছে বৈকি! হাঁটাচলায় খুব একটা অসুবিধে হচ্ছে না।

'একটা কাজ পেয়েছি আমি,' জানাল লরা।

'কোথায়?'

'ওয়াগনহুইল র‍্যাঞ্চে রাঁধুনীর কাজ। আজ সকালেই প্রস্তাবটি দিয়েছে মি. টাইলার। দুটো জামা কিনলাম, বাকিতে অবশ্য। মি. টাইলার হারপারকে বলে রাখবে বলেছিল। বলেনি। কিন্তু ওর র‍্যাঞ্চে কাজ করতে যাচ্ছি শুনে দোকানি আর আপত্তি করেনি।'

এ খবরে তীব্র প্রতিক্রিয়া হলো ক্যানাভানের মধ্যে। এতটা কল্পনাতেও আসেনি। অপ্রসন্নতার ছাপ পড়ল ওর চেহারায়। 'তুমি ভুলে

www.boiRboi.blogspot.com

গেলে নাকি তোমাদের ইউনিটায় আসতে বাধা দিয়েছিল কে?'

'না, ভুলিনি,' মাথা নিচু করে জবাব দিল লরা।

'তাহলে টাইলারের ওখানে কাজ করতে যাচ্ছ কিভাবে?'

'মিসেস এণ্ডারসনের সঙ্গে কথা বলেছি আমি, সে কোন কাজের সন্ধান দিতে পারেনি। অচিরেই কোন কাজ মিলবে কিনা তারও কোন নিশ্চয়তা নেই। তোমার যখন চাকরির খুব দরকার—নিরুপায় অবস্থা—তখন যা পাবে তাই করতে হবে তোমাকে।'

'তাই বলে তোমার স্বামীর হত্যাকারীর প্রস্তাবে রাজি হবে?'

'হ্যাঁ—এই জন্যে যে, ওয়াগনহুইলে থেকে আমি হয়তো সত্যি কথাটা জানতে পারব।'

'এটাই একমাত্র কারণ?'

'না, একমাত্র নয়, একটা কারণ। মূল কারণটা হলো প্রয়োজন—এছাড়া আমার আর উপায় নেই।'

'হেই, জো,' রাস্তার ওপাশ থেকে চেঁচিয়ে ডাকল নরম্যান। 'একটু এদিকে আসবে?'

ক্যানাভান সেদিকে তাকিয়ে, মাথা দুলিয়ে সায় দিল, লরার দিকে ফিরল আবার। ওয়াগনহুইলে কাজ করবে লরা, এটা ওর পছন্দ হচ্ছে না। কিন্তু ওর কি করার আছে তাও বুঝতে পারছে না।

'অন্য কোথাও কাজ করলে অনেক খুশি হতাম আমি,' বলল জো, কণ্ঠে অসন্তোষ।

'কেন?'

'কারণ টাইলার এমন ঝামেলায় পড়েছে শেষ পর্যন্ত নিজেই টিকতে পারবে কিনা সন্দেহ আছে।'

'আমি একজন রাঁধুনী মাত্র, জো। আমার সঙ্গে কোন অস্ত্র থাকে না। কারও পক্ষেও নেই আমি, আমার ভয় কি? তোমার বন্ধু অধৈর্য হয়ে পড়েছে তুমি যাও।'

'অপেক্ষা করুক সে,' বলল জো। 'ওখানে কখন যাচ্ছ?'

'ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই।'

মাথা নাড়ল জো। এখনও অস্বস্তি কাটাতে পারছে না। কিন্তু লরার মধ্যে কোনরকম জড়তা নেই। সে বলল, 'আমাকে দেখতে যেয়ো, জো। ওখানে যেতে তোমার কোন অসুবিধা না থাকলে আর কি···তোমার কাজ কতদূর এগোল?'

'টাইলার বলছে ওয়াগনহুইলের অর্ধেক আমার।'

এই দু'দিনের ঘটনা বলতে গিয়েও নিজেকে বিরত রাখল জো। অনেক কিছুই ঘটেছে—দু'বার হামলা হয়েছে ওর ওপর—একবার শহরে, আরেকবার পুরানো র‍্যাঞ্চহাউসে। শুনলে লরা হয়তো শঙ্কিত হয়ে পড়বে। তাছাড়া ওয়াগনহুইলের রাঁধুনী হিসেবে এসব তার না জানাই ভাল।

'সময় করে যাব, লরা,' অস্পষ্ট গলায় বলল জো।

'ঠিক আছে, এসো,' বলল লরা।

জামার প্যাকেটগুলো বুকের ওপর আঁকড়ে ধরে দৃঢ় পায়ে হেঁটে গেল লরা। পেছনে দাঁড়িয়ে খানিক দেখল জো। বিষণ্ণ একরকম অনুভূতিতে মনটা ছেয়ে গেল। রাস্তা পেরিয়ে নরম্যানের কাছে এল ও।

আন্তরিক অভ্যর্থনা জানাল বেন নরম্যান। 'ওয়াগনহুইলে তোমার কোন বিপদ হয়নি শুনে স্বস্তি লাগছে,' বলল সে। 'বড্ড দুশ্চিন্তায় ছিলাম। টাইলার সব হিসেব বুঝিয়ে দিয়েছে তো?'

'এখনও দেয়নি, তবে দেবে বলছে,' অকপটে বলল জো। টাইলার বলছে বটে ব্যাংককে সব হিসেবপত্র তৈরি করে ফেলতে বলেছে, কিন্তু ব্যাপারটা এখনও অস্পষ্ট রয়ে গেছে ওর কাছে।

'শোনো টাইলারের মিষ্টি কথায় ভুলো না। ভাল ভাল কথা বলে ভাঁওতা দিতে পটু লোকটা,' বলল নরম্যান। 'নিশ্চয়ই পুরানো চুক্তি মত কাজ করতে বলছে তোমাকে?'

'হ্যাঁ।'

'টাকা-পয়সার হিসেব-পত্র তৈরি হবার কথাও শুনিয়েছে নিশ্চয়ই?'

www.boiRboi.blogspot.com

'হ্যাঁ, শুনিয়েছে।'

'কিন্তু কোন টাকা পেয়েছ তুমি?'

'না, এখনও পাইনি।'

'পাবেও না,' মুখ ভেংচে বলল নরম্যান। 'টাইলার কেমন মানুষ জানতে চাও?'

কাঁধ ঝাঁকাল জো। 'জানতে আপত্তি নেই।'

'রাতে আমার র‍্যাঞ্চে এসো। বেসিনের আরও কয়েকজন র‍্যাঞ্চার থাকবে। লিগনাইট ক্রীক থেকেও কয়েকজন হোমস্টেডার আসবে। ওদের মুখেই শুনতে পাবে সব। আজ দুপুরে কি করছ?'

'শেরিফের সঙ্গে আমাদের পুরানো র‍্যাঞ্চহাউসে যাব।'

'কেন?'

র‍্যাঞ্চের ঘটনা খুলে বলল জো। নরম্যানের যা প্রতিক্রিয়া হবে মনে করেছিল তাই হলো। একহাত মুঠো পাকিয়ে অন্য হাতের তালুতে ঘুসি মারল সে। ঝাঁঝাল কণ্ঠে বলল, 'এরপর আর কি প্রমাণ চাও তুমি? কপাল ভাল এখনও বেঁচে আছ!'

'টাইলার বলছে, তার উইলে যে পাঁচজনের নাম ছিল, স্যাণ্ডি ক্রেটন তাদের একজন। তার মতে আমার ফিরে আসাটা সহজভাবে নিতে পারেনি ক্রেটন। সে জন্যেই আমাকে মেরে ফেলার চেষ্টা চালিয়েছে।'

'তোমাকে এসব বুঝিয়েছে সে? এ তো গাঁজাখুরি গল্প। আগডুম বাগডুম বলে দোষ ঢাকার চেষ্টা করছে।'

'লয়েড কিংকে জিজ্ঞেস করলেই তো এ ধরনের কোন উইল ছিল কিনা জানা যাবে।'

'লয়েড কিং তো ওরই সাফাই গাইবে। টাইলারের কাছ থেকে অনেক টাকার কাজ পাচ্ছে সে।'

আরও কিছুক্ষণ কথা হলো দু'জনের, তবে নরম্যানের মনোভাবের কোন পরিবর্তন হলো না···

দুপুরের খাবার সেরে শেরিফের অফিসে চলে এল জো। শেরিফ

অপেক্ষা করছিল। 'ড্যান গোমেজও যাচ্ছে আমাদের সঙ্গে,' জানাল সে।

ইউনিটা থেকে পুরো দুই ঘণ্টার পথ। মাঝ বিকেলে র‍্যাঞ্চহাউসে পৌঁছুল ওরা। উঠানে ঘোড়া বেঁধে রেখে ভিতরে ঢুকল। এখানে এক বিস্ময় অপেক্ষা করছিল ওদের জন্য। গুলি খেয়ে মেঝের যেখানে পড়েছিল স্যাণ্ডি সেখানে এখনও রক্ত জমাট বেঁধে আছে, কিন্তু লাশটা গায়েব।

শেরিফ চোখ কুঁচকে জো'র দিকে তাকাল। 'এর মানে কি, জো?'

'কেউ লাশটা সরিয়ে ফেলেছে,' বলল জো।

'ওর মৃত্যুর ব্যাপারে তুমি নিশ্চিত?'

'হ্যাঁ।'

গোমেজের দিকে তাকাল ওরা।

'কে লাশটা সরিয়েছে বুঝেছি আমি,' বলল গোমেজ। 'নাম জানতে চেয়ো না। আগে নিশ্চিত হই, তারপর তোমাদের জানাব।'

উঠানে বেরিয়ে এল জো। গোমেজের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'উইলে আর কার কার নাম ছিল?'

'চার্লি ফোর্ড, কিম এলিস, লুই মারডক—' জবাব দিল গোমেজ।

'এবং তুমি আর স্যাণ্ডি?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে ফোর্ড, এলিস কিংবা মারডক এই তিনজনের যে কোন একজন জানত স্যাণ্ডি এখানে আসছে।'

সায় দিল গোমেজ, পরমুহূর্তে খানিকটা ক্রোধের সঙ্গে বলল, 'ওরা ভাল, সৎ লোক। স্যাণ্ডিও খারাপ ছিল না, কিন্তু...'

'আমাকে কোন সুযোগই দেয়নি সে, ড্যান; ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে গুলি চালিয়েছিল।'

ঘুরে দাঁড়াল গোমেজ। 'সব শুনলে ওর জন্য তোমার করুণা হবে। অবশ্য এটা শুধু স্যাণ্ডির নয়, আমাদের সবারই কাহিনী। পঞ্চাশ পেরিয়ে গিয়েছিল স্যাণ্ডির বয়স। সারাজীবন কাউহ্যাণ্ডের কাজ করেছে। মাসে তিরিশ ডলার বেতন, এই আয়ে বিধবা বোন আর তিন ছেলেমেয়ের ভরণপোষণ করতে হত ওকে। যা কিছু সঞ্চয় সব গেছে ওদের পেছনে।

'মি. টাইলার উইল করায় হঠাৎ করেই ওর সামনে একটা সুযোগ এসেছিল। উইলের পাঁচজনের সেও একজন। তারমানে ক'বছর পরেই নিজস্ব একটা জায়গা হবে তার। যে স্বপ্ন ছিল ওর সারা জীবনের। আমাদের পরিককল্পনা ছিল—পাঁচজনে মিলে ওয়াগনহুইলকে পাঁচ ভাগ করে নেব। কিন্তু তুমি ফিরে আসায় আমাদের সব স্বপ্ন, সব পরিকল্পনা ধূলিসাৎ হয়ে গেল। এখন টাইলারের মৃত্যু হলে ওয়াগনহুইল পাবে তুমি। স্যাণ্ডি বা আমাদের কোন আশা নেই। এটা ওর জন্য বিরাট আঘাত হয়ে দেখা দিয়েছিল।'

'তোমার কাছেও, ড্যান?'

'হ্যাঁ, আমার কাছেও। আমি স্যাণ্ডির মত অস্ত্র তুলে নিইনি। কিন্তু স্বীকার করছি, ব্যাপারটা আমিও মেনে নিতে পারিনি। আমার জায়গায় তুমি থাকলেও পারতে না।'

'হয়তো পারতাম না। কিন্তু আমার জায়গায় তুমি থাকলে কি করতে?'

'জানি না...' নীরস গলায় বলল ড্যান গোমেজ। 'হয়তো নিজের হাতে আইন তুলে নিতাম—'

চোয়াল ঘষল শেরিফ বিল ওয়ালেস। 'ড্যান, এসব আমার ওপর ছেড়ে দাও। আরও কাজ আছে আমার।'

'দু'একদিনের মধ্যেই তোমার সঙ্গে আবার দেখা করব আমি,' বলল ড্যান গোমেজ। ক্যানাভানের দিকে ফিরল। 'আমার সঙ্গে ফিরবে তুমি?'

মাথা নাড়ল জো। 'না, দেরি হবে আমার।'

'টাইলারকে কি বলব?'

'বোলো, এখনও কোন সিদ্ধান্ত নিইনি আমি।'

ঘোড়ার দিকে এগোল ড্যান গোমেজ। ওয়াগনহুইলের পথ ধরল। শহরের দিকে রওনা হলো শেরিফ। পশ্চিমে, বেন নরম্যানের র‍্যাঞ্চের

www.boiRboi.blogspot.com

উদ্দেশে ঘোড়া ছোটাল জো। আজ রাতে একটা মীটিং হবার কথা ওখানে, দেখাই যাক লোকগুলো কি বলে।

সাত

শেষ বিকেলে নরম্যানের র‍্যাঞ্চে পৌঁছল জো, নতুন দু'জন লোকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়া হলো ওকে। নরম্যানের এখানে কাজ করে দু'জনই। এক জনের নাম এড ওয়াইলি, অন্যজন স্টু ক্যাডওয়েল। ওয়াইলির ব্যাপারে আগে থেকেই কৌতূহল ছিল জো'র, যে দু'জন রাইডার হেনরি টাইলার আর ওর বাবাকে রকি জর্জে শেষবারের মত একসঙ্গে দেখেছিল তাদের একজন সে। গুলির শব্দ শুনে ফিরে গিয়ে ফ্র্যাঙ্ক ক্যানাভানকে ওরাই গুলিবিদ্ধ অবস্থায় আবিষ্কার করে।

বেন নরম্যানের সায় পেয়ে সেদিনের ঘটনার বর্ণনা দিল এড ওয়াইলি। রাগী ধরনের চেহারা ওয়াইলির, দীর্ঘদেহী। মাথায় কাঁধ পর্যন্ত বাবরি চুল। শুকনো, ফ্যাসফ্যাসে কণ্ঠস্বর। চোখে উগ্র, অস্থির চাউনি।

'তখন,' বলে চলল সে। 'আমি আর মাইক ব্যানডন উত্তরে ভারডনের র‍্যাঞ্চে কাজ করতাম। সেদিন শহর থেকে ফিরছিলাম আমরা। রকি জর্জের চূড়ায় পৌঁছার পর পেছনে ফিরে টাইলার আর তোমার বাবাকে দেখলাম, মাইলখানেক দূরে ছিলাম, তবু চিনতে কষ্ট হয়নি।

'রকি জর্জ হচ্ছে একটা তেমাথা। ব্রিজের ওপর দিয়ে নদীর দিকে চলে গেছে একটা রাস্তা, ওটার নাম হাইব্রিজ রোড। বাকি দুটো রাস্তার একটা গেছে টাইলারের বাড়ির দিকে, আরেকটা তোমাদের। ব্রিজের

মাথায় সিগারেট ধরানোর জন্য থেমেছিলাম আমরা, পেছনে ফিরে দেখলাম রকি জর্জে পৌঁছেছে ওরা। এরপর আমরা আবার রওনা হই। মিনিটখানেক পরেই গুলির আওয়াজ এল কানে। লাগাম টেনে ঘোড়া থামিয়ে অপেক্ষা করলাম, কিন্তু আর কোন শব্দ হলো না। রকি জর্জের দিক থেকে ওই একটা গুলির শব্দই এসেছিল। মাইক তখন ব্যাপার কি দেখতে যেতে বলল। তেমন আগ্রহ না থাকলেও রিজ থেকে নেমে এলাম। উপুড় হয়ে পড়ে থাকা অবস্থায় দেখতে পেলাম তোমার বাবাকে, পাশেই দাঁড়িয়ে তার ঘোড়া। পেছন থেকে গুলি করা হয়েছিল ফ্র্যাঙ্ক ক্যানাভানকে।'

লম্বা দম নিল জো। 'রওনা হবার ঠিক এক মিনিট পরেই গুলির আওয়াজ পেয়েছিলে?'

'হ্যাঁ। মিনিট খানেকের বেশি হবে না,' বলল ওয়াইলি। 'সিগারেট ধরাতে যতক্ষণ লাগে আর কি!'

'রিজের ওপর থেকে টাইলার আর বাবাকেই দেখেছিলে? শেষ বিকেলে চিনতে ভুল হয়নি তো?'

'না। নতুন কালো টুপি ছিল দু'জনের মাথায়, শহর থেকে মাত্র কিনেছিল সেদিন। ওদের ঘোড়াও পরিচিত ছিল আমাদের। তোমার বাবা সাদা বুটিদার অ্যাপালুসা হাঁকাত আর টাইলার কালো স্ট্যালিয়ন।'

'আরেকজন লোকের ট্র্যাক নাকি ছিল ওখানে?'

উত্তর দিল বেন নরম্যান। 'না। অন্য ট্র্যাকটা তখন ছিল না। সম্ভবত ঘটনার পরে তৈরি করা হয়েছিল। তখনকার শেরিফ টাইলারকে বাঁচানোর জন্য কাজটা করেছিল বলে আমার ধারণা। ট্র্যাকটা সেই তৈরি করেছিল। কারণ বছর খানেক পরেই অবসর নিয়ে এল পাসোতে চলে যায় সে—আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস ওকে মোটা অঙ্কের ঘুষ দিয়েছিল টাইলার।'

'এখনও বেঁচে আছে সে?'

'না।'

www.boiRboi.blogspot.com

সরাসরি নরম্যানের দিকে তাকাল জো। 'আমাদের র‍্যাঞ্চে হামলার আগাম খবর তুমিই দিয়েছিলে, খবরটা কোত্থেকে শুনেছিলে?'

'শহরে টাইলারের এক লোকের কাছে। মাতাল ছিল, তার মুখ ফসকে কথাটা বেরিয়ে পড়ে। তোমার নাম ধরে বলেছিল ছোঁড়াটা আর ক'দিন মাত্র আছে ওয়াগনহুইলে...তারপর মাকে সহ সরিয়ে দেওয়া হবে ওকে...'

সিগারেট রোল করে ধরাল জো। লম্বা একটা টান দিল। নিজের ওপর বিরক্ত বোধ করছে। এখনও এত প্রশ্ন করে চলেছে কেন সে? এত ছিদ্র খোঁজারই বা কি হলো?

সাপারের আগেই ফিরে এল মেরিলিন। আগের দিনের মত আজও ডিভাইডার রাইডিং স্কার্ট পরেছে সে। আঁটোসাঁটো সোয়েটারের ওপরে জ্যাকেট চাপিয়েছে। পায়ে উঁচু হিলঅলা বুট। চেহারায় বাড়তি লাবণ্য ফুটে উঠেছে। সাপারের পর পরই অতিথিরা আসতে শুরু করায় মেরিলিনের সঙ্গে আর গল্প করার সুযোগ হলো না। অভ্যাগতদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হলো ওকে। রাস ভারডন, উত্তরের র‍্যাঞ্চ মালিক। কার্ল অর্ডে আর স্যাম রাসেলের র‍্যাঞ্চ দক্ষিণে। আর টেড ওভারফিল্ড এসেছে টেম্পল মাউন্টেনের ওধার থেকে, ডানকান মেসায় তার ডাবল জ্যাক র‍্যাঞ্চ। শহর থেকে এসেছে তিনজন, ওয়াগনহুইলের দক্ষিণ সীমান্তের লিগনাইট ক্রীকের হোমস্টেডার এরা। এদের দু'জনকে আগেই দেখেছে জো, একবার শেরিফের অফিসে, আরেকবার নাপিতের দোকানের সামনে বেন নরম্যানের সঙ্গে আলাপ করার সময়।

জো ও নরম্যানসহ মোট দশজন, এতগুলো লোক একসঙ্গে অপরিসর পার্লারে ঢোকায় ঠাসাঠাসি অবস্থার সৃষ্টি হলো। মীটিঙের নির্দিষ্ট কোন আলোচ্য বিষয় নেই। তবে বোঝা যাচ্ছে, ওয়াগনহুইলের বিরুদ্ধে কিছু বলতেই এসেছে সবাই। আলোচনা শুরু হলে দেখা গেল; শুধু টাইলার নয়, তার হয়ে যারা কাজ করে কিংবা তার প্রতি যারা সহানুভূতিশীল, তারাও আক্রমণ থেকে রেহাই পাচ্ছে না। টাইলারের

www.boiRboi.blogspot.com

বিরুদ্ধে অনেক বিষোদগার হলো, স্ট্যাম্পীড প্রসঙ্গেও প্রচুর গরম বক্তব্য রাখা হলো।

'টাইলারের লোকেরাই স্ট্যাম্পীড করিয়েছে,' বলল বিল হানিকাট। লিগনাইট ক্রীকের হোমস্টেডার সে, শেরিফের অফিসে দেখা দু'জনের একজন। 'অবশ্য ঘটালে কি আসে যায়—কাউকে কি আর তোয়াক্কা করে ওরা?'

'টাইলারই স্ট্যাম্পীড ঘটিয়েছে নিশ্চিত হচ্ছ কিভাবে?' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল বেন নরম্যান।

'কারণ আমরা অকুস্থলে ছিলাম। নিজের চোখে দেখেছি ওদের।'

উত্তেজনাকর নীরবতা নেমে এল কামরায়।

'সব খুলে বলো দেখি,' চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল নরম্যান। 'কি দেখেছ তোমরা?'

'যা ঘটেছে। কি, মার্শ, দেখিনি?' পাশ ফিরে জিজ্ঞেস করল হানিকাট। সায় দিল আর্থার মার্শ, শেরিফের অফিসে দেখা অপর হোমস্টেডার। 'হ্যাঁ। কাছে যাইনি তবে শোনা যায় এমন দূরত্বে ছিলাম আমরা। ওদের চিৎকার, গুলির আওয়াজ সব শুনেছি।'

অভ্যাগতদের আড়চোখে একবার দেখে নিয়ে হোমস্টেডার দু'জনের দিকে ফিরল নরম্যান। 'এতরাতে ওখানে কি করছিলে তোমরা? লিগনাইট ক্রীক থেকে অন্তত ছয় মাইল দূরে স্ট্যাম্পীডের ঘটনাটা ঘটেছে।'

'পাহারা দিচ্ছিলাম,' বলল হানিকাট। 'অনেক রাতে লিগনাইট ক্রীক ঘেঁষে কয়েকজন ঘোড়সওয়ার যাচ্ছে দেখে, আমাদের সন্দেহ হয়—এত রাতে দলবেঁধে কোথায় যাচ্ছে ওরা? তাই পিছু নিয়েছিলাম। অনেকটা পথ এগোনোর পর যখন ফেরার কথা ভাবছি, তখন ওরা ক্যাম্প করল। ঘোড়া থেকে নেমে পা টিপে টিপে এগিয়ে গেলাম আমি। ষড়যন্ত্র করছিল ওরা। কিম এলিস, চার্লি ফোর্ড, গোমেজ—টাইলারও ছিল—আরও দু'জনকে দেখেছি যাদের নাম জানি না। খানিক বাদে উঠে পড়ে তারা।

আগুন নিবিয়ে রওনা দেয়। আমরাও পিছু নিই। লেইনারকে সাবধান করার কথা ভেবেছিলাম, কিন্তু সুযোগ মেলেনি। বড়সড় একটা গরুর পালের কাছে এসে, ওগুলোকে জড় করতে শুরু করল ওরা। তারপরই ঘটল স্ট্যাম্পীডের ঘটনা—'

গলা খাঁকারি দিয়ে নরম্যান বলল, 'তাই নাকি? শেরিফকে এক্ষুণি জানানো দরকার ব্যাপারটা।'

'জানিয়েছি,' বলল হানিকাট। 'কিন্তু কাজ হয়নি কোন। উল্টো আমাদের বলেছে, খোঁজ নিয়ে নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত আমরা যেন মুখ বন্ধ রাখি।'

'কি?' চেঁচিয়ে উঠল নরম্যান।

'এসব কাউকে জানাতে বারণ করেছে, আগে নাকি তদন্ত করে দেখবে সে।'

'তদন্ত না ছাই!' মন্তব্য করল একজন।

'সময় নষ্ট করতে চাইছে,' তেতো গলায় বলল নরম্যান। 'যত সময় যাবে স্ট্যাম্পীডের গুরুত্ব কমে যাবে। হানিকাটের সাক্ষ্যও তখন কোন কাজে আসবে না। আসলে জিম লেইলারের হত্যার বিচার করতে চাইছে না সে। কারণটা সোজা—এরসঙ্গে টাইলার জড়িত—'

নরম্যানের বক্তব্যের সঙ্গে একমত হলো সবাই: টাইলারকে বাঁচানোর জন্যই এরকম গড়িমসি করছে শেরিফ।

'কিন্তু এরকম একটা অন্যায় মুখ বুজে সহ্য করব কেন আমরা?' প্রশ্ন তুলল নরম্যান। 'উপযুক্ত সাক্ষী-প্রমাণ সব আমাদের হাতে আছে। টাইলার আর এবার নিস্তার পাবে না। শেরিফকে এভাবে নানা ছুতোয় সময় নষ্ট করার সুযোগ দেয়া যাবে না।'

ঘরে নীরবতা নেমে এল। সবার দৃষ্টি নরম্যানের ওপর স্থির।

'আমাদের উচিত,' চিৎকার করে বলল নরম্যান। 'শহর থেকে শেরিফকে ডেকে এনে তার মুখের ওপর এখনই আসল কথা শুনিয়ে দেয়া। আর টাইলারের শাস্তি দাবি করা। সে যেন কোন অজুহাত খাড়া

www.boiRboi.blogspot.com

করতে না পারে। আজই ব্যবস্থা নিতে হবে তাকে।'

রাস ভারডন উঠে দাঁড়াল। 'কি ব্যবস্থা নেবে সে?'

'পসি তৈরির প্রয়োজনীয় লোক এখানে আছে। সবাই মিলে ওয়াগনহুইলে যাব আমরা। শেরিফও যাবে আমাদের সঙ্গে। টাইলারসহ ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের গ্রেফতার করা হবে। শেরিফের ডেপুটি হিসাবে তাকে সাহায্য করব আমরা। কারও কোন আপত্তি আছে?'

নরম্যানের কণ্ঠস্বরের উত্তেজনা সংক্রমিত হলো কামরার সবার মাঝে। প্রথম প্রতিক্রিয়া হলো রাস ভারডনের। দ্রুত চেহারা পাল্টে গেল তার, চোখ-মুখ লাল হয়ে উঠল। হেনরি টাইলারকে আঘাত করার মোক্ষম একটা সুযোগ জুটেছে। মুষ্টিবদ্ধ হাত নেড়ে চিৎকার করে সে বলে উঠল, 'কিসের আপত্তি? এখানে অন্যায় কিছু দেখছি না আমি। আমাদের হাতে প্রমাণ আছে। বেন, আমি আছি তোমার সঙ্গে।'

'আমিও!' হুঙ্কার ছাড়ল অর্ডে।

রাসেলও যোগ দিল তার সঙ্গে, তারপর ওভারফিল্ড, বরফি আর তিন হোমস্টেডার।

বিজয়ী ভঙ্গিতে, উল্লসিত চোখে-মুখে ক্যানাভানের দিকে ফিরল নরম্যান। 'জো? তুমি?'

কি বলবে জো, চট করে ভেবে পেল না। ব্যাপারটা তার পছন্দ হচ্ছে না, মন সায় দিচ্ছে না কিছুতেই।

'জো?' ভ্রু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল নরম্যান, পরমুহূর্তেই সশব্দে হেসে উঠল। 'ধ্যাৎ! খামোকা ক্যানাভানকে জিজ্ঞেস করা! ওর বাবাকে হত্যা করে নির্বিঘ্নে পার পেয়ে গেছে টাইলার বিচার হয়নি কোন—স্ট্যাম্পীডের ঘটনায়ও টাইলার বেঁচে যাক, এটা কি চাইবে ও?'

ভারডনই হবে—পেছন থেকে এসে জোর পিঠ চাপড়ে দিল। অন্যরা চার পাশ থেকে ঘিরে ধরল ওকে। হাত মেলাতে শুরু করল। নরম্যানের কথাকেই ওরা চূড়ান্ত ধরে নিয়েছে, ওর জবাব শোনার প্রয়োজন বোধ করেনি। হঠাৎ ঘরের সবাই একসঙ্গে কথা বলতে শুরু করায় বাজারের

মত গমগম করছে এখন কামরা। চেঁচিয়ে সবার মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করল ক্যানাভান, কিন্তু কেউ তার কথা শুনছে বলে মনে হলো না। আবার চেঁচাল সে। এবার সবচেয়ে কাছের একজন শুনতে পেয়ে ফিরে তাকাল। বিস্মিত দেখাচ্ছে তাকে। আরও কয়েকজন খেয়াল করল এবার। আচমকা নীরবতা নামল ঘরে।

'কি হলো, জো?' অস্বস্তির সঙ্গে জিজ্ঞেস করল নরম্যান।

সবগুলো মুখের ওপর একবার নজর বোলাল জো, তারপর বলল, 'ব্যাপারটা আমার পছন্দ হচ্ছে না। কিছু লোক জোট বেঁধে নিজের হাতে আইন তুলে নেবে—তারপর আরেকটা দলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে—এতে আমার সায় নেই। শেরিফ তোমাদের সঙ্গে থাকুক, চাই সবাইকে ডেপুটি করুক কিন্তু, আমি এসবে নেই। আর এত তাড়াহুড়োর কি আছে? আজ রাতে না গিয়ে কাল সকালে গেলেও তো চলে। সকালে শেরিফকে সব খুলে বলে দ্রুত ব্যবস্থা নেয়ার দাবি জানালেই চলবে।'

'ছাই ব্যবস্থা নেবে সে,' সক্রোধে বলল নরম্যান।

'আমরা চাপ দিলে অবশ্যই নেবে। মার্শ আর হানিকাট শহরের সবাইকে আসল ব্যাপার খুলে বলবে। জানাজানি হয়ে গেলে ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হবে শেরিফ।'

ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল নরম্যান। 'ওয়ালেসকে চেনো না তুমি। টাইলারের লোক সে।'

'তাহলে ওকে সঙ্গে নিয়ে আর কি হবে? নাও যেতে পারে!'

'এমনি যেতে না চাইলে,' বলল ভারডন। 'অস্ত্রের মুখে বাধ্য করব!'

'তোমরা ভেবেছ বিল ওয়ালেস থাকলেই সেটা পসি হয়ে যাবে? কিছুতেই না। ইচ্ছের বিরুদ্ধে জোর খাটিয়ে তাকে সঙ্গী হতে বাধ্য করলে সেটাকে পসি বলা যায় কিভাবে? টাইলারের বিচার চাই আমি ঠিকই, কিন্তু সেটা আইন সঙ্গতভাবে হতে হবে।'

ঘর জুড়ে অস্বস্তিকর এক নীরবতা নেমে এল। জোর মনে হলো,

www.boiRboi.blogspot.com

দূরে কোথাও বুঝি চলে গেছে সে। খানিক আগের গমগম ভাবটা কানে বাজছে এখনও। কয়েকজনের চেহারায় সিদ্ধান্তহীন তার ছাপ পড়তে দেখল জো। 'আমি চাই—'

'না!' আর কিছু বলার আগেই গর্জে উঠল নরম্যান। 'একটা ব্যাপার শোনাও আমাদের, তোমাকে ঠিক কি প্রস্তাব দিয়েছে টাইলার? তাকে বাঁচাতে চাইছ কেন তুমি?'

'মোটেই তাকে বাঁচাতে চাইছি না,' শক্ত হয়ে উঠল জোর চোয়াল।

'তাহলে? টাইলারের অপরাধ প্রমাণ হতে কিছু বাকি আছে? ওর এতক্ষণে জেলে জায়গা হওয়ার কথা—'

'বেশ তো, কাজটা শেরিফকেই করতে দাও। নিজের হাতে আইন তুলে নিচ্ছ কেন?'

'শেরিফের আশায় হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকতে বলছ? তাহলে আর কোন দিনই টাইলার গ্রেফতার হবে না। তোমার বাবাকে খুন করার পর কিছু হয়েছিল তার? হয়নি! আবারও তাই হোক, এই চাও? টাইলার তোমাকে কি টোপ দিয়েছে বলো তো, কেন রক্ষা করতে চাইছ ওকে?'

নরম্যানের সঙ্গে সুর মিলিয়ে চেঁচিয়ে উঠল রাস ভারডন, 'হ্যাঁ, বলো আমিও জানতে চাই। বাবার হত্যাকারী জেনেও তাকে তুমি আড়াল করতে চাইছ কেন?'

ওভারফিল্ড এগিয়ে এল। 'হ্যাঁ, বলো কিসের লোভ দেখিয়েছে সে তোমাকে?'

কামরায় উপস্থিত সবাই আচমকা তার শত্রু হয়ে গেছে যেন, খানিক আগের বন্ধুসুলভ আন্তরিকতার ছিটেফোঁটাও নেই কারও চেহারায়। বাকিরাও এগিয়ে এল সামনে।

জো'র মুখোমুখি হলো নরম্যান, হেসে উঠল বিশ্রী শব্দ করে। 'আমি জানি। ওয়াগনহুইলের অর্ধেকটা ফেরত দেবার লোভ দেখিয়েছে ওকে টাইলার। গাধাটা ওর কথা বিশ্বাস করেছে। তাই কাগজপত্র তৈরি না

হওয়া পর্যন্ত টাইলারকে টিকিয়ে রাখতে চাইছে। এরকম একটা র‍্যাঞ্চের লোভ সামলানো মুশকিল—ন্যায়-অন্যায় বোধ ভেসে যাওয়াই স্বাভাবিক।'

'তা হবে কেন? আইনের প্রতি এখনও শ্রদ্ধা আছে বলেই তোমাদের নিষেধ করছি। নিজের হাতে আইন তুলে নিয়ো না,' বলল জো।

'টাইলার তোমাকে অর্ধেকটা দেবার প্রস্তাব দিয়েছে কিনা, বলো।'

'সেটা কোন ব্যাপার নয়, আমি—'

'যা জিজ্ঞেস করছি আগে তার জবাব দাও।' হুঙ্কার ছাড়ল নরম্যান। 'তোমাকে ওয়াগনহুইলের অর্ধেকটা দেবে বলেনি টাইলার?'

'বাবার সঙ্গে চুক্তি ছিল—'

'রাখো তোমার চুক্তি! তোমাকে কিনল কিভাবে ও?'

সবাইকে একবার দেখল জো। এখন এরা কেউই যুক্তির কথা শুনবে না। ওদেরকে খেপিয়ে তুলেছে নরম্যান। ওরা বিশ্বাস করতে শুরু করেছে যে ওয়াগনহুইলের অর্ধেক মালিকানার বিনিময়ে বিক্রি হয়ে গেছে ও। ওয়াগনহুইলে হামলা চালানোর হঠকারী পরিকল্পনা থেকে বিরত রাখা যাবে না এদের, তবু চেষ্টা চালাল সে।

'টাইলারের সঙ্গে আমার কোন চুক্তি হয়নি,' ধীর গলায় বলল সে, 'এখনও জানি না—'

'রাস, ওর পিস্তলটা নিয়ে নাও,' মাঝপথে ওকে থামিয়ে হুকুম দিল নরম্যান। 'ওকে আমাদের দরকার নেই। আমাদের সমর্থন করে না এমন কাউকে সঙ্গে নেব না আমরা।'

এগিয়ে এল রাস ভারডন, হাত বাড়িয়ে এক ঝটকায় জো'র হোলস্টার থেকে পিস্তল তুলে নিল। পিস্তল উঁচিয়ে পিছু হটল। ঝড়ো হাওয়ার মত নিঃশ্বাস পড়ছে তার, লাল চেহারা ঘামে ভিজে গেছে।

'ওকে বেঁধে রাখলেই ভাল হবে,' বলল নরম্যান। 'নইলে টাইলারকে সতর্ক করে দেবে। ঝুঁকি নেব না আমরা। যে কোন একটা কামরায় নিয়ে বেঁধে রাখো ওকে। ওর পিস্তলটা আমাকে দাও।'

www.boiRboi.blogspot.com

নরম্যানের হাতে পিস্তল তুলে দিয়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল যেন রাস ভারডন। অর্ধবৃত্তাকারে জোকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে সবাই। পেছনে নিরেট দেয়াল।

নরম্যান বলল, 'দড়ি নিয়ে আসছি আমি।' রান্নাঘরের দিকে রওনা হলো সে। পেছন থেকে তাকে ডেকে সামনে এগিয়ে গেল জো। সরে গিয়ে পথ করে দিল লোকগুলো। অপেক্ষা করছে নরম্যান। ওর কাছে গিয়ে দাঁড়াল জো। বুঝতে পারছে, এখান থেকে বেরুতে চাইলে যা করার এখনই করতে হবে। আচমকা কাঁধের ধাক্কায় নরম্যানকে ফেলে দিয়ে দরজার দিকে ছুটল সে, ডাইভ দিল রান্নাঘরের দরজা লক্ষ্য করে। কিন্তু আচমকা ওর সামনে দেয়াল হয়ে দাঁড়াল এক লোক, রান্নাঘরের দরজার ওপাশে আত্মগোপন করেছিল সে। এখানকার কথা শুনছিল। এড ওয়াইলি।

ওয়াইলির হাতের পিস্তলটা সজোরে জো'র মাথা লক্ষ্য করে নেমে এল, কানের ঠিক ওপরে, মাথার বাঁ দিকে লাগল আঘাতটা। টলে উঠল জো, পড়ে যাচ্ছে, প্রাণপণে অন্ধের মত ওয়াইলিকে পথ থেকে সরানোর চেষ্টা করল। কিন্তু দ্রুত অন্ধকার হয়ে এল চারপাশ, দুলছে সবকিছু। হাঁটু ভেঙে পড়ে গেল সে। উঠে বসার চেষ্টা করল, পারল না। আরেকটা আঘাতে মুছে গেল সব কিছু, নিকষ অন্ধকার গ্রাস করল ওকে।

আট

ক্যানাভানকে পেছনে শোবার ঘরে নিয়ে এল ওরা। বিছানায় শুইয়ে চটপট হাত-পা বেঁধে ফেলল। ঘর থেকে বেরুনোর আগে জানালাগুলো

ঠিক মত বন্ধ আছে কিনা নিশ্চিত হয়ে নিল নরম্যান। বাইরে এড ওয়াইলিকে পাহারায় থাকার নির্দেশ দিয়ে বলল, 'মেরিলিন ভেতরে যেতে চাইলে বাধা দেবে না, কোন প্রশ্ন করারও দরকার নেই।'

নরম্যানের এই নির্দেশের অর্থ বোঝে এড ওয়াইলি। ক'দিন বাদে ক্যানাভানই হবে ওয়াগনহুইলের মালিক। মেরিলিনকে ওর সঙ্গে বিয়ে দিতে পারলে তার সব সমস্যা মিটে যায়। কিন্তু মেয়েকে কতটুকু চেনে নরম্যান? নিজের স্ত্রীর কথা ভুলে গেছে? মেয়ের মধ্যেও যে মায়ের স্বভাবের ছাপ ফুটে উঠছে ক্রমে, সেটা কি বুঝতে পারছে না? মনে হয় না। মেরিলিন সম্বন্ধে নরম্যানের চেয়ে অনেক বেশি খোঁজ-খবর রাখে এড, আর যাই হোক এই মেয়েকে দিয়ে সংসার হবে না।

রাস ভারডনকে নিয়ে পারলারে ফিরে এল নরম্যান। 'এখনই শেরিফের কাছে যাব আমরা—তোমরা তৈরি হয়ে নাও,' বলল নরম্যান, 'মেরিলিনকে একটা কথা বলে আসছি আমি।'

পোর্চে পায়চারি করছিল মেরিলিন। পারলারের সব ঘটনা শুনেছে সে। ক্যানাভানকে বেঁধে রাখাটা পছন্দ হচ্ছে না তার। বাবার ওপর মেজাজ চড়ে যাচ্ছে। এত তাড়াহুড়োর কি দরকার ছিল?

'এটা কি করলে?' নরম্যানকে দেখা মাত্র জিজ্ঞেস করল সে। 'আমাদের মেহমান ও, ওর সঙ্গে এরকম আচরণ করা খুব অন্যায় হয়েছে, বাবা। দু'তিন দিন পর এমনিতেই আমাদের পক্ষে চলে আসত ও। সব গুবলেট করে দিলে তুমি।'

'দু'তিন দিন দেরি করার উপায় নেই,' বলল নরম্যান। 'এমন একটা রাতের জন্যে অনেকদিন ধরে অপেক্ষা করে আছি আমি। এতদিনে কায়দা মত পাওয়া গেছে টাইলারকে। ওর বিরুদ্ধে সাক্ষী-প্রমাণ খাড়া, এখন যে কোর্টেই মামলা উঠুক, মাফ পাবে না। পসি নিয়ে ওকে গ্রেফতার করতে যাচ্ছি আমরা।'

'গ্রেফতার না, বলো মারতে যাচ্ছ। গ্রেফতারে বাধা দিয়েছে—এই অজুহাতে তোমরা তাকে হত্যা করবে!' ঝাঁঝের সঙ্গে বলল মেরিলিন।

'হয়তো,' বলল নরম্যান। অন্ধকারে চাপা হাসল, মেরিলিন ঠিক ধরেছে ঘটনাটা তো এভাবেই ঘটবে! টাইলারকে গ্রেফতার করতে যাচ্ছে কে!

'তারপর কি ঘটবে জানো?' অসন্তোষের সঙ্গে বলল মেরিলিন। 'ওয়াগনহুইলের উত্তরাধিকারী হবে ক্যানাভান, আর আজকের ঘটনার জন্য আজীবন তোমাকে ঘৃণা করবে সে।'

'হয়তো ক্যানাভানই উত্তরাধিকারী হবে,' বলল নরম্যান। 'যদিও ওর কাছে কাগজপত্র বলে কিছু নেই। কিন্তু আমাকে ঘৃণা করবে কেন? আমি তো ওর উপকারই করতে চাইছি। ছোঁড়া বুঝতে পারছে না...যাহোক, আমাকে ঘৃণা করলে তো তোমাকেও...'

'না, আমাকে ঘৃণা করবে না,' বলল মেরিলিন।

'এত নিশ্চিত হচ্ছ কি করে?'

রহস্যময় হাসি হাসল মেরিলিন। 'ও একজন পুরুষ আর আমি মেয়ে—'

'বুঝলাম, কিন্তু বোঝাপড়ার জন্য সময়ের দরকার আছে না?'

'না, আমাকে সাধারণ মেয়ে ভেবেছ?'

'না। শোনো, ওয়াইলিকে বলে রেখেছি, ইচ্ছে করলেই ক্যানাভানের কাছে যেতে পারবে তুমি। ওকে সাহায্য করতে চাইছ বোঝাতে পারলে—'

হাসল মেরিলিন। 'তুমি বড় পিচ্ছিল মানুষ, বাবা, তোমার কাছ থেকে এখনও অনেক কিছু শেখার আছে আমার।'

'দেখিস ওর কাছে উল্টে বোকা বনে যাস না যেন।'

'আরে না, তেমন কিছু ঘটবে না,' বলল মেরিলিন।

নড়ে উঠল জো। অস্পষ্ট শব্দ বেরুল গলা দিয়ে। হাত নাড়ার চেষ্টা করল, পারল না। মাথাটা কেমন ভোঁতা হয়ে আছে, শিরাগুলো লাফাচ্ছে দপদপ করে, তীব্র ব্যথা আচ্ছন্ন করে রেখেছে তাকে। হঠাৎ ওর কপালে

www.boiRboi.blogspot.com

এক টুকরো ভেজা কাপড় চেপে ধরল কে যেন। অন্ধকারে ফিসফিসে কণ্ঠস্বর কানে এল: 'খুব যন্ত্রণা হচ্ছে? আমাকে বলো—আমি কি করতে পারি, বলো।'

ঝুঁকে এল কণ্ঠস্বরের মালিক, আলতো করে চুমু খেলো গালে, তারপর আবার সরে গেল। পরিচিত একটা সুবাস পেল জো। চট করেই মনে পড়ে গেল নামটা। অস্ফুট স্বরে উচ্চারণ করল, 'মেরিলিন!'

কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে মেরিলিন বলল, 'শ্‌শ্‌…। আমি এখানে এসেছি জানাজানি হলে বিপদ হবে।'

চোখ মেলে অন্ধকার ছাড়া কিছুই দেখল না জো। খানিক বাদে কিছুটা স্বাভাবিক হয়ে এল নজর, ঘরের কোণে ড্রেসারের ওপর কমজোরি একটা বাতি জ্বলছে। বিছানায় শুয়ে সে, পাশে মেরিলিন বসে আছে।

ওর কাঁধে হাত রাখল মেরিলিন, ফিসফিসিয়ে বলল, 'জো, নোড়ো না, কোন শব্দ কোরো না।'

'আমার হাতের বাঁধন খুলে দাও,' বলল জো।

অমত করল না মেরিলিন, ঝুঁকে কবজির গিঁট খোলার চেষ্টা করল।

'ওরা কোথায়?' চাপা স্বরে জিজ্ঞেস করল জো।

'বাবা আর ভারড়ন শেরিফকে আনতে শহরে গেছে। বাকি সবাই পোকার খেলছে। এদিকেও খেয়াল আছে ওদের, মাঝে মাঝে কেউ না কেউ এসে ঘুরে যাচ্ছে।—আমি গিঁট খুলতে পারছি না।'

'আমার পকেটে ছুরি আছে দেখো,' বলল জো। 'তোমার দিকেই।'

ছুরি বের করে হাতের বাঁধন কাটা শুরু করল মেরিলিন। মাঝে একবার দরজার কাছে গিয়ে কান পাতল, মিনিটখানেক অপেক্ষার পর দ্রুত আবার ফিরে এল বিছানার কাছে। 'শোনো,' ফিসফিসিয়ে বলল সে, 'হলরুমের পাশের ঘরটা আমার, ওখানে পৌঁছাতে পারলে তোমার আর কোন ভয় নেই। আমার ঘরে আসার সাহস হবে না কারও।'

পায়ের বাঁধন কাটা হলে উঠে বসল জো। হঠাৎ মাথাটা কেমন চক্কর

www.boiRboi.blogspot.com

দিয়ে উঠল, বন বন ঘুরছে যেন দুনিয়া! কিছুক্ষণ চোখ বুজে থাকার পর খানিকটা সুস্থ বোধ করল। মনে হলো, উঠে দাঁড়াতে পারবে এবার। একহাতে মেরিলিনের কাঁধে ভর দিয়ে আরেক হাতে ওর কোমর জড়িয়ে ধরল ও উঠে দাঁড়ানোর জন্য।

'রেডি?' ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল মেরিলিন।

'হ্যাঁ, যা হবার হোক,' বিড়বিড় করল জো।

বাইরে এসে করিডর ধরে হলরুমের দরজা পর্যন্ত হেঁটে এল ওরা। হলরুমের ভিতরটা একবার উঁকি দিয়ে দেখে নিল মেরিলিন। ঘাড় ফিরিয়ে ইশারা করল জোকে। এগোল জো। কেউ বাধা দিল না ওদের। পথ দেখিয়ে ওকে শোবার ঘরে নিয়ে এল মেরিলিন।

মেরিলিনের দিকে তাকাল জো। এই অন্ধকারে ওর চেহারা পরিষ্কার দেখা গেল না, মনে হলো হাসছে। হঠাৎ মনটা কেমন খুঁত খুঁত করতে লাগল জো'র। সব কিছু কেমন যেন সহজেই ঘটে গেল। পথে বাধা দিতে এল না কেউ, হলরুমের দরজা খোলা, কোন পাহারাও নেই। এখনও মেরিলিনের কাঁধে ভর দিয়ে আছে সে। কাছে টানল ওকে। প্রতিবাদ করল না মেরিলিন, বরং দু'হাতে ওর গলা জড়িয়ে ধরল, চুমু খাবার জন্য এগিয়ে দিল ঠোঁট। দীর্ঘ সময় ধরে, গভীর চুমু খেলো ওরা। তারপর নিজেকে সরিয়ে নিল মেরিলিন।

অস্পষ্ট হাসির তরঙ্গ তুলে বলল সে, 'তোমাকে নিয়ে কি যে করি!'

দেয়ালের গায়ে জানালার আবছা কাঠামোটা দেখতে পেল জো। এ-পাশে বিছানার অস্পষ্ট অবয়বটাও চোখে পড়ছে; সাদা চাদর বিছানো। শরীর জুড়ে, থরথর কাঁপুনিটা এখনও রয়ে গেছে, টের পেল জো। মেরিলিনকে আবার বুকে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করছে, কিন্তু ভেতর থেকে ওকে সতর্ক করে দিল কেউ। কেটে পড়ো, জো! কেটে পড়ো! খুঁড়িয়ে জানালার কাছে এসে দাঁড়াল ও। বাইরের উঠানে চোখ রাখল। জোছনা নেই, আঁধারে ডুবে আছে উঠান।

ওর পেছনে এসে দাঁড়াল মেরিলিন, বাহু আঁকড়ে ধরল। 'চলে

এসো, কেউ দেখে ফেলবে।'

'দেখবে না, কেউ নেই ওদিকে,' বলল জো।

'হঠাৎ কেউ এসে পড়তে পারে—'

মেরিলিনের দিকে ফিরল জো। 'মেরিলিন, বাবার ওপর তোমার প্রভাব কেমন?'

'মোটামুটি। কেন বলো তো?'

'তোমার বাবাকে বোঝানোর চেষ্টা করো। ওকে বলো, ওয়াগনহুইলে হামলার পরিকল্পনা বাদ দিতে। পাগলামি করছে সে।'

'শেরিফ যদি ওদের সঙ্গে যায়—'

'শোনো, ওয়াগনহুইলে আক্রমণ করতে যাচ্ছে ওরা। শেরিফকে সঙ্গে যেতে বাধ্য করবে। শেরিফের কিছুই করার থাকবে না। তোমার বাবার পাগলামির কারণে অহেতুক কিছু লোক প্রাণ হারাবে। ওকে থামাও, মেরিলিন!'

'চেষ্টা করব।'

'চেষ্টা না, জোর খাটাতে হবে। ওকে ঠেকাতে সম্ভব সব কিছু করতে হবে তোমাকে। আমি ফিরে এসে—' জানালার বাইরে পা বাড়িয়ে দিল সে।

পেছন থেকে ওর কাঁধ খামচে ধরল মেরিলিন। 'জো,' চেঁচিয়ে উঠল সে, 'যেয়ো না!'

ঝাড়া দিয়ে কাঁধের ওপর থেকে হাত সরিয়ে দিল জো। 'ছাড়ো! আমি যাচ্ছি!'

দু'হাতে জানালার চৌকাঠ ধরে পুরো শরীরটা বের করে আনছে, হঠাৎ লাথি দিয়ে দরজা ভেঙে ভিতরে ঢুকল কে যেন। এতক্ষণ দরজার ওপাশে সম্ভবত আড়ি পেতে ছিল লোকটা। মেরিলিনের চিৎকার শুনে দরজা ভেঙে ভিতরে ঢুকে পড়েছে। ঘাড় ফিরিয়ে ছায়ামূর্তির মত লোকটাকে এক ঝলক দেখল জো। চেঁচিয়ে উঠল মেরিলিন। 'না, এডি! গুলি কোরো না!' গুড়ুম গর্জন ছাড়ল এড ওয়াইলির পিস্তল। কিন্তু

www.boiRboi.blogspot.com

জানালা থেকে লাফিয়ে পড়েছে জো আগেই।

পা মাটি ছোঁয়া মাত্র কোরালের অস্পষ্ট ঘোড়ার সারি লক্ষ্য করে ছুটল সে।

পেছন থেকে আরও কয়েক রাউণ্ড গুলি ছুঁড়ল ওয়াইলি। পোর্চ থেকেও গুলি চালাল কেউ। অন্ধকার, আর তাড়াহুড়োর কারণে নিশানা ঠিক হলো না কারুরই, ফসকে গেল সবক'টা গুলি।

কোরাল থেকে ঘোড়া নিয়ে সোজা পুব দিকে ওয়াগনহুইলের উদ্দেশে ছুটল জো।

রাতে ওয়াগনহুইলে পাহারার ব্যবস্থা থাকবে, র‍্যাঞ্চহাউসের উঠানে পৌঁছে আচমকা কথাটা খেয়াল হলো জো'র। ঘোড়ার রাশ টানল। পাহারাদারকে খুঁজে বের করতে হবে, নইলে শত্রু ভেবে গুলি করে বসতে পারে! অন্ধকারে ডুবে থাকা ঘরবাড়ির ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বোলাল ও। পোর্চের বাঁ দিকে অস্পষ্ট একটা নড়াচড়া চোখে পড়ল। রাইফেল বাগিয়ে ধরে পোর্চের কিনারায় এসে দাঁড়াল লোকটা।

'ক্যানাভান নাকি?' জিজ্ঞেস করল সে।

'হ্যাঁ।'

'দরজা খোলা আছে, ভেতরে চলে যাও। কালকের সেই ঘরেই তোমার শোবার ব্যবস্থা হয়েছে।'

'টাইলারকে ডাকো।' বলল জো।

'কেন?'

'দরকার আছে, বাঙ্কহাউসের ওদেরও ডেকে তোলো। মেহমান আসছে এখানে।'

কথা না বাড়িয়ে বাড়ির ভিতরে ঢুকে পড়ল লোকটা। কোরালে এসে ঘোড়া থেকে নামল জো। পাহারাদারের হাঁকডাক ভেসে আসছে বাড়ির ভেতর থেকে। একটু পর টাইলারের ঘরে আলো জ্বলল। দরজা খোলার শব্দ হলো। বাঙ্কহাউসের জানালায়ও আলোর আভা দেখল জো। ঘোড়া

বেঁধে রেখে র‍্যাঞ্চহাউসের দিকে এগোল সে। হঠাৎ অন্ধকার ফুঁড়ে উদয় হলো ড্যান গোমেজ।

'ব্যাপার কি, জো?' জিজ্ঞেস করল সে। 'কি হয়েছে?'

'বলছি, ভিতরে চলো,' বলল জো। গোমেজ আর প্রশ্ন করল না। নীরবে অনুসরণ করল ওকে।

পোর্চেই টাইলারের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। খালি গা, শুধু প্যান্ট পরে বেরিয়ে এসেছে : উদ্বিগ্ন চেহারা।

'কিসের মেহমানের কথা শুনলাম?' জিজ্ঞেস করল সে।

মাথা দোলাল জো। 'ভিতরে চলো, বলছি।'

ভিতরে ঢুকল ওরা।

'শেষ পর্যন্ত হয়তো নাও আসতে পারে ওরা,' বলল জো। 'তবে সম্ভাবনাটা পুরোপুরি নাকচ করে দেওয়াও ঠিক হবে না।'

'ওরা কারা?'

'নরম্যান আর তার দলবল।'

শক্ত হয়ে গেল টাইলার। 'কেন?'

'তোমাকে গ্রেফতার করতে, সঙ্গে সম্ভবত শেরিফও থাকবে।'

'আমাকে গ্রেফতার করবে?'

'হ্যাঁ। হানিকাট আর মার্শ নামে দু'জন লোক সাক্ষী দিয়েছে—স্ট্যাম্পীডের সময় ওরা নাকি তোমাকে দেখেছে।'

ইতিমধ্যে বাঙ্কহাউস থেকে কাউহ্যাণ্ডরা এসে ভিড় জমিয়েছে ঘরে, প্রায় সবার হাতেই রাইফেল, শুধু গানবেল্ট পরে তড়িঘড়ি হাজির হয়েছে কয়েকজন। নরম্যানের র‍্যাঞ্চে বেসিনের খুদে র‍্যাঞ্চারদের মীটিং, সেখানে ওয়াগনহুইলে হামলার সিদ্ধান্ত—টাইলারকে সব জানাল জো।

'ওয়ালেসকে আনতে পারবে না ওরা, বুদ্ধিমান লোক সে,' বলল টাইলার। 'নরম্যানের ফাঁকি ঠিক ধরে ফেলবে।'

'জোর করে শেরিফকে আনবে ওরা,' বলল জো।

www.boiRboi.blogspot.com

কপালে ভাঁজ ফেলে এক মুহূর্ত চিন্তা করল টাইলার, তারপর বলল, 'হানিকাট আর মার্শ মিথ্যে বলেছে জো। স্ট্যাম্পীডের সঙ্গে আমরা জড়িত নই।'

'স্ট্যাম্পীডের সময় তোমাকে নাকি দেখেছে ওরা,' বলল জো। 'এলিস, চার্লি ফোর্ড আর ড্যান গোমেজের নামও বলেছে। আরও দু'জনের জড়িত থাকার কথা বলেছে, তবে তাদের নাম বলতে পারেনি।'

'মিথ্যে কথা,' তীক্ষ্ণ গলায় বলল গোমেজ। 'ডাহা মিথ্যে কথা!' পাশে দাঁড়ানো দীর্ঘদেহী, বিষণ্ণ চেহারার এক কাউহ্যাণ্ডকে ঠেলা দিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'চার্লি, সে রাতে কোথায় ছিলে তুমি, বলো।'

'র‍্যাঞ্চেই ছিলাম। র‍্যাঞ্চ হাউসে পোকার খেলেছি,' বলল চার্লি ফোর্ড। 'কিমও ছিল আমাদের সঙ্গে।'

'আমিও র‍্যাঞ্চে ছিলাম,' জোর গলায় বলল গোমেজ। 'ওদের সঙ্গে খেলিনি, একটু আগে ভাগেই ঘুমোতে গিয়েছিলাম সেদিন।'

সোজা হয়ে দাঁড়াল টাইলার। 'হানিকাট, মার্শ, ওরা কেউই হোমস্টেডার নয়। লিগনাইট ক্রীকে জমি ফাইল করেছে, কিন্তু চাষাবাদ করেনি। এমনি ফেলে রেখেছে। আমার এখন সন্দেহ হচ্ছে, স্ট্যাম্পীডটার জন্য ওরাই দায়ী। কিন্তু স্রেফ সন্দেহ দিয়ে তো আর কিছু করা যাবে না! ভাবছি, শহরে গিয়ে শেরিফের কাছে ধরা দেব।'

'কি?' বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠল গোমেজ।

'নরম্যানের মতলব আমি বুঝেছি। গ্রেফতার ট্রেফতার কিছু না—ওটা ওয়াগনহুইলে চড়াও হবার একটা উসিলা মাত্র। কিন্তু আমি জেলে থাকলে আর সেই সুযোগ পাবে না নরম্যান। আমি শহরে গেলে ওয়াগনহুইলের সমস্ত দায়িত্ব তোমাকে নিতে হবে, জো। ওরা হামলা চালালে কি করবে তুমি?'

'আমি—আমি কি করব মানে?' বিহ্বল জো।

'হ্যাঁ, কি করবে তুমি? ওয়াগনহুইলের অর্ধেক তোমার, আমার

অনুপস্থিতিতে নিয়ম অনুযায়ী তোমাকেই র‍্যাঞ্চের দায়িত্ব নিতে হবে—'

'কিন্তু।'

'র‍্যাঞ্চের পুরো দায়িত্ব তোমাকে দিয়ে যাচ্ছি আমি। তোমরা শুনেছ?' কাউহ্যাণ্ডদের জিজ্ঞেস করল টাইলার।

'হ্যাঁ,' জবাব দিল গোমেজ।

জো'র ওপর স্থির তার দৃষ্টি, ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে আছে সে।

বড় করে দম নিল জো, দাঁড়াল সোজা হয়ে। ধীর গলায় বলল, 'ওদের অভ্যর্থনা জানানোর সব ব্যবস্থা করব আমরা।'

বিড়বিড় করে টাইলার উচ্চারণ করল, 'ঘোড়ায় স্যাডল চাপাচ্ছি আমি, রেঞ্জের ওপর দিয়ে যাব, তাহলে ওদের সামনে পড়ার ঝুঁকি থাকবে না। শহরে পৌঁছে সোজা শেরিফের কাছে যাব। তাকে না পেলে অপেক্ষা করব, তোমরা চিন্তা কোরো না।' দরজার-কাছে গিয়ে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল একবার, বলল, 'সতর্ক থেকো, জো!'

নয়

ঘর জুড়ে অস্বস্তিকর নীরবতা। সবার থমথমে চেহারায় উত্তেজনা। ড্যান গোমেজ মাথার টুপিটা পেছনে ঠেলে দিয়ে বলল, 'আমরা এখন কী করব জো?'

'বাইরে পাহারা দিচ্ছে ক'জন?' জিজ্ঞেস করল জো।

'শুধু লিনডেন সোল।'

'ওকে নিয়ে বার্নে চলে যাও,' বলল জো। 'এখান থেকেও অর্ধেক লোক নিয়ে যাও সঙ্গে। বাকিরা এখানে থাকুক। ওরা যদি আসেই,

www.boiRboi.blogspot.com

উঠান পর্যন্ত এগোনোর সুযোগ দেব। কি বলে, শুনব। টাইলার শহরে গেছে শুনলে হয়তো ঝামেলা না করে ফিরে যেতে পারে। তবে ঝামেলা করতে চাইলে, শিক্ষা দিয়ে দেব। ঠিক আছে? তুমি লোক বাছাই করে পজিশন নাও গে।'

সায় দিল গোমেজ। দ্রুত লোক বাছাইয়ে লেগে গেল সে।

'শোনো,' আবার বলল জো। 'ওদের আসার সম্ভাবনা কম। আমি পালিয়ে এসে তোমারদের সতর্ক করে দিতে পারি, এটা বোঝার মত বুদ্ধি ওদের আছে। কাজেই বেশি উদ্বিগ্ন হবার কারণ নেই। একটু সজাগ থাকলেই চলবে। শেষ পর্যন্ত হয়তো দেখা যাবে নরম্যানের বদলে ঘুমের সঙ্গে লড়ছি আমরা—'

থমথমে মুখগুলো সামান্য নরম হলো। কেউ কেউ শুকনো হাসল। লোকজন নিয়ে বেরিয়ে গেল গোমেজ।

বৈঠকখানা আর শোবার ঘরের সামনের জানালায় একজন করে পাহারায় বসিয়ে বাকিদের ভিতরে পাঠিয়ে দিল জো। বলে দিল ইচ্ছে করলে ঘুমিয়ে নিতে পারবে, তবে পালা করে একজন যেন জেগে থাকে। বৈঠকখানার বাতি নিভিয়ে দিয়ে বাইরে এল ও। আকাশে চাঁদ নেই, তবে তারা ঝলমল করছে। রান্নাঘরের জানালায় আলো দেখে এগোল সে। চুলোর কাছে দাঁড়িয়ে আছে লরা। কফির জল ফুটছে উনুনে। আরেক জন মহিলা টেবিলের ওপর ঝুঁকে রয়েছে, স্যাণ্ডউইচ বানাচ্ছে। মাঝবয়সী মহিলার মাথার চুল মোটা দড়ির মত জট পাকানো, ধূসর। ও ঢোকার পরও মুখ তুলল না সে।

'কী করছ তোমরা?' জিজ্ঞেস করল জো।

কোন জবাব দিল না দ্বিতীয় জন।

আরচোখে মহিলাকে একবার দেখে জো'র দিকে তাকাল লরা। 'কফি আর স্যাণ্ডউইচ তৈরি করছি। রাত ভর জাগবে তোমরা, সেজন্যে—'

'আলো নিভিয়ে কাজ করতে পারবে না?' জিজ্ঞেস করল জো।

কিছু না বলে ফুঁ দিয়ে বাতি নিভিয়ে দিল লরা।

'ঠিক আছে,' বলল জো। 'কফি তৈরি হলে ডেকো। আর গোলাগুলি শুরু হলে মেঝেতে শুয়ে পড়ো, ছোটাছুটি করে কোথাও যাবার দরকার নেই।'

'আমাদের নিয়ে ভেব না,' দরজার কাছে এসে মৃদু গলায় বলল লরা।

বৈঠকখানায় ফিরে এল জো। পাহারাদারদের একজনকে ঘুমুতে পাঠিয়ে, নিজেই জানালার নিচে রাইফেল হাতে স্থির হয়ে বসল। কান পাতল রাতের নিস্তব্ধতায়।

নিরুপদ্রবে কেটে গেল প্রথম ঘণ্টাটা। নরম্যানের পসিবাহিনীর কোন পাত্তা নেই। রান্নাঘর থেকে মাংস, স্যাণ্ডউইচ আর কফি এল। ওদের প্রয়োজনীয় ভাগ রেখে বাকিটা বার্নে পাঠিয়ে দিল ক্যানাভান।

'না, আসবে না ওরা—আমরা তৈরি হয়ে আছি বুঝে গেছে,' বলল কিম এলিস। ছোটখাট নিরীহ ধরনের চেহারা, কিন্তু খুব তিরিক্ষি মেজাজ। সমানে গজগজ করে চলেছে। চোদ্দ গোষ্ঠী উদ্ধার করে ছাড়ছে নরম্যানের। খামোকা তার কারণে ঘুম নষ্ট হচ্ছে ওদের।

'বাবাকে চিনতে?' জিজ্ঞেস করল জো।

'চিনব না কেন? ভাল করেই চিনতাম। বিশ বছর হলো ওয়াগনহুইলে কাজ করছি।'

'তাকে কে মেরেছে আন্দাজ করতে পারো?'

'আন্দাজ করা এক কথা,' জবাব দিল বৃদ্ধ। 'আর প্রমাণ করা আরেক। তবে আগাগোড়া আমার মনে হয়েছে এড ওয়াইলি আর মাইক ব্র্যানডন যা বলেছে তার চেয়ে অনেক বেশি জানে ওরা। ওদের মুখ থেকে সত্যি কথাটা বের করতে পারলে—'

'তোমার সন্দেহ, কাজটা ওদের?'

'হ্যাঁ।'

'তাতে ওদের লাভ?'

কাঁধ ঝাঁকাল এলিস। 'অনেক দিন আগের ঘটনা...কি করে বলি!

www.boiRboi.blogspot.com

তবে একটা ব্যাপারে আমি নিশ্চিত, টাইলারের কোন দোষ নেই। তোমার বাবার মৃত্যুতে কম আঘাত পায়নি সে। আমরা দেখেছি তো, আপন ভাইয়ের চেয়েও বেশি টান ছিল ওদের পরস্পরের জন্যে।'

আর একটি ঘণ্টা কেটে গেল। আরও আধঘণ্টা পর জো'র মনে হলো, আর আশঙ্কার কারণ নেই। আসার হলে এতক্ষণে এসে পড়ত ওরা। তবে পাহারায় ঢিলে দিল না জো। পুরোপুরি নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত পাহারা অটুট রাখার সিদ্ধান্ত নিল। ভোর রাতে বার্ণ হাউজে এল জো। গোমেজের সঙ্গে পরামর্শ করে তিনজন ঘোড়সওয়ারকে স্কাউটিংয়ে পাঠিয়ে দিল। পুবের নিচু পাহাড়গুলোর মাথায় উঠে দেখবে, নরম্যানের পসিবাহিনীর কোন চিহ্ন চোখে পড়ে কিনা। সকালে ফিরে এল ওরা। ট্রেইলে কিছু দেখা যায়নি।

নাস্তার পর সবাইকে ডেকে আলোচনায় বসল জো।

'ধরে নিচ্ছি কালরাতে নিরাপদেই শহরে পৌঁছেছে টাইলার,' বলল জো। 'আত্মসমর্পণে কোন ঝামেলা হয়নি। এখন কি করা যায়?'

'দু'একদিনের মধ্যেই আদালত বসবে,' বলল গোমেজ। 'জজ হ্যারল্ড মামলা শেষ করতে বেশি সময় নেয় না।'

'ঝামেলা হলো দেখছি! দুই হোমস্টেডার টাইলারের সঙ্গে ড্যান গোমেজ, কিম এলিস আর চার্লি ফোর্ডের নামও বলেছে। এখন শহরে গেলেই শেরিফ তোমাদের আটক করবে।'

'আমাকে কেউ আটকাতে পারবে না,' গর্জে উঠল চার্লি ফোর্ড।

'তোমাদের শহরে যাবার দরকার নেই,' বলল জো। 'আপাতত শহর থেকে দূরে থাকো। তবে খোঁজ-খবর নেয়ার জন্য কাউকে শহরে পাঠাতে হবে। কে যাবে? শহরে গিয়ে শেরিফের সঙ্গে কথা বলে টাইলারের সঙ্গে দেখা করতে হবে। এটর্নীর সঙ্গে আলাপ করতে হবে।'

অনেকেই উৎসাহ দেখাল, তাদের মধ্যে থেকে লিনডেন সোলকে বেছে নিল জো। আর দু'জনকে বাছাই করল পেছনে থেকে ওর ওপর

নজর রাখার জন্যে, পথে কোন ঝামেলা বাধলে ওরা সাহায্য করতে পারবে।

'মার্শ আর হানিকাটের কি হবে?' জিজ্ঞেস করল জো। 'কোর্টে সাক্ষী দেবার আগেই ওদের সঙ্গে কথা বলতে চাই আমি।'

'আমিও,' বলল গোমেজ। 'মিথ্যেবাদী দুটোকে পেলে আগে হাতের সুখ মিটিয়ে নেব, তারপর কথাবার্তা।'

'নরম্যানের র‍্যাঞ্চ থেকে আমাকে তুলে আনার কথা মনে আছে?' জিজ্ঞেস করল জো।

'ওদেরকে তুলে আনতে বলছ?'

'অসুবিধে কি?'

'বিচারের আগে সেটা কি সম্ভব হবে? ওরা হয়তো এখন নরম্যানের সঙ্গে আছে, কিংবা শহরেই কোথাও গা ঢাকা দিয়েছে।'

'খুঁজে বের করো ওদের,' বলল জো।

সারা পড়ে গেল ঘরে, রীতিমত হৈ চৈ বেধে গেল। দুই হোমস্টেডারের ব্যাপারে সবাই আগ্রহী। সবাই যেতে চায়। বুঝিয়ে শুনিয়ে ওদেরকে শান্ত করল জো। এরপর আরও কিছুক্ষণ আলোচনা চলল।

আরেক দফা কফি পরিবেশন করল লরা। সারা রাত জেগেছে ও, তবু চেহারায় ক্লান্তির ছাপ নেই। জো'র দিকে তাকিয়ে স্মিত হাসল সে, বেরিয়ে গেল কফিপট নিয়ে।

আলোচনায় স্থির হলো: নরম্যানের ওপর নজর রাখার জন্য দু'জনকে শহরে পাঠানো হবে। আর দু'জন যাবে লিগনাইট ক্রীকে—মার্শ আর হানিকাট ওখানে আত্মগোপন করে আছে কিনা খোঁজ নেবে। যারা শহরে যাচ্ছে তাদের বাড়তি দায়িত্ব হবে হোমস্টেডারদের ব্যাপারে চোখ কান খোলা রাখা।

দাড়ি কামিয়ে সাফ সুতরো হলো জো। বাইরে এসে ঘোড়ার পিঠে স্যাডল চাপাল।

www.boiRboi.blogspot.com

কোরালে এসে দাঁড়াল ড্যান গোমেজ। 'কোথায় যাচ্ছ?' জিজ্ঞেস করল।

'শহরে,' বলল জো।

'একা?' দ্বিধা মেশানো কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল ড্যান গোমেজ।

'হ্যাঁ। কেবল নিরাপত্তার কথা ভাবলে চলবে না, এক-আধটু ঝুঁকিও নিতে হবে। যাহোক, স্যাণ্ডি ক্রেটনের ব্যাপারে নতুন কিছু জানতে পারলে?'

'গতকাল নাস্তার পর নাকি কিম এলিসের সঙ্গে কথা বলেছে সে। তেমন কিছু বলেনি, তবে তোমার ফিরে আসাটা সহজভাবে নিতে পারেনি সে। খুব মুষড়ে পড়েছিল। তুমি পুরানো র‍্যাঞ্চ হাউসের উদ্দেশে রওনা হবার খানিক পরে সেও বেরিয়ে যায়। কিমকে সে বলেছিল তোমার সঙ্গে কথা বলতে যাচ্ছে। কিন্তু ওর হাবভাব ভাল ঠেকেনি কিমের, ঘণ্টাখানেক পরও স্যাণ্ডি না ফেরায় চিন্তিত হয়ে পড়ে সে। তারপর পুরানো র‍্যাঞ্চে গিয়ে তার লাশ দেখতে পায়। ঝামেলা এড়াতে দ্রুত ওর কবরের ব্যবস্থা করে সে।'

'ঝামেলা মানে?' ভ্রু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল জো।

'মানে—কিম ভেবেছিল স্যাণ্ডির লাশ খুঁজে না পেলে ঘটনাটা প্রমাণ করতে পারবে না তুমি। ব্যাপারটা শেষ হয়ে যাবে ওখানেই। তাছাড়া, টাইলারের ভয় তো ছিলই; সে জানলে ভয়ানক ক্ষেপে যাবে—এসব ভেবেই লাশটা সরিয়ে ফেলে কিম—'

'এরপরও কি ওকে বিশ্বাস করা সম্ভব?'

কাঁধ ঝাঁকাল ফোরম্যান। 'কেন নয়? ওর ব্যাপারে চিন্তার কিছু নেই।'

'অন্যদের বেলায়?'

'সবার বেলায় আমার একই মত।'

ড্যান গোমেজের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ইউনিটার পথে রওনা হয়ে গেল জো।

খুব ভোরে ঘুম ভেঙে গেল বেন নরম্যানের, সারা রাত এক ফোঁটা ঘুম হয়নি। ছটফট করেছে বিছানায়, শেষ রাতের দিকে বোধহয় চোখ দুটো সামান্য লেগে এসেছিল, ঘুমটা টুটে গেছে আবার, মাথা দিয়ে এখনও যেন ভাপ বেরুচ্ছে, অক্ষম আক্রোশে মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করছে তার। এতদিনের সযত্নে তৈরি প্ল্যান ভেস্তে গেল। এমন সুযোগ আর হবে কোনদিন? শহরে গিয়ে শেরিফকে না পেয়েই বুঝে গিয়েছিল ভাগ্যে শনির দশা লেগেছে। শেষ পর্যন্ত শেরিফকে বাদ দিয়েই ওয়াগনহুইলে যাবার ইচ্ছা ছিল তার। কিন্তু সঙ্গীরা কেউ রাজি হয়নি। ওদের কথায় অবশ্য যুক্তি ছিল, জো ক্যানাভান পালিয়ে যাবার পর ওয়াগনহুইলে হামলা চালানোর ঝুঁকি নেওয়ার আর কোন মানে হয় না। ক্যানাভানের কাছে সব শোনার পর ওয়াগনহুইলের ক্রুরা ওদের জন্য তৈরি হয়েই থাকবে। ওয়াগনহুইল ছোটখাট আউটফিট না!

নাস্তার টেবিলে কিছুই খেতে পারল না সে। ভাল খাবার, ফলমূল মুখে রুচল না। সাধারণত মেরিলিন তার সঙ্গেই নাস্তা করে, কিন্তু আজ খাবার টেবিলে আসেনি মেয়েটা। ওর রুমে নাস্তা পাঠানো হয়েছে। কাল রাতে বাড়ি ফিরে প্রচণ্ড রাগারাগি করেছে সে মেরিলিনের সঙ্গে। ক্যানাভানকে পালাতে সাহায্য করেছে ও, এড ওয়াইলির কাছে কথাটা শোনার পর রক্ত চড়ে গিয়েছিল তার মাথায়। মেয়ের গায়ে হাত তুলতে বাকি রেখেছিল শুধু। পরে বুঝেছে মেরিলিনের তেমন দোষ নেই। দোষ আসলে তার নিজের। মেরিলিন সেটা বলতে ছাড়েনি, 'ক্যানাভানের পালানোর জন্য আমি নই, তুমিই দায়ী,' রেগে চিৎকার করে বলেছে সে। 'তুমিই আমাকে ওর সঙ্গে বন্ধুর ভান করতে পাঠিয়েছিলে। এ অবস্থায় সে বাঁধন খুলে দিতে বললে আমি মানা করি কি করে?' প্রশ্ন ছুড়ে দিয়েছিল মেরিলিন।

টেবিল ছেড়ে উঠে পড়ল নরম্যান। কোরালে এসে ঘোড়া তৈরি করে নিল। এড ওয়াইলিকে নিয়ে রওনা হলো শহরের দিকে।

www.boiRboi.blogspot.com

'ইচ্ছে করলে কাল ক্যানাভানের লাশ ফেলে দিতে পারতাম,' বলল ওয়াইলি। 'তোমার কথা ভেবে—'

'আমার কথা ভেবে মানে? লাশ ফেলতে কে নিষেধ করেছিল তোমাকে?' রাগত স্বরে বলল নরম্যান। 'এখন বাহাদুরি ফলানো হচ্ছে!'

'না। ভাবলাম, টাইলার মারা পড়লে ওয়াগনহুইলের মালিক হবে ক্যানাভান...তাই মেরিলিনের ভবিষ্যতের কথা ভেবে...' মাঝপথে থেমে কাঁধ ঝাঁকাল ওয়াইলি।

ভ্রূ কোঁচকাল নরম্যান। কিছু বলল না।

'টাইলারকে গ্রেফতারের জন্য শেরিফকে চাপ দেবে?' জিজ্ঞেস করল ওয়াইলি।

'হ্যাঁ। কেন জিজ্ঞেস করছ?' পাল্টা প্রশ্ন করল নরম্যান।

'মার্শ আর হানিকাটের ওপর বেশি নির্ভর করা ঠিক হবে না। দুটোকে দেখলেই মনে হয় মিথ্যেবাদী। ভাল আইনজীবীর পাল্লায় পড়লে সব গুলিয়ে ফেলবে।'

'গোলাবে না, বাজি ধরতে পারো।'

'ওহ, লয়েড কিং তাহলে ম্যানেজ হয়ে গেছে?' দাঁত বের করে হাসল ওয়াইলি।

'আমি সেটা বলেছি?'

কাঁধ ঝাঁকাল ওয়াইলি। 'বলনি, কিন্তু তাই তো দাঁড়াচ্ছে ব্যাপারটা, নাকি?'

'বড় বেশি কথা বলছ, ওয়াইলি। এত বোঝা ভাল না।' অসহিষ্ণু গলায় বলল নরম্যান।

'না বুঝে উপায় কি! অনেক দিন তো হলো—। কম বুঝে লাভ হয়েছে কোনও?' ক্ষোভ প্রকাশ পেল ওয়াইলির কণ্ঠে।

'হবে। তোমারও ব্যবস্থা হবে,' বলল নরম্যান। 'আর ক'টা দিন অপেক্ষা করো।'

'ধন্যবাদ, বেন,' বলল ওয়াইলি। খুশি দেখাল তাকে। ধীরে ধীরে

ওর চেহারায় হাসি দেখা দিল। কিন্তু নরম্যানের মুখপানে তাকালে হাসি মুছে যেত ওর। নরম্যান হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করতে গিয়েও বিরত রেখেছে নিজেকে···

ইউনিটায় পৌঁছেই জানা গেল, টাইলার গতকাল নিজে এসে শেরিফের কাছে ধরা দিয়েছে। এ খবর শুনে হতভম্ব হয়ে গেল নরম্যান। মাথায় বাজ পড়লেও বোধহয় এতটা অবাক হত না সে।

'কি বলছ? হেনরি টাইলার জেলে?' সবিস্ময়ে প্রশ্ন করল নরম্যান।

রিমরক সেলুনের মালিক হ্যারি ট্রেভার মাথা দোলাল। 'হ্যাঁ। সবাই তাই বলছে।'

'স্ট্যাম্পীডের দায়-দায়িত্ব স্বীকার করেছে টাইলার?'

'না। তবে বলছে তাড়াতাড়ি ঝামেলা মিটিয়ে ফেলার জন্যই নাকি স্বেচ্ছায় ধরা দিয়েছে। আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।'

সেলুন থেকে বেরিয়ে বড় বড় পা ফেলে লয়েড কিংয়ের অফিসের দিকে হাঁটা দিল নরম্যান।

'টাইলার জেলে, ব্যাপার কি বলো দেখি?' ভেতরে ঢুকে হাঁফ ধরা গলায় জিজ্ঞেস করল সে এটর্নীকে।

'তুমি যা জানো আমিও তাই জানি,' জবাব দিল লয়েড কিং। 'একটু আগেই শুনলাম। টাইলারের সঙ্গে দেখা হলে সবটা জানতে পারব। আমি একবার যাব।'

'ওকে বের করে আনতে?'

'তাই চাও তুমি?'

'না।'

'আমাদের মধ্যে একটা রফা হয়েছিল না?'

'হ্যাঁ। সেভাবেই কাজ শুরু করো তুমি। তোমার কাজ আমি অনেক সহজ করে দিয়েছি। দু'জন সাক্ষী যোগাড় হয়েছে। টাইলার স্ট্যাম্পীড করিয়েছে, শপথ করে বলবে ওরা।'

'তাহলে আর টাইলার ছাড়া পাবে কিভাবে? হাতছাড়া কোরো না ওদের। সাক্ষী ছাড়া অন্যকিছু করতে গেলে দুর্গন্ধ বেরুতে শুরু করবে।'

'ভয় নেই, আমার লোক ওরা, হাতছাড়া হবে না।' দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল নরম্যান, পিছনে তাকাল আবার। প্রায় যুবকই বলা যায় লয়েডকে, পঁয়ত্রিশের ওপর বয়স, কিন্তু চেহারায় তার কোন ছাপ পড়েনি। এখনও বেশ সুদর্শন। আইনজীবী হিসাবে ভাল পসার হয়েছে। তবে মদের নেশা আছে, পান করতে বসলে আর হুঁশ থাকে না। ওর চোখের চঞ্চল চাহনি দেখে মনে হয় অতীতের কোন ঘটনা ভুলে থাকার জন্যে বুঝি পালিয়ে বেড়াচ্ছে সে। ভয়ঙ্কর কোন অপরাধ ঢাকতে ইউনিটায় এসে আত্মগোপন করেছে। দশ বছর যাবৎ এখানে আছে ও। অথচ, একদিনের জন্য শহরের বাইরে যায়নি। ব্যাপারটা অস্বাভাবিক।

টাকা থাকলে লয়েড কিংকে কেনা খুব সহজ।

'শোনো, সাক্ষীদের বুঝে শুনে জেরা করবে,' রুক্ষ গলায় বলল নরম্যান। 'বেশি ওস্তাদি করতে গিয়ে আবার সব গুবলেট করে দিয়ো না।'

'আমাকে নিয়ে ভাবতে হবে না,' বলল লয়েড। 'তুমি তোমার কথা ঠিক রেখো।'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে বেরিয়ে এল নরম্যান। ভুরু কুঁচকে উঠল তার। শহরে এসে অবধি বিল হানিকাট কিংবা আর্থার মার্শের দেখা পায়নি সে। ওদের খোঁজে রাস্তার এ-পাশ-ও-পাশ তাকাল। নেই। ব্যাঙ্কের সামনে এসে ভূত দেখার মত চমকে উঠল সে, থমকে দাঁড়াল।

ব্যাংক থেকে বেরিয়ে আসছে জো ক্যানাভান। সন্ত্রস্ত দৃষ্টিতে চারপাশে তাকাল নরম্যান। এ সময়ে এড ওয়াইলিটা আবার গেল কোথায়? ও সঙ্গে থাকলে কিছুটা ভরসা পেত। শিরদাঁড়া বেয়ে ঠাণ্ডা স্রোত নামতে শুরু করল তার। একবার ভাবল উল্টোদিকে ঘুরে ঝেড়ে দৌড় লাগায়।

কিন্তু দেরি হয়ে গেছে, সোজা তার দিকেই এগিয়ে আসছে ক্যানাভান!

www.boiRboi.blogspot.com

দশ

নরম্যানকে দেখে এগিয়ে এল জো, মাথা দোলাল, বলল, 'হাউডি, বেন?'

'হাউডি, জো,' ইতস্তত করে জবাব দিল নরম্যান। 'কাল রাতে একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে···তুমি···' খেই হারিয়ে ফেলল সে।

'বুঝেছ তাহলে?' খোঁচা দিল জো।

জো'র ব্যবহারে খানিকটা আশ্বস্ত হলো নরম্যান। খুব ভয় পেয়েছিল। 'মনে কিছু রেখো না, জো। ওয়াগনহুইলের ব্যাপারে কাল আমরা—' অপরাধ স্বীকার করার ভান করল সে।

'টাইলার এখন জেলে, এটাই তো চেয়েছিলে?' জিজ্ঞেস করল জো।

'তুমি চাওনি?···কাল রাতে কোথায় ছিলে, জো?'

'ওয়াগনহুইলে,' জবাব দিল জো। 'আর কোথায়? ওটার অর্ধেক তো আমারই।'

'তাহলে টাইলারের হয়ে এখন তুমিই র‍্যাঞ্চ চালাচ্ছ?'

'শুধু টাইলার কেন— আমারও!'

'র‍্যাঞ্চের হিসাবপত্র চেক করেছ? সন্তুষ্ট হয়েছ তুমি?'

'হ্যাঁ।'

কাঁধ ঝাঁকাল নরম্যান। 'সময়েই দেখা যাবে,' বাঁকা সুরে বলল সে, চোখ-মুখ আড়ষ্ট দেখাচ্ছে। 'অপরাধ বোধ থেকেই হয়তো টাইলার আজ সবকিছু বুঝিয়ে দিয়েছে তোমাকে, কিন্তু আমি ওকে বিশ্বাস করি না। তাছাড়া আপাতত এই বিপদ থেকে উদ্ধার পাবার জন্য তোমাকে ওর দরকার আছে। কিছু দিন যাক, ওর আসল চেহারা দেখতে পাবে··· যাহোক, গত রাতের কথা মনে পুষে রেখো না।'

মাথা নাড়ল জো।

'র‍্যাঞ্চে এসো। সাপারের দাওয়াত রইল। মেরিলিন রান্না করবে।'

'দেখি,' মৃদু গলায় বলল জো।

লয়েড কিংয়ের অফিসে ঢুকে নিজের পরিচয় দিল জো। চেয়ার ছেড়ে উঠে হাত বাড়িয়ে দিল লয়েড কিং। 'তোমাকে আগেও দেখেছি, তবে পরিচিত হবার সুযোগ হয়নি। বলো, তোমার জন্য কি করতে পারি।'

'টাইলারের ব্যাপারে কথা বলতে এসেছি—' বলল জো, 'ওকে বের করার ব্যবস্থা নিতে হবে।'

হাসল লয়েড কিং। 'অবশ্যই। সব ব্যবস্থা করে দেব আমি।' মার্শ আর হানিকাটকে আমি চিনি। ওদের দেয়া সাক্ষীতে ফাঁক বের করা কঠিন হবে না তেমন। তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো।'

বেশ আত্মপ্রত্যয়ী দেখাচ্ছে লয়েড কিংকে; একটু যেন বেশিমাত্রায়। অস্বস্তি বোধ করল জো।

'বিচার শুরু হচ্ছে কবে?' জিজ্ঞেস করল সে।

'দু'একদিনের মধ্যেই, দেরি করার কোন কারণ নেই। জাজের সঙ্গে আলাপ করে তোমাকে জানাব।'

'মার্শ আর হানিকাট টাইলার ছাড়াও ওয়াগনহুইলের কয়েকজন ক্রুর নাম বলেছে, কিন্তু ঘটনার রাতে ওরা ওয়াগনহুইলেই ছিল, আমাদের কাছে নিরেট প্রমাণ আছে।'

মাথা নাড়ল এটর্নী। 'তার দরকার নেই। হানিকাট আর মার্শের ওপরে বেশি চাপ দেব আমি। ওদের সাক্ষী মিথ্যে প্রমাণিত হলে মামলা এমনিতেই ডিসমিস হয়ে যাবে।'

কপালে ভাঁজ পড়ল জো'র, কেন যেন মনে হচ্ছে লয়েড কিং ব্যাপারটা খুব হালকা করে দেখছে। গুরুত্ব দিচ্ছে না তেমন।

www.boiRboi.blogspot.com

'কাল টাইলার এসেছিল এখানে,' বলল লয়েড কিং। 'উইলের ব্যাপারটা তোমাকে জানাতে বলেছে। গত বছর অসুস্থ অবস্থায় উইলটা করিয়েছিল সে। তুমি না ফিরলে ওয়াগনহুইল, তার শেয়ার পাঁচ কর্মচারীর মধ্যে ভাগ হবার কথা ছিল সেটায়—ওদের নাম জানো নিশ্চয়ই। উইলটা কি পড়ে শোনাব?'

'না; থাক,' বলল জো।

লয়েডের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে শেরিফের অফিসে এল জো। শেরিফ নেই। দরজায় তালা ঝুলছে।

লিনডেন সোল এসে যোগ দিল ওর সঙ্গে। 'আমি এসে শেরিফকে পাইনি। ভোরেই বেরিয়ে গেছে বোধহয়,' বলল সে। 'তখন থেকে অপেক্ষা করছি।'

'টাইলারের গ্রেফতারের ব্যাপারে লোকজনের মতামত কি?' জিজ্ঞেস করল জো।

'তেমন কিছু না। শেষ পর্যন্ত কি হয় দেখার অপেক্ষা করছে সবাই।'

'মার্শ বা হানিকাটকে দেখেছ?'

'না। শহরে থাকলেও নির্ঘাৎ ইঁদুরের গর্তে সেঁধিয়েছে।'

'ওদের চেনো তো?'

'হ্যাঁ। শহরে দেখেছি বেশ কয়েকবার।'

'হোমস্টেডার?'

'না। হোমস্টেডার হলে কেউ তার জমি পতিত ফেলে রাখে না। বেশির ভাগ সময় ওরা নাকি শহরেই থাকে।'

'চলে কিভাবে, টাকা পায় কোথায়?'

'সেটার অভাব আছে বলেও তো মনে হয় না।'

'বেশির ভাগ সময় যদি শহরেই পড়ে থাকে তাহলে স্ট্যাম্পীডের রাতে জমি পাহারা দিতে গেল কেন?'

'কিসের জমি পাহারা দিতে গেছে? ওদের জমিতে কোন ফসল থাকলে তো? ডাহা মিথ্যে কথা বলছে।'

www.boiRboi.blogspot.com

ঠিকই বলেছে লিনডেন সোল, ওর কথায় যুক্তি আছে। মাথা নেড়ে সায় দিল জো। 'এখানেই থাকো তুমি। আমি আসছি।' হিচ রেইলে বাঁধা ঘোড়ার কাছে এসে স্যাডলে চাপল জো। শহর থেকে বেরিয়ে পুবদিকে রওনা হলো, এ পথেই লরাকে নিয়ে ইউনিটায় এসেছিল সে। এই পথ ধরে সোজা এগুলে স্ট্যাম্পীডের জায়গায় পৌঁছানো যায়, আর মাইলখানেক সামনে, একটা শাখা রাস্তা গেছে দক্ষিণে—ওটা ধরে লিগনাইট ক্রীকের হোমস্টেডারদের এলাকায় যাওয়া যায়।

দ্বিতীয় রাস্তাটাই বেছে নিল জো। বাঁক নিয়ে দক্ষিণে খানিক এগিয়েছে—তখনি ট্রেইলের মাথায় দু'জন ঘোড়সওয়ারকে দেখতে পেল। উল্টো দিক থেকে এগিয়ে আসছে ওরা। চট করে ওদের চিনতে পারল না জো। মার্শ আর হানিকাট নয়তো? হঠাৎ সম্ভাবনাটা উঁকি দিল মনে। হোলস্টারের পিস্তলটা আলগা করে ঘাড় ফিরিয়ে দ্রুত একবার পেছনটা দেখে নিল ও। কেউ নেই। শহর থেকে বেশ দূরে এসে পড়েছে সে। সামনে তাকিয়ে এবার নিশ্চিত হলো, সামনের ওরা আর্থার মার্শ আর বিল হানিকাট। ওর অনুমান ভুল হয়নি।

না থেমে এগিয়ে চলল জো। পেশি টানটান হয়ে উঠেছে। স্যাডলে নড়েচড়ে শরীরে ঢিল দিল সে। কাছে পৌঁছে ঘোড়ার লাগাম টানল, জোর করে ঠোঁটে হাসি ফুটিয়ে মুখোমুখি হলো ওদের। তবে হাসিতে কাজ হলো না কোন। ওকে দেখে খুশি হয়নি দুই হোমস্টেডার। নার্ভাস দেখাচ্ছে ওদের। চোখাচোখি হতেই মুখ ফিরিয়ে নিল।

'হাউডি,' বলল জো, 'তোমাদের ওদিকেই যাচ্ছিলাম।'

চকিত দৃষ্টি বিনিময় করল হোমস্টেডার দু'জন। অস্বস্তিতে স্যাডলে নড়ে বসল হানিকাট। দ্বিধান্বিত গলায় বলল, 'লিগনাইট ক্রীকে কি দেখতে যাবে? সবে কাজ শুরু করেছি।'

'টাইলার জেলে—জানো?' প্রশ্ন করল জো।

'তাই? উচিত কাজ হয়েছে—আরও আগেই জেলে পোরা উচিত ছিল ব্যাটাকে,' বলল হানিকাট।

'নিজেই ধরা দিয়েছে সে, স্ট্যাম্পীডের দোষ স্বীকার করেনি।'

আড়চোখে মার্শের দিকে তাকাল হানিকাট। 'আমরা যা দেখেছি তাই বলেছি। কি বলো, মার্শ? বরং টাইলারই মিথ্যে বলছে—'

'ঠিক।' সংক্ষিপ্ত জবাব দিল মার্শ।

দু'জনের কেউ গানবেল্ট পরেনি। কোমরে সিক্সগান গুঁজে রেখেছে মার্শ। হানিকাটের সঙ্গে কোন অস্ত্র থাকলেও, সেটা সম্ভবত কোটের পকেটে লুকানো, ডানদিকের পকেটটা উঁচু হয়ে আছে দেখে অনুমান করল জো।

'তোমার সঙ্গে আমাদের কোন বিরোধ নেই,' বলল হানিকাট, 'কিন্তু তুমি টাইলারকে সাহায্য করলে তোমাকে বন্ধুও ভাবতে পারব না। কাল রাতে ওয়াগনহুইলে হামলার ব্যাপারে তোমার আপত্তি হয়তো যুক্তি সঙ্গত ছিল...কিন্তু টাইলারের সঙ্গে কোন আপস নেই।'

'লিগনাইট ক্রীকের অন্য বাসিন্দাদেরও কি একই মত?' জিজ্ঞেস করল জো।

'হ্যাঁ,' তড়িঘড়ি জবাব দিল হানিকাট, 'কেউ তোমার ফসল নষ্ট করলে কেমন লাগবে?'

'তোমাদের ফসল নষ্ট হয়েছে?'

'হ্যাঁ। শুধু আমাদের না, লিগনাইট ক্রীকের সবার ফসলই নষ্ট হয়েছে।'

'শেরিফকে জানিয়েছিলে সেটা?'

'জানালে কি লাভ হত? সে তো টাইলারের লোক। ওয়াগনহুইলের স্বার্থই দেখত।'

'তোমরা কখনও ক্যাটল র‍্যাঞ্চে কাজ করেছ?' জিজ্ঞেস করল জো।

'না,' তড়িৎ জবাব দিল হানিকাট, 'আমরা ফার্মার।'

ওদের দেখে অবশ্য ফার্মার মনে হয় না। পশ্চিমের আর দশজন কাউবয়ের সঙ্গে কোন তফাৎ নেই। ঘোড়ায় চড়ার অনায়াস ভঙ্গি, পায়ে স্টির‍্যাপ হিলের বুট—এসব অন্য কথা বলে। পশ্চিমে কোন হোমস্টেডার

www.boiRboi.blogspot.com

স্টির‍্যাপ হিলের বুট পরবে না, স্পার পরার তো প্রশ্নই ওঠে না। যাহোক, এ বিষয়ে অনুসন্ধান আপাতত স্থগিত রাখল জো। মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'চলি।'

'লিগনাইট ক্রীকে?' প্রশ্ন করল হানিকাট।

'দেখি, ওদিকে যাচ্ছি যখন—'

'অযথা সময় নষ্ট,' বলল হানিকাট। 'তবে যেতে চাচ্ছ যখন যাও। চলো, আর্ট।'

সামনে এগোল ওরা। ওকে পাশ কাটিয়ে খানিকটা এগিয়ে কোটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে ঝটিতে পিস্তল বের করে আনল হানিকাট, চিৎকার করে বলল, 'আর্ট, শুইয়ে দাও শালাকে!'

চিৎকার শুনে ঘুরে তাকাল জো। ততক্ষণে পিস্তল উঠে এসেছে হানিকাটের হাতে। চোখের পলকে অনেকগুলো ঘটনা ঘটে গেল। নিজের অজান্তে হোলস্টারে ছোবল হানল জো'র ডান হাত বিদ্যুৎ গতিতে পিস্তল ড্র করল ও। স্যাডলের ওপর বাঁকা হয়ে টান দিল ট্রিগারে। প্রায় এক সঙ্গেই দু'জনের পিস্তল সীসা বর্ষণ করল—মনে হলো মাত্র একটা শব্দই হয়েছে। কাঁধের কাছে কোটে তীব্র একটা টান অনুভব করল জো। গরম ছ্যাঁকা লাগল মাংসে। আবার ট্রিগার টানল ও। পিস্তলের মাযল্ ঘুরিয়ে নিল মার্শের দিকে। ভীত সন্ত্রস্ত ঘোড়া সামলে পিস্তল তাক করার আপ্রাণ চেষ্টা করছে মার্শ—পর পর দু'দফা ট্রিগার টিপল জো। স্যাডলে ঝাঁকুনি খেয়ে সোজা হয়ে গেল মার্শ। আচমকা ছুট লাগাল তার ঘোড়াটা, মার্শকে নিয়ে ছুটতে শুরু করল, স্যাডলের ওপর বেকায়দা ভঙ্গিতে দুলতে লাগল লোকটা। হানিকাটের দিকে ফিরল জো। মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ে আছে সে। ঘোড়াটা পালিয়েছে। ঘাড় ফিরিয়ে পেছনে তাকিয়ে ও দেখল, শূন্য স্যাডল নিয়ে ছুটে যাচ্ছে মার্শের ঘোড়া, সিকি মাইল দূরে ভূমিশয্যা নিয়েছে মার্শ।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল জো। হানিকাটের কাছে এসে ঘোড়া থেকে নামল। ঝুঁকে দেখল, বেঁচে নেই হানিকাট। বুকের বাঁপাশে গুলি লেগেছে, এ-

ফোঁড় ও-ফোঁড় হয়ে গেছে হৃৎপিণ্ড। আবার স্যাডলে চেপে মার্শের কাছে এসে লাগাম টানল ঘোড়ার। ঘাসের ওপর চিৎ হয়ে পড়ে আছে মার্শ। মাথার ডান পাশে কানের সামান্য উপরে আঁচড় কেটে বেরিয়ে গেছে গুলি। জখম তেমন মারাত্মক বলে মনে হলো না, তবে রক্ত ঝরছে। সাময়িকভাবে জ্ঞান হারিয়েছে মার্শ, সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ট্রেইলের এ-মাথা ও-মাথায় নজর বোলাল জো, দূরের বৃত্তাকারে দাঁড়ানো পাহাড়ের দিকে তাকাল, কোথাও কেউ নেই। একবার ভাবল, এই মুহূর্তে এখান থেকে যদি কেটে পড়ে, কেউ জানবে না এ ঘটনার কথা। তবে এক-দেড় ঘণ্টার মধ্যে এপথে কেউ না এলে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে মারা যাবে মার্শ। ওকে বাঁচাতে চাইলে একটা পথই খোলা আছে: শহরে গিয়ে ডাক্তার আনার ব্যবস্থা করা। মার্শের শার্ট ছিঁড়ে পুরু করে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিল জো, তারপর ঘোড়ায় চেপে রওনা হলো ইউনিটার উদ্দেশ্যে।

পায়চারি থামিয়ে জো'র দিকে ফিরে দাঁড়াল শেরিফ বিল ওয়ালেস। কপাল কুঁচকে আছে, উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে তাকে। 'তোমাকে ছাড়তে পারছি না, জো,' কর্কশ গলায় বলল সে, 'আর্ট মার্শের মুখ থেকে আমি পুরো ঘটনা না শোনা পর্যন্ত এখানে থাকতে হবে তোমাকে।'

'তোমাকে তো সবই বলেছি আমি,' বলল জো, 'আত্মরক্ষার খাতিরে গুলি চালাতে হয়েছে আমাকে, নইলে আমিই মারা পড়তাম।'

'না,' ভ্রু কোঁচকাল শেরিফ, 'এমনও তো হতে পারে, তুমিই ওদেরকে আক্রমণ করেছিলে যাতে ওরা কোর্টে হাজির হয়ে সাক্ষী দিতে না পারে।'

'কি বলছ? দু'জনের বিরুদ্ধে আমি একা—'

'তাতে কি?' বলল ওয়ালেস। 'ওদের সঙ্গে অস্ত্র না থাকলে—'

'কে বলেছে ওদের সঙ্গে অস্ত্র ছিল না? মার্শের কোমরে পিস্তল ছিল, হানিকাটের পিস্তলটা ছিল তার কোটের পকেটে।'

'এ তো তুমি বলছ? অন্য পক্ষের বক্তব্য তো এখনও শুনিনি।'

www.boiRboi.blogspot.com

'কিন্তু আমি সত্যি কথাই বলছি।'

'হয়তো। কিন্তু ঘটনাটা নিরপেক্ষ ভাবে দেখতে হবে আমাকে। অন্যরা কি ভাববে সেটাও বিবেচনায় আনতে হবে।'

দু'কদম এগিয়ে এল জো। 'ঠিক আছে মেনে নিচ্ছি তোমার কথা। এখন বলো দেখি, ওদেরকে কোর্টে হাজির হওয়া থেকে বিরত রাখতে চাইলে মার্শের জন্য ডাক্তারের খোঁজে ইউনিটায় এলাম কেন? ওকে শেষ করে দিলেই তো ল্যাঠা চুকে যেত!'

'মার্শ বাঁচবে কিনা সেটা তো নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না,' বলল বিল ওয়ালেস, 'ডাক্তার এখনও ফেরেনি।'

ঘুরে দাঁড়িয়ে দরজার দিকে এগোল জো।

'কোথায় যাচ্ছ?'

'বাইরে, দেখি ডাক্তার ফিরল কি না,' রুক্ষ গলায় জবাব দিল জো, 'এখন আমার গ্রেফতার হওয়া চলবে না কিছুতেই। আমি জেলে গেলে ওয়াগনহুইলের কি হবে?'

'ওয়াগনহুইল পালিয়ে যাবে না নিশ্চয়ই,' শুকনো গলায় বলল শেরিফ।

'তা পালাবে না, তবে ওটাকে ধ্বংসের পাঁয়তারা করছে যারা, তাদের খুব সুবিধা হবে।'

'শহরের বাইরে যেয়ো না, তোমাকে ধরার জন্য যেন আমাকে আবার ঘোড়ায় চাপতে না হয়।'

'ঘোড়ায় চেপেও লাভ হবে না কোন, আমি না চাইলে তুমি কিছুতেই আমার নাগাল পাবে না,' বলল জো। 'দরকার হলে আমি অবশ্য কোর্টে দাঁড়াতে রাজি আছি।'

জো ভেবেছিল, এরপরও শেরিফ ওকে বাধা দেবে, কিন্তু দিল না। দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এল সে। হিচরেইল থেকে ঘোড়া আলগা করে লাগাম হাতে নিয়ে হাঁটতে লাগল। শহরতলি ছাড়িয়ে এসে ঘোড়ায় চাপল সে। পুবে চলল। মাইল তিনেক এগোনোর পর ডাক্তারের

ওয়াগনটার দেখা পেল, ফিরে আসছে শহরে। কাছে পৌঁছে ঘোড়ার লাগাম টানল সে।

'মার্শের কি অবস্থা, ডক?' জিজ্ঞেস করল সে।

'মাথায় চোট পেয়েছে,' জবাব দিল ডাক্তার। 'গুরুতর কিছু না।'

'এখনও অজ্ঞান?'

'হ্যাঁ। মিনিটখানেকের জন্য একবার জ্ঞান ফিরে ছিল, কোন কথা বলেনি।'

মাথা ঝাঁকাল জো। 'শেরিফকে বলো, আমি ধারে কাছেই আছি। আর মার্শের জ্ঞান ফিরলে তাকে সত্যি কথা বলতে বলবে নইলে আমাকে মোকাবেলা করার জন্য তৈরি থাকতে হবে তাকে।'

ডাক্তার সঙ্কুচিত চোখে দেখল ওকে। 'আমি এসব হুমকির খবর দিতে পারব না কাউকে।'

'আমার অবস্থায় পড়লে ঠিকই পারতে।'

'পালানোর পথ থাকতে বেগতিক অবস্থায় পড়তে যায় কে—?'

'আমি পালাচ্ছি না,' বলল জো। কম্বলে ঢাকা দেহ দুটো এক নজর দেখল ও, ঘোড়ার পেটে স্পার দাবিয়ে রওনা হয়ে গেল।

লিগনাইট ক্রীকে হোমস্টেডারদের একটা কাঠের কেবিন প্রথম চোখে পড়ল জো'র। সামনের একচিলতে উঠান কাঠের বেড়া দিয়ে ঘেরা। ভিতরে সবজির বাগান। এক পাশে ফলের ছোট চারাগাছও দেখল কয়েকটা। পাশের জমিতে হোমস্টেডার তার বউ আর দুই ছেলেমেয়েকে নিয়ে কাজ করছে। ওকে দেখে কাজ ফেলে এগিয়ে এল সবাই। লোকটা মাঝবয়সী, ছোটখাট চেহারা। ঘামে ভেজা শার্টটা গায়ের সঙ্গে লেপ্টে আছে। তার স্ত্রীর চেহারা বিষণ্ণ ক্লান্ত, মাথায় ধূসর চুল; তবে বেশ সুগঠিত শরীর। ছেলেটার বয়স দশের মত, মেয়েটা আরও ছোট। লিকলিকে শরীর।

'আমি ক্যানাভান,' পরিচয় দিল জো, চষা খেতের দিকে চেয়ে বলল, 'এ মাটিতে গমের চাষ করলেই বোধহয় ভাল হবে।'

'হ্যাঁ। গরুতে মাড়িয়ে না গেলে এদিকে ফলন ভালই হবে,' জবাব দিল হোমস্টেডার, 'আমি হিউস্টোন।'

'তোমার ফসল নষ্ট হয়েছে নাকি?'

'হ্যাঁ। দ্বিতীয় দফা চাষ এটা। প্রথমবারের ফসল গরু নষ্ট করে দিয়েছে। শেরিফকে জানিয়েছিলাম, কোন কাজ হয়নি।'

'তোমার পড়শীদের কি অবস্থা?'

'একই। স্যামুয়েল আর হেণ্ডারসনও ফসল ঘরে তুলতে পারেনি।'

'মার্শ আর হানিকাট?'

'ওদের কথা বলতে পারব না। আরও পুবে ওদের জমি। পতিত ফেলে রেখেছে। বেশির ভাগ সময় শহরেই পড়ে থাকে ওরা।'

'গরু তাড়াতে রাতে পাহারা দাও?'

'না, পাহারা দিয়ে কি হবে? আমরা মাত্র চারজন। টাইলার চাইলে আমাদের ফসল নষ্ট করবে, তার জন্য কোন ব্যাপার না, ঠেকাবে কে? তবে তার সঙ্গে আমার কথা হয়েছে, সে বলেছে এমন কিছু করবে না। আগেও নাকি করেনি। কেন যে মিথ্যে কথা বলল বুঝলাম না। এমনি এমনি নিশ্চয়ই গরু আসেনি, কেউ পাঠিয়েছে—'

'ওর কথায় ভরসা করেই আবার ফসল বুনেছ?'

'আর কি করার আছে। বছরের মাঝামাঝি কোথাও যাবার তো উপায় নেই।'

'স্যামুয়েল আর হেণ্ডারসনের জমি কোনদিকে?'

'আরও পুবে। প্রথমে হেণ্ডারসনের জমি, তারপর ঝরনা পেরিয়ে গেলে স্যামুয়েলেরটা।'

'মার্শ আর হানিকাটের?'

'এই তো আমার পরেই। মার্শ, তারপর নিউবোল্ড আর হানিকাট। তিনজনেই এক চাষ দিয়ে জমি ফেলে রেখেছে। আচ্ছা, এত কিছু জিজ্ঞেস করছ কেন?'

'স্রেফ কৌতূহল,' বলল জো, কিন্তু ওরা হোমস্টেডার হলে জমি

www.boiRboi.blogspot.com

ফেলে রাখবে কেন?'

'হোমস্টেডার হলে তো,' জবাব দিল হিউস্টোন, 'কোন দিনই জমি চাষ করেনি ওরা।'

'চুপ করো, সিড, এত কথার কি দরকার?' চাপা স্বরে বলল মহিলা।

'কেন? আমি কি মিথ্যে কিছু বলছি। সত্য কথা বলতে অসুবিধা কি?'

বাচ্চা দুটোর দিকে তাকিয়ে হাসল জো। 'তোমার বাচ্চা দুটো কিন্তু চমৎকার।'

'হ্যাঁ। ওরা খুব ভাল। বাবার কষ্ট বোঝে, এই বয়সে বাচ্চাদের মাঠে কাজ করার কথা না। রাতে আবার মায়ের কাছে পড়েও ওরা। এক সময় স্কুলে পড়াত মেরি।'

'তুমি ভাগ্যবান স্বামী, হিউস্টোন, শিক্ষিত স্ত্রীর কোন তুলনা হয় না,' হাসিমুখে বলল জো। 'ওদিকে তোমার পড়শীদের কাউকে পাওয়া যাবে?'

'হানিকাট বা মার্শকে পাবে না। শহরের দিকে যেতে দেখেছি ওদের। নিউবোল্ডকে পেতে পারো। ঝরনার কাছে ওর কেবিন। তবে বেশ কিছু দিন হলো ওকে দেখছি না। দেখো, বাড়িতেই আছে হয়তো।'

মাথা দোলাল জো। 'ঠিক আছে, যাই দেখি। ধন্যবাদ। আর ফসল নিয়ে ভেব না। টাইলার তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবে।'

হোমস্টেডারের বউয়ের উদ্দেশে টুপি ছুঁয়ে নড করল জো। বাচ্চাদের দিকে তাকিয়ে হাত নাড়ল, ঘোড়া ঘুরিয়ে রওনা হলো পুবে।

হিউস্টোনের পরেই মার্শের জমি। চষা খেত খাঁ খাঁ করছে। ঝরনার কাছে গাছ-গাছালির ফাঁকে নিউবোল্ডের কুঁড়েটা দেখতে পেল জো। কাছে গিয়ে লাগাম টানল। স্যাডল থেকে নামার সময় লক্ষ করল, গাছতলে একটা স্যাডল-হর্স দাঁড়িয়ে আছে। গায়ের ব্র্যাণ্ডে চোখ পড়তেই ভুরু কুঁচকে উঠল ওর। সার্কেল এল, বেন নরম্যানের ব্র্যাণ্ড। চোখের

www.boiRboi.blogspot.com

কোণে নড়চড়া ধরা পড়তেই ঘুরে কুঁড়ের দিকে তাকাল সে। একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে দরজায়। এড ওয়াইলি। তার হাতে ধরা পিস্তলটা ওর বুক বরাবর তাক করা!

এগারো

গুলি খাবার ঝুঁকি সত্ত্বেও মাথার ওপর হাত তুলল না জো। লাগাম হাতে দাঁড়িয়ে রইল।

'ঘোড়া ছাড়ো,' হুকুম করল এড ওয়াইলি, 'মাথার ওপর হাত তোল।'

লাগাম ছেড়ে দিল জো, কাঁধ বরাবর হাত উঁচু করল। 'এখানে কি করছ, ওয়াইলি?'

'নিউবোল্ড আমার পুরানো বন্ধু।'

'বন্ধু? ভাল কথা কিন্তু আমার দিকে বন্দুক তাক করে রেখেছ কেন?'

'তুমি কোন্ দলের বুঝতে পারছি না। ওয়াগনহুইলের হলে শত্রুপক্ষের। লিগনাইট ক্রীকের হোমস্টেডাররা ওয়াগনহুইলের অনেক অত্যাচার সয়েছে—'

'তোমার ধারণা এখানে ঝামেলা করতে এসেছি আমি?'

'কি করে বলি?'

'আমি নিউবোল্ডের সঙ্গে কথা বলতে এসেছি, অন্য কোন মতলব নেই।'

'নিউবোল্ড নেই এখানে।'

'তাহলে পরে আসব,' বলল জো।

হাত নামিয়ে ঘোড়ার দিকে এগোল সে। 'আর এগিয়ো না,' ধমকে উঠল ওয়াইলি। তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর।

ঘুরে দাঁড়াল জো। 'কেন?' ওয়াইলির পিস্তল ওর দিকে তাকিয়ে আছে আগের মতই।

'এখানে কেন এসেছ?' এক পা এগিয়ে এল ওয়াইলি।

'বললাম তো, নিউবোল্ডের সঙ্গে কথা বলতে।'

'কি কথা?'

'ধরে নাও একটা কাজের কথা।'

মাথা নাড়ল ওয়াইলি। 'না, সেজন্য আসনি তুমি। হঠাৎ টাইলারের দলে ভিড়লে কেন? ওয়াগন হুইলের অর্ধেকটা পাবার আশায়?'

কাঁধ ঝাঁকাল জো। 'এসব নিয়ে তোমার মাথা ঘামানোর কি দরকার?'

'মাথা ঘামাচ্ছি না। কৌতূহল হলো তাই জিজ্ঞেস করলাম।'

'কৌতূহল আমারও হচ্ছে,' বলল জো, 'নিউবোল্ড কই—কি হয়েছে তার? তুমিই বা এখানে কি করছ?'

'নিউবোল্ডের আবার কি হবে? কিছু হয়নি!' তড়িৎ জবাব দিল ওয়াইলি। ক্রমশ নার্ভাস ভাবটা প্রকট হচ্ছে তার চেহারায়। 'কোথাও গেছে—হয়তো শহরে।'

'ওর ফেরার অপেক্ষা করছ?'

'না। আমি এসেছিলাম—' কথা শেষ করতে পারল না ওয়াইলি, তার আগেই ঘরের ভেতর থেকে কেশে উঠল কে যেন, তারপর নিস্তেজ গলায় ওয়াইলির নাম ধরে ডাকল।

'বিল-বিল! আর পারছি না...তুমি কোথায় বিল?'

ভ্রূ কুঁচকে উঠল জো'র।

জিহবা দিয়ে ঠোঁট ভেজাল ওয়াইলি। ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে চেহারা, আতঙ্কের ছাপ পড়তে শুরু করেছে সেখানে।

www.boiRboi.blogspot.com

'নিউবোল্ড নেই, না?' বিদ্রূপের সঙ্গে প্রশ্ন করল জো।

সোজা হয়ে দাঁড়াল ওয়াইলি, পিস্তলটা চেপে ধরল শক্ত হাতে। 'নেই—তবে ছিল—জাহান্নামে যাও তুমি! অযথা এখানে নাক গলাতে এসেছ কেন?' কঠিন হয়ে উঠল ওয়াইলির চেহারা।

হঠাৎ জো'র মনে হলো, ওকে খুন করার মতলব করেছে ওয়াইলি, উসিলা খুঁজছে সে। ছুতো পেলেই ট্রিগার টেনে দেবে। ওর কণ্ঠস্বর, চোখের দৃষ্টিতে পরিষ্কার ফুটে উঠেছে সেটা। শিউরে উঠল জো ভিতর ভিতর। একটু সামনে ঝুঁকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওয়াইলির দিকে তাকাল ও। কোমরের কাছাকাছি রাখা ওর হাত, মৃদু কাঁপন টের পাচ্ছে ডান হাতে। খুব দ্রুত ড্র করতে হবে ওকে। সময়ের সামান্য একটু হেরফের হলেই ওয়াইলির গুলি এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করে দেবে ওর হৃৎপিণ্ড। ড্র করার ঝামেলা নেই তার, ট্রিগার টানলেই হবে।

সূর্য গাছের আড়ালে চলে গেছে, লম্বা লম্বা ছায়া পড়ছে এখন। আলোছায়া মিলে কুঁড়ের চারপাশে অদ্ভুত এক বিভ্রম সৃষ্টি করেছে। দরজায় দাঁড়ানো ওয়াইলিকে ছায়া বলে মনে হচ্ছে। গাছপালায় কোন কাঁপন নেই, একটা পাতাও নড়ছে না। প্রচণ্ড গরম পড়েছে। চোখ-মুখ ঘেমে গেছে ওর, দরদর ঘাম ঝরছে শার্টের নিচে। কুঁড়ের ভেতর থেকে নানা রকম শব্দ আসছে—কাতরোক্তি, হাতপা ছোড়ার শব্দ—আচমকা ঘরে ভেতরে ঝনঝন শব্দে ভেঙে পড়ল কি যেন।

চকিতে ঘাড় ফিরিয়ে পেছনে তাকাল ওয়াইলি, মুহূর্তের জন্য জো'র ওপর থেকে দৃষ্টি সরে গেল। সুযোগটা পুরোপুরি কাজে লাগাল জো। বিদ্যুৎ বেগে হোলস্টারে ছোবল হানল ওর ডান হাত। ভোজবাজির মত পিস্তল উঠে এল থাবায়। ঠিক ওই সময় আবার ফিরে তাকাল ওয়াইলি। শক্ত হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। ট্রিগার টানল পিস্তলের। প্রায় এক সঙ্গেই গর্জে উঠল দু'জনের অস্ত্র। যেন ঝাপটা মেরে টুপি ফেলে দিয়েছে কেউ, বুলেটের ঘায়ে জো'র মাথার টুপিটা সাঁই করে উড়ে গেল। বাঁ হাতে হ্যামার পেছনে এনে আবার ট্রিগারে টান দিল সে। বুলেটের ধাক্কায়

দু'কদম পিছিয়ে গেল ওয়াইলি। হাঁটু ভাঁজ হয়ে গেল তার। হাত থেকে খসে পড়ল পিস্তল। 'অনেক ফাস্ট তুমি, জো। বেন জানে না...' বিড়বিড় করে বলল সে। বুক থেকে গল গল করে রক্ত বেরিয়ে আসছে, অবিশ্বাস ভরা চাউনিতে বুকের দিকে তাকিয়ে চৌকাঠের ওপর আছড়ে পড়ে গেল সে। প্রাণ হারাল সঙ্গে সঙ্গে।

'বিল—বিল—কি হলো?' কুঁড়ের ভেতর থেকে অস্পষ্ট কাঁপা একটা কণ্ঠস্বর শোনা গেল। 'গোলাগুলি কিসের...?'

বুক ভরে শ্বাস টানল জো। হঠাৎ করে সব উত্তেজনার অবসান হওয়ায় ক্লান্তি লাগছে। পিস্তল হোলস্টারে রেখে ধীর কদমে সামনে এগোল সে। ঝুঁকে ওয়াইলিকে এক নজর দেখে সোজা হলো আবার। ওয়াইলির চোখে মুখে এখনও অবিশ্বাস আর বিস্ময়ের ছাপ ফুটে আছে।

ওয়াইলির লাশ পাশ কাটিয়ে কুঁড়ের ভেতরে পা রাখল জো। ভেতরটা অন্ধকার। প্রথমে কিছুই দেখা গেল না। অন্ধের মত দাঁড়িয়ে থাকল ও কিছুক্ষণ। আস্তে আস্তে অন্ধকারে চোখ সয়ে এল। খড়ের বিছানায় বাঁকাচোরা ভঙ্গিতে শুয়ে আছে এক লোক, তার পায়ের কাছে একটা টেবিল উল্টে পড়ে আছে। মাটিতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে থালাবাসন। একটা জগ পড়ে গিয়ে খণ্ড খণ্ড হয়েছে, পানিতে ভাসছে মেঝে।

কাছে গিয়ে ঝুঁকে পড়ে লোকটাকে দেখল জো। ফ্যাকাসে মলিন চেহারা। উষ্কখুষ্ক চুল, মুখে চার-পাঁচ দিনের না কামানো দাড়ি গিজগিজ করছে। একেবারে নিঃসাড় পড়ে আছে লোকটা। শুকনো বিবর্ণ ঠোঁটের কশ বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে লালচে ফেনা। জ্বরের প্রকোপে দু'চোখ জবা ফুলের মত লাল হয়ে গেছে। ঘোরের মধ্যে ওকে দেখল লোকটা। 'কে... বিল?' অস্পষ্ট ভাঙা গলায় ককিয়ে উঠল সে।

'না,' জবাব দিল জো। 'বিল এখানে নেই। তুমি নিউবোল্ড?'

লোকটা বিড় বিড় করে বলল, 'ডাক্তার এসেছে..., বিল?'

'শিগগিরই আসছে,' বলল জো। 'লোকটাকে ভাল করে বিছানায়

www.boiRboi.blogspot.com

শুইয়ে দিল ও। শার্ট খুলল দ্রুত হাতে। মারাত্মক একটা জখম দেখবে আশঙ্কা করেছিল সে। তবে সেরকম কিছু চোখে পড়ল না। তবে বুকের ডানপাশে অনেকখানি জায়গা কেমন ফুলে আছে, নীল দেখাচ্ছে।

'বুকটা ভেঙে যাচ্ছে...আর পারছি...না, বিল!' বিড়বিড় করে বলল লোকটা। 'হুইস্কি...এনেছ?'

'আনব,' বলল জো।

মামুলি আঘাতে বুক এমন নীল হয়ে ফুলে উঠতে পারে না, ভাবল জো, ঘোড়ার লাথি খেলে কিংবা গরুর খুরের নিচে পড়লেই কেবল এমনটা হতে পারে। চিন্তিত চেহারায় বিছানায় শুয়ে থাকা লোকটার দিকে চেয়ে থাকল জো। ওকে চিনতে পারেনি সে। জ্বরের ঘোরে ওকে বিল ভেবে ভুল করছে।

'নিউবোল্ড, স্ট্যাম্পীডের কথা মনে আছে?' লোকটার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞেস করল জো।

ঠোঁট নড়ে উঠল লোকটার। 'কি বলছ?'

'গরুগুলোকে জড় করেছিলাম আমরা—মনে পড়ে?'

'ঘোড়ার পিঠ থেকে...যদি...না পড়তাম...!'

'ভয় নেই। ভাল হয়ে যাবে তুমি।'

'কি জানি! ব্যথা...সইতে পারছি না! বুকের ভেতরটা—' কথাগুলো মিলিয়ে গেল নিউবোল্ডের, চোখ বুজল সে।

উঠে দাঁড়াল জো। স্ট্যাম্পীডের নেপথ্য ঘটনা জানতে পেরে তীব্র উত্তেজনা বোধ করছে। সব জানে নিউবোল্ড। ওর মুখ থেকে আসল কথা জেনে নিতে হবে।

নড়ে উঠল নিউবোল্ড। চোখ মেলে দেখল জোকে। আবার চোখ বুজল।

'এখন কেমন লাগছে, নিউবোল্ড?' জিজ্ঞেস করল জো।

'নাহ!' অস্পষ্ট গলায় বলল নিউবোল্ড। 'ভাল না...কিন্তু তুমি কে?'

'জো ক্যানাভান। তোমার জন্য ডাক্তারের ব্যবস্থা করব আমি, ভেব

না।'

'লাভ নেই···দেরি হয়ে গেছে!'

সাময়িক ভাবে হলেও ঘোর কেটে গেছে নিউবোল্ডের। কিন্তু তার চোখ জোড়া অস্বাভাবিক রকম চকচক করছে।

'ভাল হয়ে যাবে তুমি,' আবার বলল জো।

মাথা নাড়ল নিউবোল্ড। 'আরেক জন লোক ছিল এখানে—'

'এড ওয়াইলি?'

'হ্যাঁ। সম্ভবত আমাকে মারতে এসেছিল সে!'

'কেন? স্ট্যাম্পীডের কথা যাতে কাউকে না বলতে পারো?'

বিস্ময়ে চোখ মেলল নিউবোল্ড। 'স্ট্যাম্পীডের কথা তুমি জানো?'

'অনেকেই জানে,' বলল জো। 'বেন নরম্যানের সঙ্গে ভিড়লে কিভাবে?'

'অভাবে পড়ে,' বলল নিউবোল্ড। 'অভাবে স্বভাব নষ্ট হয়, ন্যায়-অন্যায় বোধ থাকে না। মানুষ পশুর মত হয়ে যায়। হোমস্টেডারের ওই পরিবারটার জন্য কয়েকদিন ধরে অপেক্ষা করেছিলাম আমরা। ওয়াটার হাউস রোডের পাশে মিডৌতে গরুর পাল জড় করে রাখা হয়েছিল। ওরা আসার পর পরই—জাহান্নামে যাক, সব হোমস্টেডার। ওদের দু'চোখে দেখতে পারি না আমি। সারাজীবন কাউহ্যাণ্ড ছিল্যুম অভাবে পড়ে আজ—'

এটাই জানার ছিল জো'র। নিউবোল্ডের স্বীকারোক্তি থেকে পুরো কাহিনী আন্দাজ করতে পারছে ও। এখন জানতে হবে কে পালের গোদা? 'শোনো, নিউবোল্ড, আমি তোমার চিকিৎসার সব ব্যবস্থা করব, বিনিময়ে আমাকে এই মাত্র যা বললে সেকথা অন্যদেরকেও বলতে হবে।'

'কেন বলব না?' খেদোক্তি করল নিউবোল্ড। 'কয়েকদিন যাবৎ আহত পড়ে আছি এখানে, ওরা আমার চিকিৎসার কোন ব্যবস্থাই করেনি। উল্টে বিল এসেছিল আমাকে শেষ করে দিতে···এরপরেও

www.boiRboi.blogspot.com

ওদের জন্যে আমার দরদ থাকবে বলো?'

'বুকে বল রাখো নিউবোল্ড,' বলল জো, 'আমি এক্ষুণি ডাক্তার আনতে যাচ্ছি।'

বেরিয়ে এসে ঘোড়ায় চাপল জো। দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে হিউস্টোনের ফার্মইয়ার্ডে এসে লাগাম টানল। দরজা খুলে বেরিয়ে এল হিউস্টোন। 'নিউবোল্ড আহত, অবস্থা খারাপ,' হোমস্টেডারকে জানাল সে, 'আমি ডাক্তারের খোঁজে যাচ্ছি। কিন্তু ওকে একা ফেলে যেতে ভরসা পাচ্ছি না। তুমি ওর কাছে গিয়ে থাকবে কিছুক্ষণ?'

রাজি হয়ে গেল হিউস্টোন। দ্বিধা করল না। স্ত্রীকে সব খুলে বলে দ্রুত ফিরে এল। জো'র পেছনে স্যাডলে উঠে বসল।

'স্ট্যাম্পীডের সঙ্গে জড়িত ছিল নিউবোল্ড। গরুর পায়ের তলায় পড়ে বুকের হাড় ভেঙেছে—' যাবার পথে হিউস্টোনকে সব খুলে বলল জো।

'নিউবোল্ড অপরাধ স্বীকার করেছে। তুমি ওখানে থাকলে হয়তো আরও কিছু বলতে পারে, ভাল করে শুনে রেখো। আর একটা কথা, আত্মরক্ষার খাতিরে ওখানে একটা লোককে হত্যা করতে বাধ্য হয়েছি আমি। নিউবোল্ড যাতে স্ট্যাম্পীডের ঘটনা কাউকে বলতে না পারে সেজন্য তাকে খুন করতে এসেছিল। হঠাৎ করে আমি এসে পড়ায় আমাকে আগে শেষ করতে চেয়েছিল, কিন্তু গানফাইটে আমাকে হারাতে পারেনি।'

'সত্যিই মরে গেছে?' জিজ্ঞেস করল হিউস্টোন।

'হ্যাঁ।' জবাব দিল জো, 'লোকটার নাম এড ওয়াইলি। হানিকাট আর মার্শের সহযোগী। বেন নরম্যানের র‍্যাঞ্চে কাজ করত।'

কথা বলতে বলতে ঝরনার কাছে পৌঁছে গেল ওরা। হিউস্টোনকে কিছুটা গম্ভীর দেখাচ্ছে। এড ওয়াইলির হত্যাকাণ্ডের ঘটনা শোনার পরই ওর মধ্যে এই পরিবর্তনটা এসেছে। হিউস্টোনকে সন্তুষ্ট করার জন্যই শুরু থেকে ওদের ষড়যন্ত্রের মোটামুটি একটা চিত্র তার সামনে তুলে

ধরল জো। হিউস্টোন বিশ্বাস করল কিনা বোঝা গেল না। কোন প্রশ্ন না করে চুপচাপ জো'র কথা শুনে গেল শুধু।

কুঁড়েতে ঢুকে দেখল নিউবোল্ড ঘুমাচ্ছে। কিংবা ফের সংজ্ঞা হারিয়েছে। কয়েকবার তার নাম ধরে ডাকল জো। সাড়া মিলল না। পাশে গিয়ে বসে নাড়ি দেখল, চলছে, তবে খুব ধীরে।

হিউস্টোন নিউবোল্ডের বুকের নীলচে ক্ষতের ওপর থেকে চোখ সরিয়ে এড ওয়াইলির লাশের দিকে তাকাল। বলল, 'আমি কোন-দলে নেই! শুধু একজন লোক আহত হয়েছে বলে মানবিক কারণে এসেছি এখানে। তুমি ডাক্তার নিয়ে ফিরে না আশা পর্যন্ত আমি থাকব।'

'যথেষ্ট,' বলল জো।

'তুমি ইউনিটায় যাবে?'

'আমি নিজে যেতে পারি কিংবা ওয়াগনহুইলের কাউকে পাঠাব হয়তো,' বলল জো।

জ্ঞান ফেরার পর শেরিফের কাছে ঘটনার কি বর্ণনা দিয়েছে মার্শ কে জানে, ভাবল জো। শহরে যাওয়ার আগে ভাল মত খোঁজ নিয়ে যেত হবে।

বারো

ওয়াগনহুইলে এসে জো শুনল মার্শ শেরিফকে জানিয়েছে: জো ক্যানাভান বিনা উস্কানিতে ওদের ওপর হামলা চালিয়েছে, নিরস্ত্র ছিল ওরা।

'পসি নিয়ে এখানে এসেছিল শেরিফ,' জানাল ড্যান গোমেজ,

www.boiRboi.blogspot.com

'মাঝরাত পর্যন্ত সময় দিয়েছে তোমাকে, আত্মসমর্পণ করার জন্যে।'

'সময় দিলে কি আর না দিলেই বা কি! আত্মসমর্পণ করছি না আমি,' বলল জো। 'শেরিফ ভোরের আগে আবার আসবে মনে করো?'

'বলা যায় না। রাতেই হয়তো আবার হাজির হতে পারে। বিল ওয়ালেস নাছোড়বান্দা। যতক্ষণ তোমাকে না ধরতে পারছে ততক্ষণ বারবার আসবে।'

'তাহলে আমার র‍্যাঞ্চে থাকা উচিত হবে না। বাইরে কোথাও ক্যাম্প করে রাতটা কাটিয়ে দিতে হবে,' বলল জো। 'নিউবোল্ডকে শহরে এনে তার জবানবন্দী সবাইকে জানাতে পারলে ভাল হত।'

'শুধু নিউবোল্ড হলে চলবে না, মার্শকেও ধরতে হবে। ব্যাটার পেটে লাথি মেরে সত্যি কথা বের না করা পর্যন্ত শান্তি নেই আমার।'

'লিগনাইট ক্রীকে যাদের পাঠানো হয়েছিল, ফিরেছে তারা?' জিজ্ঞেস করল জো।

'হ্যাঁ, বেশ কিছুক্ষণ আগেই। তোমার অপেক্ষাই করছিলাম আমরা।'

'ওদের দেখা পাইনি আমি।'

'পাহাড়ী এলাকা, কে কোন পথ ধরে এসেছ···মার্শ আর হানিকাটকে শহরে রওনা দিতে দেখেই সোজা এখানে ছুটে এসেছে ওরা। হিউস্টোনের ওখানেও থামেনি। হয়তো সেজন্যেই দেখা হয়নি।'

মাথা দোলাল জো। 'নিউবোল্ডের কি ব্যবস্থা করা যায় বলো তো? ওর চিকিৎসার ব্যবস্থা করা দরকার। ইউনিটায় গিয়ে ডাক্তার ডাকতে হবে। ওর নিরাপত্তার দিকটাও দেখতে হবে আমাদের। এড ওয়াইলি ওকে মারার জন্যই গিয়েছিল ওখানে। এক কাজ কোরো, কয়েকজন লোক নিয়ে লিগনাইট ক্রীকের উদ্দেশে রওনা হয়ে যাও তুমি এখুনি। ওয়াগনহুইলের ক্রুদের পাশাপাশি আর কাউকে যোগাড় করা গেলে সুবিধা হত। নিউবোল্ডের কথাগুলো বাইরের কেউ শুনলে ব্যাপারটা—'

'নিউবোল্ডকে শহরে আনলে কেমন হয়?' জিজ্ঞেস করল ড্যান গোমেজ, 'শহর পর্যন্ত নেবার মত অবস্থা থাকলে বরং তাকে শহরেই

নিয়ে যাই।'

'নিতে পারলে তো ভালই হত, কিন্তু ডাক্তার কি বলে দেখতে হবে। ইউনিটায় ওকে তুলবে কোথায়?'

'ডক শ্লটারের বাড়িতেই রাখা যাবে। ডক ভাল লোক। সব শুনলে আর অমত করবে না। আর অমত করলেই বা কি, ইউনিটায় আমাদের পরিচিত লোকের অভাব নেই।'

'ঠিক আছে রওনা হয়ে যাও তোমরা। ডাক্তার অনুমতি দিলে আর দেরি করো না, হিউস্টোনের কাছ থেকে ওয়াগন ধার করে শহরে চলে যাবে। লিনডেন সোল ফিরেছে?'

'না।'

'ডাক্তার আনার জন্য কাউকে ইউনিটায় পাঠাও,' বলল জো, 'আর ওখানে যাবার পর চোখ কান খোলা রেখো। দেখো, পাহারায় যাতে কোন খুঁত না থাকে।'

'তুমি যাবে না?'

'না। ইউনিটায় দেখা হবে তোমাদের সঙ্গে।'

দরজার দিকে পা বাড়াল গোমেজ, মাঝপথে থেমে ঘুরে দাঁড়াল। 'তুমিও চলো আমাদের সঙ্গে,' বলল সে, 'এখানে থেকে কি করবে?'

মাথা নাড়ল জো। 'না, অন্য কাজ আছে আমার। এখানে কারা থাকছে?'

'ফ্রেড উইলিয়ামস আর টেক্স বেল—দু'জনই লড়াকু লোক।'

'ঠিক আছে, তুমি যাও। ওদের সঙ্গে কথা বলছি আমি,' বলল জো।

'আমাদের খবর কিভাবে পাবে তুমি?'

'সে আমি দেখব,' বলল জো, 'খুব জরুরী প্রয়োজন হলে এখানে একজনকে পাঠিয়ে দিয়ো।'

ড্যান গোমেজের সঙ্গে বেরিয়ে এল জো। আরও কিছু কথাবার্তা সেরে নিল। ইতিমধ্যে ঘোড়ায় স্যাডল চাপিয়ে তৈরি হয়ে নিয়েছে ওয়াগনহুইল-ক্রুরা। বারান্দায় দাঁড়িয়ে ওদের রওনা হয়ে যাওয়া দেখল

www.boiRboi.blogspot.com

জো। র‍্যাঞ্চহাউসে ফিরে এল আবার। করিডর ধরে রান্নাঘরের দিকে এগোল।

খানিক আগে স্টোভে খাবার গরম করেছে লরা। প্লেটে সাজিয়েছে জো'র জন্য নিয়ে যাবে বলে, এমনি সময়ে হাজির হলো জো।

'বাহ! দারুণ সুবাস তো!' বলল সে, 'তোমাকে হেড কুক বানিয়ে দিয়েছে নাকি?'

সাদা দাঁতে ঝিলিক তুলে হাসল লরা। 'না, আমাকে তা বানাতে যাবে কেন! নতুন এসেছি, তাই অতিরিক্ত সব কাজই করতে হচ্ছে।'

চেয়ার টেনে বসল জো। খাবার এনে দিল লরা। খেতে শুরু করল সে। সকালে এই প্রথম দানাপানি পড়ছে ওর পেটে। কফির পর প্লেটে করে বাড়তি এক টুকরো পাই এনে রাখল লরা ওর সামনে।

'শুনেছ সব?' জিজ্ঞেস করল জো।

'খানিকটা,' জবাব দিল লরা, 'স্ট্যাম্পীডের সঙ্গে জড়িত ছিল এমন একজনকে নাকি ধরতে পেরেছ তোমরা? মি. টাইলারের কোন দোষ নেই তাহলে, নাকি?'

মাথা দোলাল জো। পাইয়ের টুকরোয় কামড় দিল। ভালই বানিয়েছে, রীতিমত ভাল।

'ওরা কি মানুষ?' বলল লরা, 'পাষণ্ড না হলে এভাবে কারও ক্যাম্পের ওপর দিয়ে গরু চড়িয়ে দেয় কেউ?'

চোখ ছলছলিয়ে উঠল লরার, দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরল। সাদার ওপর নীল ডোরাকাটা নতুন গিংহ্যাম পোশাক পরে আছে সে। অচেনা একটা ফুল গুঁজেছে চুলে। পাশ ফিরে থাকায় লরার অসাধারণ প্রোফাইল তৈরি হয়েছে। মুগ্ধ চোখে চেয়ে রইল জো। লরা যেন আরও সুন্দরী হয়ে উঠেছে আজ। কিন্তু এখানে বেশি দিন থাকবে না লরা, এমন একটা মেয়ে রাঁধুনীর কাজ করবে, তা হয়! কেউ এসে ঠিক নিয়ে যাবে ওকে—টাইলারের মত একই আশঙ্কায় হঠাৎ মনটা খারাপ হয়ে গেল জো'র।

চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে চোখ বুজল সে। বড্ড ক্লান্তি লাগছে। একটু নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারলে হত!

'তোমার ঘুম দরকার,' নিচু গলায় বলল লরা।

'চোখ মেলে তাকিয়ে আবার চোখ বুজল জো। আধ-খাওয়া পাইয়ের প্লেট, কফির কাপ টেবিল থেকে সরিয়ে নিল লরা। ফিরে এসে ভেজা ন্যাকড়ায় টেবিল মুছতে মুছতে উঠানে একদল ঘোড়সওয়ার থামার শব্দ পেল, হৈ-চৈয়ের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে।

তন্দ্রা মত এসেছিল জো'র, শব্দ শুনে ধড়মড়িয়ে উঠে বসল।

দরজার কাছে গিয়ে বাইরে উঁকি দিল লরা, 'তুমি এখানে থাকো। আমি দেখছি।' দ্রুতপায়ে বেরিয়ে গেল সে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ফিরে এল আবার। ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে ওকে। 'শেরিফ ওয়ালেস,' কাঁপা গলায় বলল সে, 'সঙ্গে আরও সাতজন। আগেও একবার এসেছিল ওরা। তোমার কথা জিজ্ঞেস করছে।'

ঝট করে উঠে পেছনের দরজার কাছে চলে গেল জো। 'লরা, আমাকে দেখনি তুমি, বুঝেছ?'

মাথা নেড়ে সায় দিল লরা।

'শোনো, ওরা চলে গেলে কোরালের পেছনে গিয়ে খবর দিয়ো। আমি ওখানেই কোথাও থাকব। নিমেষে বাইরের অন্ধকারে মিশে গেল জো।

উঠানে ফ্রেড উইলিয়ামস আর টেক্স বেল শেরিফের সঙ্গে কথা বলছে। বেশির ভাগ প্রশ্নেরই জবাব দিচ্ছে ফ্রেড উইলিয়ামস। টেক্সের চেয়ে বয়সে বড় সে। পাশে নিস্পৃহ চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে টেক্স।

'ক্যানাভান ফেরেনি,' অম্লান বদনে মিথ্যে বলল ফ্রেড উইলিয়ামস।

'র‍্যাঞ্চের আর সবাই কোথায়?' জিজ্ঞেস করল বিল ওয়ালেস।

'বোধহয় শহরে গেছে।'

'তাহলে, পথে আমাদের সঙ্গে দেখা হত না?' ভ্রু কুঁচকে উঠল শেরিফের।

কাঁধ ঝাঁকাল ফ্রেড। 'রেঞ্জের ওপর দিয়ে গেছে হয়তো।'

'এতগুলো লোক একসাথে গেল অথচ ওরা কোথায় যাচ্ছে জানলে, না?'

'না, আমাকে বলে যায়নি।'

সন্দেহের চোখে র‍্যাঞ্চহাউসের দিকে তাকাল বিল ওয়ালেস। এতগুলো লোক অনুপস্থিত, ব্যাপারটা ভাল ঠেকছে না। দল বেঁধে কোথায় যেতে পারে ওরা? অনুমান করার চেষ্টা করল সে। শেষমেষ হাল ছেড়ে দিয়ে, বিরক্তির সঙ্গে থুক করে একদলা থুথু ফেলল। অস্বস্তি ভরা চোখে ফ্রেড উইলিয়ামসের দিকে তাকাল। এই বুড়োকে প্রশ্ন করে কোন লাভ নেই। জানলেও বলবে না। যাবার আগে একবার র‍্যাঞ্চ হাউসের ভেতরে তল্লাশি চালিয়ে দেখবে নাকি? হয়তো ওদের কে বোকা বানানোর জন্য, দলবেঁধে বেরিয়েছে লোকগুলো, যাতে ক্যানাভানের বদলে ওদের দিকেই মনোযোগ যায়। র‍্যাঞ্চহাউসেই কোনও ঘরে লুকিয়ে আছে হয়তো ক্যানাভান। একটু ভাবল বিল ওয়ালেস। ঘাড় ফিরিয়ে সঙ্গীদের দেখে নিল। তিনজন রাইডারকে বাইরে পাহারায় থাকতে বলে অন্যদের নিয়ে অনায়াসে র‍্যাঞ্চহাউসের ভেতরটা দেখে আসতে পারে সে।

পোর্চের সিঁড়ির ধাপে। পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছে টেক্স আর ফ্রেড উইলিয়ামস। শেরিফ ঘোড়া থেকে নেমে সঙ্গীসহ এগিয়ে যেতেই বাধা দিল উইলিয়ামস।

'ভেতরে ঢোকা যাবে না, বস্ র‍্যাঞ্চে নেই—' গম্ভীর মুখে বলল ফ্রেড।

বিল ওয়ালেসের সন্দেহ আরও ঘনীভূত হলো। নিশ্চয়ই ক্যানাভান ভেতরে গা ঢাকা দিয়ে আছে! ঝট করে কোমর থেকে পিস্তল বের করল সে। 'সরে দাঁড়াও!' কঠোর গলায় হুকুম করল। 'ভেতরে যাবই আমরা। বাধা দিয়ে লাভ হবে না!'

খানিক ইতস্তত করে পথ ছেড়ে দিল টেক্স বেল আর উইলিয়ামস।

www.boiRboi.blogspot.com

পসি সদস্যদের নিয়ে র‍্যাঞ্চহাউসে ঢুকল শেরিফ বিল ওয়ালেস। সবগুলো ঘরে তল্লাশি চালাল। কাউকে না পেয়ে হতাশ হলো। রান্নাঘরে এসে লরাকে পেল। চুলো পরিষ্কার করছে সে।

'এই রাতে চুলো ঘষতে বসেছ?' জিজ্ঞেস করল বিল ওয়ালেস।

'রাত ছাড়া আর সময় কই? সারাদিন তো চুলো জ্বলছে,' জবাব দিল লরা।

ভ্রু কুঁচকে লরাকে দেখল ওয়ালেস। ওকে ওয়াগনহুইলে দেখে বিস্ময় বোধ করছে। টাইলারকে যেখানে ওর স্বামীর মৃত্যুর জন্য সন্দেহ করা হচ্ছে, তার র‍্যাঞ্চেই কিনা মেয়েটা রাঁধুনীর কাজ করছে? প্রশ্ন করার লোভ সামলাতে পারল না সে। 'টাইলারের র‍্যাঞ্চে কাজ নিয়েছ তুমি?'

'হ্যাঁ, নিয়েছি,' সোজাসাপ্টা জবাব দিল লরা, 'কাজ দরকার ছিল। অন্য কোথাও পেলাম না।'

'তাই বলে যাকে স্ট্যাম্পীডের জন্য সন্দেহ করা হচ্ছে তার র‍্যাঞ্চেই? টাইলার দোষী প্রমাণ হতে যাচ্ছে—দু'জন সাক্ষী পাওয়া গেছে, জানো?'

'না। আমি শুনিনি,' বলল লরা। শেরিফের দিকে ঘুরে দাঁড়াল। এসব আলোচনা তার ভাল লাগছে না। পৃথিবীতে থাকা-খাওয়ার কোন জায়গা নেই, যার কোন আপনজন নেই, তার আবার এত বাছ-বিচার কিসের? এরা কেন বোঝে না সে কথা?

ক্লান্তিতে দীর্ঘশ্বাস ফেলল বিল ওয়ালেস। একেক সময় নিজের পেশার ওপর ঘেন্না ধরে যায়! মাঝে মাঝে এমন সব পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে যখন ইচ্ছে করে সব ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যায়। এই মুহূর্তেও সেরকম ইচ্ছে হচ্ছে। নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধে কাজ করে কোন আনন্দ নেই। মনের গভীর থেকে সে উপলব্ধি করছে মিথ্যে বলেছে মার্শ, তবু ক্যানাভানকে ধরার জন্য রাত বিরেতে ছোটাছুটি করতে বাধ্য হচ্ছে সে। টাইলারের ক্ষেত্রেও একই কথা। সে বিশ্বাস করে টাইলারের কোন দোষ নেই। কিন্তু সাক্ষী প্রমাণ ক্রমশ তার বিশ্বাস নাড়িয়ে দিচ্ছে। বিরক্ত

www.boiRboi.blogspot.com

চেহারায় ডেপুটিদের দিকে ফিরল সে। 'তোমাদের মধ্যে থেকে দু'জন থাকো এখানে। ক্যানাভান এলে তাকে নিয়ে শহরে ফিরবে।'

'ও ঝামেলা করার চেষ্টা করলে?' জিজ্ঞেস করল ডেপুটিদের একজন।

'ওসব জানি না। যেভাবে পারো শহরে নিয়ে যাবে ওকে,' বলল শেরিফ।

রান্নাঘর থেকে উঠানে বেরিয়ে এল সে। পসির দু'জন সদস্যকে রেখে অন্যদের নিয়ে ফিরে চলল শহরের দিকে।

চুলো ঘষার কাজ শেষ করে কফি পটের কফি চেখে দেখল লরা। এখনও বেশ গরম আছে। দুটো কাপে কফি ঢেলে পসির সদস্যদের দিয়ে পেছনের দরজার দিকে এগোল সে।

'কোথায় যাচ্ছ, মিসেস লেইনার?' পেছন থেকে জিজ্ঞেস করল একজন ডেপুটি।

'কেবিনে,' দরজার কাছে থেমে জবাব দিল লরা, 'কফি লাগলে বানিয়ে নিয়ো। সবই আছে ওখানে।'

'আমি পৌঁছে দিই তোমাকে?' জিজ্ঞেস করল ডেপুটি।

'না, ধন্যবাদ। একাই যেতে পারব।' শীতল কণ্ঠে জবাব দিল লরা। বেরিয়ে এল সে। কেবিনের দিকে হাঁটতে শুরু করল। রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে তার ওপর নজর রাখছে একজন ডেপুটি। কোনও দিকে না তাকিয়ে সোজা কেবিনে চলে এল সে।

দরজা খোলার শব্দে বুড়ি মহিলার ঘুম ভেঙে গেল। ঘুম জড়ানো কণ্ঠে সে জিজ্ঞেস করল, 'কে, লরা? এত দেরি যে?'

'সব গোছগাছ করে তারপর এলাম,' জবাব দিল লরা।

'শুয়ে পড়ো,' ঘুমে বুজে এল মহিলার কণ্ঠস্বর, প্রায় ফিসফিসানির মত শোনাল।

অন্ধকার জানালার কাছে এসে দাঁড়াল লরা, বাইরে তাকাল। ডেপুটি লোকটা রান্নাঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। খানিক অপেক্ষা করে

আবার বেরিয়ে এল সে। অর্ধ বৃত্তাকারে ঘুরে কোরালের পেছনের অন্ধকারে এসে থামল। বাঁ দিক থেকে পায়ের আওয়াজ পেয়ে ফিরে তাকাল সে। একটু পর ক্যানাভানের দীর্ঘ, অস্পষ্ট অবয়বটাকে এগিয়ে আসতে দেখল ওর দিকে।

'দু'জন লোককে রেখে গেছে শেরিফ,' ওকে জানাল লরা, 'তোমাকে শহরে নিয়ে যাবার হুকুম হয়েছে তাদের ওপর।'

কাঁধ ঝাঁকাল জো। 'এরকমই ধারণা করেছিলাম আমি, কাউকে রেখে যাবে শেরিফ।'

'এখন কি করবে?'

'কোরাল থেকে ঘোড়া নিয়ে কেটে পড়ব।'

'শব্দ শুনে টের পেয়ে যাবে না ওরা?'

'না।'

'কোথায় যাবে?'

'নরম্যানের র‍্যাঞ্চে।'

'ওখানে কেন?'

'নরম্যানকে একটু ঘাবড়ে দিতে চাই। ওয়াগনহুইলের বিরুদ্ধে কুপ্ররোচনা দিয়ে ছোট র‍্যাঞ্চারদেরকে সে-ই খেপিয়ে তুলেছে। নিউবোল্ডকে ঠিকঠাক মত শহরে হাজির করে স্ট্যাম্পীডের আসল ঘটনাটা যদি ফাঁস করে দিতে পারি—তাহলে আর কোন সমস্যা থাকবে না।'

হাসল লরা। 'তোমার কথা শুনতে ভালই লাগছে, জো। পাপের শাস্তি নরম্যান পা বে।'

'ওর শাস্তি শুরু হয়ে গেছে। ঘটনা সব ফাঁস হয়ে গেলে ইউনিটায় সে আর থাকতে পারবে ভেবেছ? ইউনিটা ছাড়তে হবে, অবশ্য ত র আগে আমার কিছু প্রশ্নের জবাব দিতে হবে তাকে।'

'ঝামেলা মিটে গেলে পুরানো র‍্যাঞ্চহাউসে ফিরে যাবে তুমি?'

'হ্যাঁ, তবে ওখানে একজন রাঁধুনী লাগবে আমার।'

www.boiRboi.blogspot.com

কেঁপে উঠল লরা। হৃৎকম্পন বেড়ে গেল। ক্যানাভানের ইঙ্গিতটা ধরতে পেরেছে সে। কিন্তু ওই ব্যাপার নিয়ে এখনই কিছু ভাবতে চায় না। এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করল সে। গলার স্বর যথাসম্ভব স্বাভাবিক রেখে বলল, 'ওখানে থাকতে হলে আগে বাড়িঘর মেরামত ক র নিতে হবে।'

'হ্যাঁ,' সায় দিল জো, 'এ ব্যাপারে পরে তোমার সঙ্গে আলাপ করব। ঝামেলাটা আগে চুকে যাক।'

গম্ভীর চোখে লরাকে দেখল জো। কপালে ভাঁজ পড়ল। ওকে নিয়ে সে কি পরিকল্পনা করেছে, ধরতে পেরেছে মেয়েটা? আজ হঠাৎ করেই, আবিষ্কার করেছে সে লরাই সেই মেয়ে যাকে সঙ্গিনী হিসেবে পেতে চায় সে। এমন ধীর স্থির সংসারী একটা মেয়ে ওর দরকার। কিন্তু এ নিয়ে তাড়াহুড়ো করতে চায় না সে। লরাও ভেবে মন স্থির করুক।

লরার হাত ধরল জো। 'ঘুমুতে যাও তুমি। এক্ষুণি রওনা হতে হবে আমাকে।'

'এত রাতে ওখানে যাওয়া কি ঠিক হবে? আমার মন সায় দিচ্ছে না। সাবধানে থেকো।'

'তুমি ঘুমুতে যাও। আমি সাবধানেই থাকব, কথা দিচ্ছি।' লরাকে ছেড়ে দিয়ে কোরালের অন্ধকারে মিশে গেল জো।

তেরো

গভীর রাতে নরম্যানের র‍্যাঞ্চহাউসে পৌঁছাল জো ক্যানাভান। চাঁদ ডুবে গেছে। তারার ম্লান আলোয় ডুবে আছে সব। চারদিকে নিস্তব্ধতার রাজত্ব। রাত-পাখির আনাগোনাও থেমে গেছে। বার্নের পেছনে এসে

ঘোড়ার লাগাম টানল জো। ঘোড়া বেঁধে রেখে বার্নের ছায়ায় এসে থামল।

একে একে র‍্যাঞ্চহাউস, উঠান আর বারান্দার ওপর সতর্ক নজর বোলাল সে। কেউ নেই, সমস্ত বাড়ি যেন ঘুমাচ্ছে। মেরিলিনের রুম চেনে ও। উঠানের ওপাশে বাড়ির ডান দিকে কামরাটা। জানালার কাছে গিয়ে ওকে ডেকে তুলবে, মনে মনে স্থির করল সে। এত রাতে জানালায় ওকে দেখার পর মেরিলিনের চেহারায় বিস্ময়ের ছাপ পড়বে কল্পনা করে বেশ পুলকিত হলো সে।

দ্রুত পায়ে উঠান পেরিয়ে মেরিলিনের জানালার কাছে চলে এল জো। খোলা জানালা খানিকটা ফাঁক হয়ে আছে। ভেতরে কারও নড়াচড়ার শব্দ শুনল বলে মনে হলো, কান খাড়া করে খানিক দাঁড়িয়ে থাকল সে। পর্দা সরিয়ে ভেতরে গলা ঢুকিয়ে দিল তারপর। 'মেরিলিন,' ডাকল চাপা স্বরে।

আবার ডাকল, সামান্য গলা চড়াল এবার। 'মেরিলিন ওঠো।' এবার শুনতে পেল মেরিলিন, ধড়মড়িয়ে উঠে বসে, তীক্ষ্ণ গলায় জিজ্ঞেস করল, 'কে? কে ওখানে?'

'আমি, ক্যানাভান,' জবাব দিল জো, 'কথা আছে মেরিলিন, এদিকে এসো।'

পলকে জানালার কাছে চলে এল মেরিলিন। জো'র হাত চেপে ধরল, নরম উষ্ণ ওর স্পর্শ। 'জো—জো—কোথায় ছিলে? খুব চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলাম আমি।'

হাসল জো। 'তাই?'

'বিশ্বাস হচ্ছে না?' আহত গলায় বলল মেরিলিন, 'আমি সত্যিই চিন্তায় ছিলাম, জো। ভেবেছিলাম আমরা—'

'জানি,' বলল জো, 'কিন্তু আমি কোথাও পালাচ্ছি না। কারণ এবার পাল্টা জবাব দেবার মত অবস্থা হয়েছে—'

'কি বলতে চাইছ, জো?'

www.boiRboi.blogspot.com

'স্ট্যাম্পীড কারা করেছে বের করে ফেলেছি আমি।'

'কিন্তু আমি তো জানতাম—'

'টাইলারের কাজ?' মাথা নাড়ল জো, 'না, স্ট্যাম্পীডটা হানিকাট, মার্শ আর নিউবোল্ডদের কীর্তি। স্ট্যাম্পীডের সময় গুরুতর আহত হয় নিউবোল্ড। গরুর খুরের নিচে পড়ে গিয়েছিল সে; তবে মরেনি, আসল ঘটনা খুলে বলার জন্যে বেঁচে আছে এখনও। আমাদের হেফাজতেই আছে সে। আশা করছি কাল আসল ব্যাপার জানতে পারব—কে ওদের ভাড়া করেছিল বের হবে।'

জো'র হাত ছেড়ে দিল মেরিলিন। আচমকা ওর মধ্যে একটা পরিবর্তন এসে গেল। 'সবটা শুনতে চাই আমি। তোমাকেও কয়েকটা জিনিস জানাতে চাই। কিন্তু এখানে না। ভয় লাগছে আমার। যে-কোন মুহূর্তে জেগে উঠতে পারে বাবা। পেছনের দরজায় আসছি আমি, তুমি ওখানটায় অপেক্ষা করো, ঝরনার কাছে গিয়ে তারপর কথা বলব, কেমন?'

মৃদু হেসে সম্মতি দিল জো।

'এক মিনিটের মধ্যে আসছি,' বলল মেরিলিন।

জানালার কাছ থেকে সরে গেল ও। ঘরের ভিতরে কাপড় পাল্টানোর আওয়াজ পেল জো। একটু পরেই আবার ফিরে এল জানালার কাছে। 'দাঁড়াও, চট করে দেখে আসি বাবা ঘুমিয়ে আছে কিনা,' ফিসফিসিয়ে বলল সে, 'বাবা টের পেলে—' কথা শেষ না করে দ্রুতপায়ে সরে গেল সে। একটু পর দরজা খুলে ওর বেরিয়ে যাবার আওয়াজ পেল জো।

অস্বস্তি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল জো। একটু বাদে ফিরে এল মেরিলিন। 'বাবা ঘুমিয়ে আছে,' ফিসফিসিয়ে জানাল সে, 'টের পায়নি কিছু। তোমাকে একটা কাগজ দেখাব, জো। তোমার দেখাটা খুব জরুরী, পেছনের দরজার কাছে চলে যাও তুমি, আমি ওটা নিয়ে আসছি।'

দেয়ালের সঙ্গে মিশে এগোল জো। পেছন দরজায় কেন? মেরিলিন

জানালা গলে বেরিয়ে এলেই তো পারত? নিজেকে প্রশ্ন করল ও। মনটা খুঁত খুঁত করছে। র‍্যাঞ্চহাউসের কোণে এসে থমকে দাঁড়াল সে। দেয়ালের সঙ্গে মিশে গিয়ে নিজেকে আড়াল করল। পেছন-দরজা খোলার আওয়াজ কানে এল। মেরিলিনকে দেখল, ওকে খুঁজছে।

'জো?' চাপা স্বরে ডাকল সে। 'জো?'

নড়ল না জো। চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল। বাইরে এল মেরিলিন, ও যেখানে দাঁড়িয়ে সেদিকে তাকাল। 'জো?' সামান্য গলা চড়াল সে। 'কোথায় তুমি?'

সামান্য সোজা হলো জো, কিন্তু পা সরছে না। পেছনের দরজার দিকে তাকাল, এখন হাট করে খোলা কবাট। চোখের কোণে একটু নড়াচড়া ধরা পড়ল যেন? অন্ধকারে ঘাপটি মেরে দাঁড়িয়ে কেউ? অপেক্ষা করছে ওর জন্যে? হাঁ করে লম্বা শ্বাস টানল ও। গুরুতর কতগুলো প্রশ্ন বুদবুদ তুলছে মনে। বাবাকে দেখার ছুতোয় কি নরম্যানকে ডাকতে গিয়েছিল মেরিলিন? একটু পরেই প্রশ্নের জবাব পেয়ে গেল সে। দরজার অন্ধকার থেকে নরম্যানের লম্বা, সামনের দিকে ঈষৎ বেঁকে থাকা অবয়ব এগিয়ে আসতে দেখা গেল মেরিলিনের কাছে। তারার আলোয় ঝিলিক দিল তার হাতের পিস্তল। চাপা ধমকের সুরে মেয়েকে সে বলল, 'ওকে ভয় পাইয়ে দিয়েছ তুমি। পেছন-দরজার কথা না বলে তখনই আমাকে সোজা তোমার রুমে নিয়ে যাওয়া উচিত ছিল!'

মেরিলিন জবাবে কি বলে শোনার জন্য আর অপেক্ষা করল না জো। দেয়াল ঘেঁষে পায়ে পায়ে পিছিয়ে এল সে। তারপর ঘুরে এক দৌড়ে চলে এল বার্নের পেছনে, ঘোড়ার কাছে।

মেরিলিনের কাছে বিস্তারিত শুনে ঘাবড়ে গেল নরম্যান। তবে মেয়েকে কিছু বুঝতে দিল না সে। বাঙ্কহাউসে এসে স্টু ক্যাডওয়েলকে ডেকে তুলল। খোঁজ করল ওয়াইলির। কাল রাতে র‍্যাঞ্চে ফেরেনি সে। গেল কোথায়? এটাও দুশ্চিন্তার একটা কারণ হয়ে থাকল।

www.boiRboi.blogspot.com

ক্যাডওয়েলকে সঙ্গে নিয়ে বার্ন, কোরাল, উঠান সর্বত্র খুঁজে হয়রান হলো সে। কোথাও পেল না ক্যানাভানকে। এতে অবশ্য অবাক হলো না সে। বোকামি করে ফেলেছে। নিজেকে গাল দিল সে। মেরিলিনের কথা না শুনে তখনই তার ওর রুমে হাজির হওয়া উচিত ছিল। তাহলে আর ক্যানাভান সটকে পড়ার সুযোগ পেত না।

ঝড়ের বেগে র‍্যাঞ্চহাউসে ফিরে এল সে। মেরিলিনকে ডেকে নতুন করে আবার জিজ্ঞাসাবাদ করল। ক্যানাভান ঠিক কি বলেছে তাকে? কি ধরনের শব্দ ব্যবহার করেছে ও? কোথায় রেখেছে নিউবোল্ডকে? আসলেই স্ট্যাম্পীডে জড়িত থাকার কথা স্বীকার গেছে নিউবোল্ড? তার নাম জড়িয়ে বলেছে কিছু?

যতদূর সম্ভব বাবার প্রশ্নের জবাব দিল মেরিলিন। তারপর পাল্টা প্রশ্ন করল, 'বাবা, এসব কি সত্যি? তিনজন লোকের নাম বলেছে জো, ওরাই কি স্ট্যাম্পীড করেছে?'

'আমি কি করে বলব?' কড়া গলায় জবাব দিল নরম্যান।

'সত্যিই জানো না?' জিজ্ঞেস করল মেরিলিন। সরাসরি নরম্যানের দিকে তাকিয়ে আছে সে, কঠিন, অপলক চোখে।

অস্বস্তিতে নড়ে উঠল নরম্যান। 'না, জানি না।'

'জো'র ধারণা স্ট্যাম্পীড করার জন্যই ওদের কেউ ভাড়া করেছিল। নিউবোল্ড তার নাম জানে—'

'জানুক, তাতে আমার কি?' রুক্ষ গলায় বলল নরম্যান। ঘেমে গেছে সে।

'তোমাকে এত বিচলিত দেখাচ্ছে কেন?'

'কে বলল? আমি ঠিকই আছি।' বলল নরম্যান, কিন্তু গলাটা কেঁপে গেল।

মেরিলিনকে দেখল সে। অপলক চোখে খানিক তাকিয়ে থাকল। বুঝতে পারছে নরম্যান, মেরিলিন তাকে বিশ্বাস করতে পারছে না, ধরা পড়ে গেছে সে। আসল ঘটনা অনুমান করে নিয়েছে ও।

'আমি আর এসবে নেই, বাবা,' আচমকা ঘোষণা করল মেরিলিন, 'সব বুঝে গেছি আমি। তোমার ওসব বদ মতলব নিয়ে আমার কাছে আর আসবে না।' শেষ কথা বলে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল সে।

চেয়ার টেনে বসে পড়ল নরম্যান। হঠাৎ খুব ক্লান্ত বোধ করছে সে। পাইপ বের করে অগ্নিসংযোগ করল। কিন্তু পাইপ টেনেও কোন স্বস্তি পেল না। বিস্বাদ লাগছে মুখ—গলা শুকিয়ে আসছে। ঘরে ঢুকল মেরিলিন। কাপড় পাল্টে রাইডিং স্কার্ট পরেছে, ওপরে জ্যাকেট। মাথায় ছোট কার্নিসের কালো টুপি। সচরাচর সে এই টুপিটাই পরে।

'এই রাতদুপুরে কোথায় চললে?' তীক্ষ্ণ গলায় জিজ্ঞেস করল নরম্যান। 'এটা কি বাইরে যাবার সময়?'

'শহরে যাচ্ছি,' জবাব দিল মেরিলিন, 'রাতে এলেনা মরিনের ওখানে থাকব।'

'তাতে কি এমন রাজ্য উদ্ধার হবে? সকালে বেরুলে কি ক্ষতি হত?'

'এখানে আমার ভাল লাগছে না। তাছাড়া আমি আমার নিরপেক্ষতা প্রমাণ করতে চাই। এ বাড়ি ছেড়ে গেলেই কেবল সেটা সম্ভব,' বলল মেরিলিন। 'তোমাকে পরিষ্কার বলে দিচ্ছি, বাবা, আমাকে বিরক্ত করবে না।'

নরম্যান পেছনে মাথা হেলিয়ে হেসে উঠল সশব্দে। 'তোমাকে বিরক্ত করব কেন? যেখানে ইচ্ছা যাও। ফেরার জন্য সাধাসাধি করতে যাব না আমি। তবে সকালেই তোমার ধারণা পাল্টে যাবে। তখন আবার অন্য কথা বলবে তুমি।'

'হয়তো,' মৃদু গলায় বলল মেরিলিন। দরজা খুলে বেরিয়ে গেল। একটু পর ওর ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনতে পেল নরম্যান। আস্তে আস্তে দূরে মিলিয়ে গেল শব্দটা।

ইউনিট্যাকে অনেকটা দূর দিয়ে পাশ কাটাল জো ক্যানাভান। দক্ষিণ-পশ্চিমে বাঁক নিয়ে লিগনাইট ক্রীকের উদ্দেশে ঘোড়া ছোটাল। এখনও

www.boiRboi.blogspot.com

অন্ধকার জমে আছে চারধারে। তবে ভোর হতে আর বেশি বাকি নেই। হিউস্টোনের ফার্মের পাশ দিয়ে যাবার সময় কেবিনে কোন আলো দেখল না। থামল না জো, ছুটে চলল। ঝরনার কাছে এসে গাছতলে লাগাম টানল।

'আর এগুবে না, মিস্টার। মাথার ওপর হাত তোলো!'

মাথার ওপর হাত তুলল জো। চুপচাপ অপেক্ষা করতে লাগল। রাইফেল হাতে কুঁড়ের জমাট অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এল এক লোক। আরেকজন বেরিয়ে এল কুঁড়ের ডানদিকের কোণ থেকে। তৃতীয়জন আত্মপ্রকাশ করল বাঁ-পাশের গাছের আড়াল থেকে। ওদের একজনকে চেনে বলে মনে হলো জো'র। ডাকল সে, 'ড্যান?'

'কে, জো?' জিজ্ঞেস করল ড্যান গোমেজ। এগিয়ে এল সামনে। চোখ ছোট করে দেখল ওকে। রাইফেল নামিয়ে সঙ্গীদের উদ্দেশে বলল, 'ঠিক আছে, এ আমাদের লোক— জো।'

হাত নামাল জো। ঘোড়া থেকে নেমে ওয়াগনহুইলের এক রাইডারের হাতে লাগাম দিয়ে ড্যান গোমেজের সঙ্গে এগোল। 'সব ঠিক আছে তো, ড্যান?'

'সব বলতে কি বোঝাচ্ছ?' জিজ্ঞেস করল ড্যান গোমেজ। 'এমনিতে কোন গোলমাল হয়নি—'

'ডাক্তার শ্লটার এসেছে?'

'হ্যাঁ। নিউবোল্ডের কাছেই আছে। রোগীর অবস্থা ভাল না। ডাক্তারের ধারণা রাত পার করতে পারবে না।'

'নিউবোল্ডের সঙ্গে কোন কথা হয়েছে?'

'না। আসার পর থেকেই দেখছি সংজ্ঞাহীন। তবে হিউস্টোনের সঙ্গে নাকি কথা হয়েছে—পুরো ঘটনা তাকে খুলে বলেছে সে। আমরা আসার একটু আগেও নাকি জ্ঞান ছিল।'

'হিউস্টোন কোথায়?'

'ভিতরে।'

কুঁড়ের দরজা খুলে ভিতরে তাকাল সে। একটা চেয়ারের ওপর কমজোরি একটা বাতি জ্বলছে। ওটার ম্লান হলুদ আলো ঘরের অন্ধকার পুরোপুরি দূর করতে পারছে না। আলো আঁধারি মিলে কেমন যেন অপার্থিব পরিবেশের সৃষ্টি করেছে। নিউবোল্ডের খড়ের বিছানার পাশে দুজন লোক বসে আছে। একজন হিউস্টোন, অন্যজন ডাক্তার শ্লটার. ছোটখাট চেহারা, কালো গভীর চোখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি।

জো ভিতরে ঢুকলে ঘাড় ঘুরিয়ে ওকে দেখল তারা। মাথা দোলাল হিউস্টোন।

'ডক,' দোরগোড়া থেকে বলল গোমেজ, 'এ জো ক্যানাভান।'

'হ্যাঁ, চিনি,' জবাব দিল ডক শ্লটার।

'কি অবস্থা, ডাক্তার?' জিজ্ঞেস করল জো।

'ভাল না,' অন্যমনস্ক গলায় বলল ডাক্তার, 'আমার কিছুই করার নেই। অবশ্য আগে এলেও কিছু করতে পারতাম না। অবাক লাগছে, এরকম গুরুতর আঘাত নিয়ে লোকটা এতদিন টিকে আছে কিভাবে!'

'তুমি আসার পর জ্ঞান ফিরেছিল?'

'না।'

'আমার সঙ্গে কথা হয়েছে,' বলল হিউস্টোন, 'অনেক কিছু বলেছে, স্ট্যাম্পীডের কথা, নরম্যান ওদের কিভাবে ভাড়া করল সেটা, তার আগে মার্শ হানিকাট আর তাকে কিভাবে হোমস্টেডার সাজিয়ে এখানে জমি ফাইল করিয়েছিল—সব। আসলে ওরা হোমস্টেডিং করতে আসেনি এখানে। টাইলারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অংশ হিসাবেই ওদেরকে আনা হয়েছিল।'

নিউবোল্ডের শিয়রে বসে ঝুঁকে দেখল জো। কেমন ফ্যাকাসে হয়ে গেছে লোকটার চেহারা। দম আছে কি নেই বোঝা যায় না। হাঁ করা মুখের কশ বেয়ে সাদা ফেনা গড়িয়ে নামছে।

'দুঃখ হচ্ছে, চেয়ে চেয়ে দেখা ছাড়া কিছুই করতে পারছি না,' বলল ডক শ্লটার।

www.boiRboi.blogspot.com

উঠে দাঁড়াল হিউস্টোন। 'ক্যানাভান, নিউবোল্ড আমাকে সবই বলেছে, এখন আমি তোমাদের কোন উপকারে আসতে পারি?'

'অবশ্যই, মি. হিউস্টোন। টাইলারকে মুক্ত করতে তোমার সাহায্য আমাদের লাগবে,' বলল জো।

'তাহলে কি করতে হবে জানিয়ো,' দরজার দিকে এগোল হিউস্টোন। দোরগোড়ায় একবার থেমে ঘাড় ফিরিয়ে বলল, 'বাড়ি যাচ্ছি আমি, মেরিকে বলে নাস্তার ব্যবস্থা করা যায় কিনা দেখি। তোমাদের সবারই কিছু খাওয়া দরকার।'

'ধন্যবাদ, হিউস্টোন,' বলল জো। নিউবোল্ডকে আরেকবার দেখে উঠে দাঁড়াল। হিউস্টোনের সঙ্গে বেরিয়ে এল কুঁড়ে ছেড়ে। এরই মধ্যে পুব আকাশ ফরসা হয়ে গেছে। পাখির দল বেরিয়ে পড়েছে বাসা ছেড়ে। উঠানে ফেলে রাখা একটা শুকনো গাছের গুঁড়ির ওপর বসলো জো।

একটু পর ড্যান গোমেজ এসে বসল ওর পাশে। সিগারেট রোল করে তামাক আর কাগজ এগিয়ে দিল জোর দিকে। সিগারেট তৈরি হলে ম্যাচ ধরাল গোমেজ।

'নড়বড়ে হয়ে গেল সব,' অসন্তুষ্ট গলায় বলল গোমেজ। 'নিউবোল্ড যদি আর একটা দিন বেঁচে থাকত—!'

সিগারেটে টান দিয়ে মাথা ঝাঁকাল জো। 'ওয়াইলিকে ওখানে কবর দিয়েছি।' আঙুল তুলে গাছতলের উঁচু ঢিবির মত কবরটা দেখাল।

অস্বস্তির সঙ্গে তাকাল জো। আরেকটা সমস্যা ঝুলে রইল—এড ওয়াইলির মৃত্যুর ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করে বোঝাতে হবে শেরিফকে।

'এবার কি করব আমরা?' জিজ্ঞেস করল গোমেজ।

একই কথা ভাবছে ক্যানাভানও। নিউবোল্ডের ওপর অনেকখানি নির্ভর করে ছিল সে। কিন্তু এখন কোন উপায় দেখছে না। 'ভাবছি হিউস্টোনকে নিয়ে আগে ইউনিটায় যাব,' ধীর গলায় বলল সে, 'তবে এখনই ব্যবহার করব না ওকে। আগে মার্শকে দরকার হবে আমাদের।'

'মার্শ?'

'হ্যাঁ। টাইলারকে ছাড়ানোর জন্য কেবল হিউস্টোন যথেষ্ট না। বেন নরম্যান ওর সাক্ষী অস্বীকার করলে কিছু করার থাকবে না। সে অনায়াসে বলে বসতে পারে হিউস্টোনকে টাকা খাইয়েছি আমরা। নিউবোল্ড থাকলে এই ভয় ছিল না।

'এখন মার্শকে তুলে এনে ওর কাছ থেকে সত্যি কথাটা বের করতে হবে। তাছাড়া হানিকাট আর ওর সঙ্গে আমার লড়াইয়ের মূল ঘটনা শেরিফকে জানানোর জন্যেও ওকে দরকার।'

'তাহলে শহরে গিয়ে আগে লিনডেন সোলের সঙ্গে দেখা করতে হবে আমাদের,' বলল গোমেজ, 'ও হয়তো বলতে পারবে কোথায় পাওয়া যাবে শয়তানটাকে।'

'আরেকটা কথা, নিউবোল্ডের মৃত্যুর খবর এখনই কাউকে জানানো চলবে না। একটু চালাকির আশ্রয় নিতে হবে আমাদের—বেন নরম্যানকে চাপের মুখে রাখতে হলে এছাড়া গতি নেই। বলতে হবে নিউবোল্ড বেঁচে আছে।'

কুঁড়ের দরজা খুলে বেরিয়ে এল ডক শ্লটার। আবছাভাবে মাথা নেড়ে এগিয়ে এল ওদের কাছে।

'শেষ?' জিজ্ঞেস করল ড্যান গোমেজ।

'হ্যাঁ,' জবাব দিল ডাক্তার। খানিক পরে বলল, 'আমরা শহরের দিকে রওনা হতে পারি এবার?'

উঠে দাঁড়াল গোমেজ। 'ডাক্তার, হিউস্টোনের কাছে তো সবই শুনেছ তুমি?'

'হ্যাঁ!' সায় দিল ডক শ্লটার।

'তাহলে তো বুঝতে পেরেছ কার বিরুদ্ধে লড়ছি আমরা। হিউস্টোনের সাক্ষীতে টাইলারকে জেল থেকে ছাড়ানো যাবে না। নিউবোল্ড হলে যেত। এখন একমাত্র উপায় মার্শকে ধরে এনে সত্যি কথা প্রকাশ করতে বাধ্য করা—আর সেটা করতে হলে ইউনিটার একটা

www.boiRboi.blogspot.com

আশ্রয় লাগবে আমাদের। তোমার বাড়িটা ব্যবহার করতে পারব?'

'আমার বাড়ি?'

'হ্যাঁ। মার্শ তো আছেই, নিউবোল্ডকেও শহরে নিয়ে যাব। ওর মৃত্যুর খবর আপাতত কাউকে জানাতে চাচ্ছি না।'

ডক শ্লটারকে ইতস্তত করতে দেখে ক্যানাভান ওদের গোটা পরিকল্পনাটা ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিল। সব শুনে সম্মত হলো ডাক্তার।

'ঠিক আছে, টাইলারকে ভাল লোক বলেই জানি আমি। তার উপকার হলে আমার আপত্তি নেই।'

'এবার?' ক্যানাভানের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল ড্যান গোমেজ।

'চলো হিউস্টোনের ওখানে নাস্তা সেরে নেই। তারপর ওর সঙ্গে কথা বার্তা সেরে ওয়াগন ধার করে নিউবোল্ডের লাশ নিয়ে রওনা দেব ইউনিটার দিকে।

উঠে দাঁড়াল জো, আড়মোড়া ভাঙল। সূর্য উঠে গেছে, উজ্জ্বল আলোয় ঝলমল করছে চারদিক। শুরু হচ্ছে আরও একটা উত্তপ্ত দিনের। ঘোড়ার দিকে পা বাড়াল সে।

চোদ্দ

ইউনিটার উদ্দেশে রওনা হলো ভ্যান্স হিউস্টোন, শহরে পৌঁছে আগে নিজের টুকটাক কিছু কাজ সেরে নেবে সে, তারপর অপেক্ষায় থাকবে ক্যানাভানের নির্দেশের। তার বেরিয়ে আসার মিনিট পনেরো পরে রওনা হয়েছে ক্যানাভান, ড্যান গোমেজ, কিম এলিস, চার্লি ফোর্ড আর ডক শ্লটার।

ওদেরকে অনুসরণ করে আসছে নিউ রোন্ডের শববাহী ওয়াগন। মূল দল থেকে বেশ খানিকটা পিছিয়ে আছে ওরা, ধীরে সুস্থে এগুচ্ছে। ওয়াগনহুইলের ক্রুরা চারপাশ থেকে ঘিরে রেখেছে ওয়াগনটাকে। স্যাডলে প্রস্তুত প্রত্যেকের উইনচেস্টার রাইফেল। ওয়াগন চালাচ্ছে লুই মারডক, দলের নেতৃত্বেও রয়েছে সে।

পশ্চিমমুখী একটা ট্রেইল ধরে এগুচ্ছে ক্যানাভান আর সহযাত্রীরা। মাইল খানেক সোজা যাবার পর ছোট্ট বাঁক নিয়ে সোজা ইউনিটা'র দিকে গেছে। নীরবে এগুচ্ছে ওরা, খুব একটা কথাবার্তা বলছে না কেউ। রোদের আঁচে দরদর করে ঘামছে সবাই। তারপরও স্বস্তি এই যে: সূর্যের গনগনে আঁচ সরাসরি ওদের মুখের নাগাল পাচ্ছে না। পশ্চিমে এগুচ্ছে, তাই রোদের পুরোটা তেজ লাগছে পিঠে।

শহরের কাছাকাছি এসে ক্যানাভানের পাশ থেকে পিছিয়ে গেল ডক শ্লটার। পেছন থেকে ড্যান গোমেজ আগে বেড়ে জায়গা দখল করল।

'শহরে ঢোকার সময় বিল ওয়ালেসের সামনে পড়ে গেলে কি করবে?' জিজ্ঞেস করল সে।

সমস্যাটা নিয়ে ক্যানাভানও ভাবছে, কিন্তু কোন কূল কিনারা পাচ্ছে না। ড্যান গোমেজ, চার্লি ফোর্ড, কিম এলিস—এদের সবার বিরুদ্ধে স্ট্যাম্পীডে জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে; ও নিজেও হানিকাটকে হত্যার দায়ে অভিযুক্ত, এ অবস্থায় শেরিফের সামনে পড়ে গেলে চোদ্দ শিক ঠেকানো যাবে না।

'শ্লটারের সঙ্গে পরামর্শ করে, দক্ষিণ দিক দিয়ে শহরে ঢোকার সিদ্ধান্ত নিয়েছি,' বলল জো। 'মেইন রোড ব্যবহার করব না আমরা, পেছন দিক দিয়ে শ্লটারের বাড়িতে গিয়ে উঠব। সেক্ষেত্রে শেরিফের সঙ্গে দেখা হবার আশঙ্কা খুবই কম।'

'লিনডেন স্যোলের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য পাঠাতে হবে একজনকে,' বলল ড্যান গোমেজ। 'সবার আগে মার্শের হদিস জানা দরকার।'

www.boiRboi.blogspot.com

মাথা দোলাল জো। 'দেখো, এক মার্শের খোঁজেই সবাইকে গলদঘর্ম হতে হয় কিনা!'

'ওয়ালেসের সঙ্গে কথা বলবে নাকি? ব্যাপারটা ওকে জানালে কেমন হয়?'

'এখন না। আগে মার্শকে খুঁজে বের করো,' বলল জো। খানিকক্ষণ চুপ করে থাকল। কপালে ভাঁজ। 'ড্যান?' ইতস্তত করে জিজ্ঞেস করল সে, 'বাবাকে কতটা চিনতে তুমি?'

'ওয়াগনহুইলের শুরু থেকে ওখানে কাজ করেছি আমি। টাইলারের সঙ্গে যেমন তোমার বাবার সঙ্গে অতটা ঘনিষ্ঠতা ছিল না আমার, তবু বলব তাকে ভাল করেই চিনতাম আমি।'

'সেদিন সকালে বাবার খুনী হিসাবে নরম্যানকেই বোঝানোর চেষ্টা করেছিলে তুমি।'

'ওটা স্রেফ অনুমান।'

'সব অনুমানেরই একটা ভিত্তি থাকে।'

তৎক্ষণাৎ কোন জবাব দিল না ড্যান গোমেজ। গম্ভীর হয়ে গেল চেহারা। সঙ্কুচিত চোখে সামনের দিকে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, 'কিন্তু আমার বেলায় তা নেই। আমার ভুল হতে পারে। ঘটনাটা অনেক দিন আগের, সব কিছু পরিষ্কার মনে নেই। তবে পুরো ঘটনাটার কথা ভাবলে এখনও ধাঁধার মত লাগে আমার কাছে। কিছু ব্যাপার ঠিক মেলাতে পারি না।'

'যেমন?'

'তোমাদের র‍্যাঞ্চে হামলার কথা বলেছিলে না?'

'হ্যাঁ। বাবা খুন হবার ক'দিন পরেই হয়েছিল সেটা।'

'একটু খুলে বলবে?'

'বাবা খুন হবার কয়েক দিন পর, এক সন্ধ্যায় নরম্যান এসে আমাদের জানাল টাইলার লোকজন নিয়ে আমাদের মেরে ফেলার জন্যে আসছে। প্রাণে বাঁচতে চাইলে জলদি পালাতে হবে। কিছুই সঙ্গে নিতে

পারিনি আমরা, এক কাপড়ে মাকে নিয়ে তুমুল গোলাগুলির মধ্যে র‍্যাঞ্চের পেছন দিক দিয়ে পালিয়েছিলাম সেদিন। পিছু ধাওয়া করেছিল ওরা। পরদিন ভোর পর্যন্ত পিছু ধাওয়া চলে...ওদের সেই চিৎকার, গোলাগুলির আওয়াজ এখনও স্পষ্ট মনে পড়ে আমার।'

'বেন নরম্যান তোমাদের সঙ্গে ছিল?'

'হ্যাঁ। আমাদের নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে দিয়ে পরে ফিরে এসেছিল সে।'

মাথা নাড়ল গোমেজ। 'বেন নরম্যানকে এখন সামনাসামনি জিজ্ঞেস করতে পারলে ব্যাপারটা খোলাসা হত। এমন একটা ঘটনার কথা ইউনিটার কেউ জানে না! ধাঁধাটা কোথায় বুঝতে পারছ? আমরা কিন্তু কেউই তোমাদের র‍্যাঞ্চে হামলার কথা শুনিনি।'

'নরম্যান মাকে বোকা বানাল কিভাবে? কিন্তু হামলার ঘটনাটাও তো মিথ্যে ছিল না!'

'তা হয়তো ছিল না। কিন্তু পুরো ব্যাপারটা সাজানোও তো হতে পারে। তোমাদের বোকা বানানো হয়েছে হয়তো। সত্যিকারের কোন হামলাই হয়নি আসলে সেদিন। তোমার মা টাইলারকে ঘৃণা করত, হয়তো সে কারণেই নরম্যানের কথা নির্দ্বিধায় বিশ্বাস করেছিল, একটুও সন্দেহ করেনি। তাই যদি না হবে ভেবে দেখো, তোমার বাবার হত্যার পর পরই এত বড় একটা ঘটনা ঘটে গেল, অথচ নরম্যান ছাড়া সে কথা আর কেউ জানল না, তা হয় কি করে? তারপর বলছ ওয়াগনহুইলের লোকজনই নাকি র‍্যাঞ্চে চড়াও হয়েছিল, অথচ আমরা এর কিছুই জানি না! আমরা এতদিন জেনে এসেছি, কাউকে কিছু না জানিয়ে ইউনিটা থেকে চলে গেছ তোমরা, ব্যস।'

বাতাস বইছে না। দারুণ গরম লাগছে। সূর্য এখন মাঝ আকাশে। রোদের আঁচ লাগছে মুখে। অস্বস্তির সঙ্গে স্যাডলে নড়েচড়ে বসল জো। হাত তুলে মুখের ঘাম মুছল। সেদিনের কথা কি করে ভুলতে পারে! স্পষ্ট মনে আছে সব। প্রাণপণে ঘোড়া ছুটিয়েছিল ওরা। মা ভাল ঘোড়া

www.boiRboi.blogspot.com

হাঁকাতে পারত না বলে ধরা পড়ে যাবার আতঙ্কে নীল হয়ে গিয়েছিল তার চেহারা। পেছনে কানে-তালা-লাগানো চিৎকার ছেড়ে গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে তেড়ে আসছিল হানাদারেরা—দুঃস্বপ্নের মত সেই স্মৃতি এখনও গেঁথে আছে ওর বুকে।

'এসে গেছি,' মৃদু গলায় জানাল গোমেজ।

সদর রাস্তা থেকে এক সার বাড়ির পেছনেই ডক শ্লটারের একতলা কাঠের বাড়ি। সামনে সবুজ ঘাসের লন, চারদিকে কাঠের বেড়া। পেছনে বিরাট বার্ন। বার্নে ঘোড়া বেঁধে রেখে বাড়ির ভিতরে ঢুকল ওরা। ডক শ্লটারের পরিবারের সদস্য মাত্র দুজন: মা আর স্ত্রী। ভেতরে গিয়ে ওদের সঙ্গে কি যেন আলোচনা করল ডাক্তার, একটু পর দুই মহিলাকে বেরিয়ে যেতে দেখল ওরা।

'বোনের বাসায় পাঠিয়ে দিলাম,' এসে জানাল শ্লটার, 'এখানে গোলমাল হলেও ওখানে নিরাপদ থাকবে ওরা।'

লিনডেন-সোলের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ল কিম এলিস। সদর রাস্তায় উঠে সেলুনের দিকে এগোল সে। অন্যরা জড় হলো শ্লটারের বসার ঘরে। বাড়ির অন্য ঘরগুলোর তুলনায় এ ঘরটা বেশ বড়। বার্নিস করা দেয়াল। বেশ পরিপাটি। চেয়ারে গা এলিয়ে দিল জো। মনে হচ্ছে, চোখ বুজলেই ঘুমিয়ে পড়বে। ঘুম যেন ওৎ পেতে আছে। ডক শ্লটারকেও হাই তুলতে দেখল। চার্লি ফোর্ড আর ড্যান গোমেজের নিদ্রাহীন চোখ রক্ত জবার মত লাল হয়ে আছে।

'দেখি, কিছু খাবারের ব্যবস্থা করা যায় কি না,' হঠাৎ বলে উঠল ডাক্তার। ফোর্ডের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুমি যাবে নাকি আমার সঙ্গে? একা পেরে উঠব না।'

'যাব। এক কালে পাকা রাঁধুনী ছিলাম আমি, বুঝলে,' সোৎসাহে বলল ফোর্ড। 'ওরা বিশ্বাসই করতে চায় না। অথচ অনেকেই কিন্তু আমার রান্নার তারিফ করেছে।'

'হ্যাঁ, সেজন্যই তো পশ্চিমে আসা-যাওয়ার পথে এত কবর দেখা

যায়!' বলল ড্যান গোমেজ।

'দেখো, তুমিও আমার রান্নার প্রশংসা করেছিলে!' প্রতিবাদ জানাল ফোর্ড। মুখ গোমড়া করে ডক শ্লটারের সঙ্গে রান্নাঘরে চলে গেল সে।

জানালায় গিয়ে দাঁড়াল জো। ব্যাংকের দিক থেকে কিম এলিসকে ফিরে আসতে দেখা গেল।

'লিনডেন সোল এখন বি এণ্ড ডব্লিউ সেলুনে আছে,' ঘরে আসার পর জানাল এলিস, 'পরবর্তী নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত ওখানেই থাকবে ও।'

'আর মার্শ?' জিজ্ঞেস করল জো।

'রিমরকে। ওর সঙ্গে বেক নরম্যান আর টেড ওভারফিল্ডকেও দেখলাম।'

'শেরিফ কোথায়?'

'শহরে নেই। বোধহয় তোমার খোঁজেই বেরিয়েছে।'

'ওর ডেপুটি?' জিজ্ঞেস করল গোমেজ।

'সেও নেই।'

'হিউস্টোনকে দেখেছ?'

'হ্যাঁ, হোটেলের বারান্দায়। ওখানেই তো থাকার কথা, নাকি?'

মাথা দুলিয়ে জো'র দিকে তাকাল ড্যান গোমেজ। 'এখন?'

'আর কারও দেখা গেলেনি?' জিজ্ঞেস করল জো।

'আর কার কথা বলছ?' জানতে চাইল এলিস।

'রাস ভারডন, কার্ল অর্ডে, স্যাম রাসেল—এদের কাউকে দেখা যায়নি? সেদিন নরম্যানের র‍্যাঞ্চে মীটিঙে উপস্থিত সবার নাম বলল জো।

'ভারডনকে দেখেছি ফীড স্টোরের সামনে,' বলল এলিস, 'অর্ডে বা রাসেলের খবর জানি না।'

'ম্যাট বরফি?'

'না।' মাথা নাড়ল এলিস, 'শহরেই আছে, হয়তো, তবে আমার সামনে পড়েনি।'

www.boiRboi.blogspot.com

'আমাদের শহরে ঢুকতে দেখেছে কেউ?'

'বোধহয় না। আর দেখলেও আমল দেয়নি।'

আবার জানালার কাছে এসে দাঁড়াল জো।

'খাবার রেডি, এসে পড়ো, জলদি!' রান্নাঘর থেকে ফোর্ডের হাঁক শোনা গেল।

খাওয়ার পাট চুকিয়ে আবার পার্লারে জমায়েত হলো ওরা। গলা খাঁকারি দিয়ে উঠে দাঁড়াল জো। নিজের পরিকল্পনা ব্যাখ্যা করল:

'শোনো,' নীরবতা নেমে এল কামরায়, জো বলে চলল, 'কিম এলিস, আবার লিনডেন সোলের সঙ্গে দেখা করো তুমি। এখান থেকে যে কোন দু'জনকে নিয়ে যাও তোমার সঙ্গে। তোমরা চারজনে সোজা রিমরকে চলে যাবে। ওখানে মার্শ থাকলে ওদের তিনজনকে ওখানে অপেক্ষা করতে বলে বেরিয়ে আসবে তুমি। তবে লিনডেন সোলকে ভাল মত সাবধান করে বলবে আমরা সেলুনে না যাওয়া পর্যন্ত সে যেন কোন ঝামেলায় না জড়ায়। এরপর তুমি ব্যাঙ্কের সামনে গিয়ে আমাদের সংকেত দেবে—মাথা থেকে টুপি খুলে আবার চাপাবে—ব্যস; তখন বেরিয়ে পড়ব আমরা এখান থেকে।'

'আর আমি কি করব তারপর?' প্রশ্ন করল এলিস।

'আবার রিমরকে ফিরে যাবে। মনে রেখ তোমার সংকেত পেলেই কেবল এখান থেকে রওনা হব আমরা। রিমরকের কোন পেছন-দরজা নেই?'

'আছে।'

'তাহলে ওপথেই ঢুকব আমরা।'

'আমাদের কাজ তো স্রেফ মার্শকে রিমরক থেকে তুলে আনা, তাই না?'

'হ্যাঁ। আপাতত তা-ই,' বিড়বিড় করে বলল জো।

'ঠিক আছে,' উঠে দাঁড়াল কিম এলিস। 'আমি তবে যাচ্ছি।' দরজা খুলে বেরিয়ে গেল সে। ওর পেছনে রওনা হলো ওয়াগনহুইলের আরও

দুই ভ্রু।

এখন শুধু অপেক্ষার পালা। জানালার কাছে ফিরে এল জো। কোমরের পিস্তল পরখ করে জো'র পাশে এসে দাঁড়াল গোমেজ। একটু পর চার্লি ফোর্ড আর ডক শ্লটারও যোগ দিল ওর সঙ্গে।

'সেলুনে বেন নরম্যান না থাকলে তেমন অসুবিধে হবে না আমাদের,' বলল গোমেজ।

'উঁহু, বেন নরম্যান কেন এখন ওর দলের যে কেউ থাকা মানেই ঝামেলা,' বলল জো।

সময় গড়িয়ে চলল। জো টের পেল, চেষ্টা করেও উত্তেজনা চেপে রাখতে পারছে না। হৃদস্পন্দন বেড়ে যাচ্ছে, আড়ষ্ট হয়ে উঠছে শরীরের সব পেশি।

আচমকা ব্যাঙ্কের পেছন থেকে বেরিয়ে এল কিম এলিস। ব্যাঙ্কের সামনে এসে দাঁড়িয়ে মাথা থেকে টুপি খুলে চুলে আঙুল চালিয়ে—আবার জায়গামত বসাল। ডক শ্লটারের বাড়ির জানালা থেকে দৃশ্যটা দেখল জো, ড্যান গোমেজ আর চার্লি ফোর্ড। ঘুরে দাঁড়িয়ে ওয়াগনহুইলের অপেক্ষমাণ ক্রুদের উদ্দেশে ইশারা করে দরজার দিকে এগোল ক্যানাভান।

'আমিও আসছি। বলা যায় না, দরকার হতে পারে,' পেছন থেকে বলল ডক শ্লটার।

'না, তুমি থাকো,' ঘাড় ফিরিয়ে বলল জো।

'এখানে খামোকা বসে থেকে কি লাভ?' অনুযোগ করল ডাক্তার।

'ঠিক আছে, এসো,' বলল জো।

প্রথমে সদর রাস্তা ধরে খানিকটা এগোল ওরা, তারপর একটা গলিতে ঢুকে পড়ল। রাস্তা মুখো বাড়িগুলোর পেছনে এসে ধন্দে পড়ে গেল জো। এতগুলো বাড়ির মধ্যে পেছন থেকে রিমরক সেলুন আলাদা করা যাচ্ছে না। ওর ইতস্তত ভাব লক্ষ করে ড্যান গোমেজ ইশারায় দেখিয়ে দিল দালানটা। 'পেছনের দরজা খোলাই পাব,' জানাল সে,

'চালু হবার পর আর কখনও বন্ধ হতে দেখিনি ওটা।' ড্যান গোমেজের কথাই সত্যি হলো, বাতাস চলাচলের সুবিধার জন্য খোলা রাখা হয়েছে কবাটটা।

সশব্দে দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকল ওরা। আলো থেকে অন্ধকারে এসে মুহূর্তের জন্য অন্ধ হয়ে গেল জো। কয়েক সেকেণ্ড সময় লাগল দৃষ্টি সয়ে আসতে। ওরা ঢোকা মাত্র সেলুনের গুঞ্জন বন্ধ হয়ে গেছে।

'ওই যে ডান দিকের কোণের টেবিলে বসে আছে,' নিচু গলায় বলল গোমেজ।

মাথা দোলাল জো। মার্শকে আগেই দেখেছে সে। টেড ওভারফিল্ড আর দু'জন অপরিচিত লোকের সঙ্গে বসে আছে লোকটা। দ্রুত চারপাশে নজর বোলাল জো। বেন নরম্যানকে খুঁজল, কোথাও দেখতে পেল না। বারে দাঁড়ানো আর টেবিলে ঘিরে বসা বেশিরভাগ লোকজন সকৌতূহলে দেখছে ওদের। বার ঘেঁষে দাঁড়ানো দু'জন লোক হঠাৎ সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে কোমরের পিস্তলের দিকে হাত বাড়াল।

'কিম, বারের দুই ব্যাটার ওপর নজর রেখো,' তীক্ষ্ণ গলায় নির্দেশ দিল জো, 'অহেতুক কেউ নাক গলানোর চেষ্টা করলে স্ট্রেট শুইয়ে দেবে।'

চমকে উঠে হোলস্টার থেকে দ্রুত হাত সরিয়ে নিল লোক দুটো। পিস্তল বের করে বারের দিকে এগিয়ে গেল কিম এলিস। পিস্তল হাতে দরজায় পজিশন নিয়েছে লিনডেন সোল। পেছনের দরজা আগলে রেখেছে ওয়াগনহুইলের আরও ক'জন রাইডার। সামনের দরজা কভার করছে চার্লি ফোর্ড আর উইল রজেল।

'কেউ নড়বে না! যে যেভাবে আছ থাকো তেমনি, আমরা কারও কোন ক্ষতি করব না,' বলল জো। 'ড্যান, এসো আমার সঙ্গে।'

মার্শের টেবিলের দিকে এগোল জো। বিস্ফারিত চোখে ওদের আগমন দেখল মার্শ। রক্ত সরে চোখেমুখে আতঙ্ক ফুটে উঠেছে তার। বিভ্রান্ত ভঙ্গিতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা মাথা দ্রুত এ-পাশ ও-পাশ নাড়তে লাগল

www.boiRboi.blogspot.com

সে। ভ্রু কুঁচকে উঠেছে ওভারফিল্ডের, দ্রুত নিঃশ্বাস পড়ছে তার।

টেবিলের কাছে থামল জো। 'মার্শ, ওঠো।'

ঢোক গিলল হোমস্টেডার। আতঙ্কিত চোখে তাকাল চারপাশে। ওভারফিল্ডের ওপর এসে স্থির হলো দৃষ্টি। হরবড় করে কি যেন বলতে গিয়ে গুলিয়ে ফেলল সব। 'টেড!...বাঁচাও, ওরা আমাকে মেরে ফেলবে।'

ঝট করে মেরুদণ্ড খাড়া করল ওভারফিল্ড। কঠোর দৃষ্টিতে তাকাল জো'র দিকে। 'কেন উঠবে ও? কোথায় যাবে?'

এগিয়ে এল ড্যান গোমেজ। টেবিলের দিকে ঝুঁকে বলল, 'তোমার জায়গায় আমি হলে কিন্তু নাক গলাতাম না, ওভারফিল্ড।'

ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়াল ওভারফিল্ড। ঠিক তখুনি নিঃশব্দে পেছনে এসে দাঁড়াল লিনডেন সোল। জো বাধা দেবার আগেই সজোরে পিস্তলের বাঁট দিয়ে আঘাত করল র‍্যাঞ্চারের ঘাড়ে। টেবিলের ওপর ঢলে পড়ল অচেতন ওভারফিল্ড।

আচমকা চাপা উত্তেজনা দেখা দিল স্যালুনে। বিভিন্ন টেবিলে। গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়ল। প্রমাদ গুণল জো, ওভারফিল্ডকে আঘাত করায় বিস্ফোরণোন্মুখ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। যে-কোন মুহূর্তে গোলাগুলি শুরু হয়ে যেতে পারে। একবার মারামারি শুরু হলে সহজে থামবে না, সেলুন ব্রঅল সম্বন্ধে খুব ভাল ধারণা আছে তার। এখন এখানে নরক ভেঙে পড়ার আগেই মার্শকে বের করে নিয়ে যেতে হবে।

পিস্তল হোলস্টারে রেখে মার্শের দু'কাঁধে হাত রাখল জো, জাপটে ধরে এক ঝটকায় দাঁড় করিয়ে ফেলল ওকে। 'সোল, ড্যান, ওকে নিয়ে জলদি বেরিয়ে যাও,' হুকুম করল সে।

পিছিয়ে এসে জায়গা ছেড়ে দিল ওদের। হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করে হাতে নিল। লিনডেন সোল আর ড্যান গোমেজ দু'পাশ থেকে মার্শকে ধরে টেনে দরজার দিকে চলল। কেউ বাধা দিল না ওদের। মার্শকে প্রায় পাঁজাকোলা করে দরজার কাছে পৌঁছে গেল দু'জন,

www.boiRboi.blogspot.com

বেরিয়ে গেল পেছনের গলিতে।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল জো। চারপাশে দ্রুত নজর বুলিয়ে পিছুতে শুরু করল সে। 'ঠিক আছে, চার্লি, সবাইকে নিয়ে সামনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাও। আমি কভার দিচ্ছি তোমাদের।'

পেছনের দরজার কাছে চলে এল সে। ওয়াগনহুইলের ক্রুরা সেলুন থেকে বেরিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল। তারপর পিস্তল তাক করে পিছিয়ে এল সে। 'কেউ পিছু নেয়ার চেষ্টা করবে না!'

বাইরে বেরিয়ে আসার পর টের পেল জো, সীমাহীন ক্লান্তিতে ওর শরীর ভেঙে আসতে চাইছে।

পনেরো

খবর পেয়ে রিমরকে ছুটে এল বেন নরম্যান। ব্যাটউইং ডোর ঠেলে সেলুনে ঢুকল। বারে দাঁড়িয়ে আছে ম্যাট বরফি, স্যাম রাসেল আর টেড ওভারফিল্ড। সামান্য শুশ্রূষার পর ওভারফিল্ডের হাতে পানীয়ের গেলাস ধরিয়ে দিয়েছে তার বন্ধুরা। কিন্তু ভীষণ খ্যাপাটে দেখা গেছে তাকে। নরম্যানকে দেখামাত্র আগুনে যেন ঘিয়ের ইন্ধন পড়ল। 'শুনেছ তো সব, এবার কি করবে?' গর্জন ছেড়ে এগিয়ে গেল সে।

'শুনেছি,' শান্ত গলায় জবাব দিল নরম্যান, 'কি করতে বলো তুমি?'

'কি করতে বলব, অ্যাঁ?' ক্রুদ্ধ গলায় চেঁচিয়ে উঠল ওভারফিল্ড। 'তোমরা কোন ব্যবস্থা না নিলে, জাহান্নামে যাও, আমি একাই বদলা নেব। নেবই!'

'কোন ব্যবস্থা নেব না সেটা তো বলিনি,' বলল নরম্যান, 'কিন্তু তুমি

কিভাবে বদলা নেবে শুনি?'

'কেন, হামলা করব—মেরুদণ্ড গুঁড়িয়ে দেব শালাদের! আজই সে রাতের পরিকল্পনা—'

'সেটা সম্ভব না,' মাঝপথে ওভারফিল্ডকে থামিয়ে দিল নরম্যান, 'মার্শকে ধরে ডক শ্লটারের বাড়িতে নিয়ে গেছে ওরা। এখন সে ওদের হাতে জিম্মি। এ পরিস্থিতিতে ওরকম কিছু করা যাবে না।'

'যাবে না কেন? সবাই মিলে হামলা চালালেই তো হয়?'

'সবাই মিলে মানে?'

'কেন?' ভ্রু কোঁচকাল ওভারফিল্ড। 'আমরা আছি, এছাড়া তখন রিমরকে যারা ছিল, ঘটনাটা যারা দেখেছে, তারাও যাবে। ইউনিটার বাসিন্দাদের মধ্যে যার এতটুকু বিবেকবোধ আছে সেই আমাদের পক্ষে থাকবে।'

'ঠিক আছে, দেখা যাক ক'জনকে পাওয়া যায়,' বলল নরম্যান। বরফির দিকে ফিরল, 'তুমি যাবে আমাদের সঙ্গে?'

'হ্যাঁ,' চটপট জবাব দিল বরফি, 'আমার সঙ্গে র‍্যাঞ্চের দু'জন কাউহ্যাণ্ড আছে, ওদেরকেও হিসাবে রাখতে পারো।'

'আমিও যাব,' বলল স্যাম রাসেল, 'রাস ভারডন আর অর্ডেও শহরে এসেছে, ওরা থাকবে আমাদের সঙ্গে।'

'খুঁজে আনো ওদের। আর আমাদের সঙ্গে আরও কেউ যেতে রাজি হলে তাকে সোজা এখানে পাঠিয়ে দেবে,' বলল নরম্যান। 'বেশি সময় নেই হাতে। মার্শকে উদ্ধার করতে চাইলে খুব দ্রুত মুভ করতে হবে আমাদের।'

বরফি আর রাসেল বেরিয়ে গেল। ওভারফিল্ডকে সেলুনে থাকার নির্দেশ দিয়ে খানিক বাদে বেরিয়ে এল নরম্যানও। তলে তলে তীব্র উত্তেজনায় ফুটছে সে। হাওয়া আবার তার অনুকূলে বইতে শুরু করেছে। আনন্দের সঙ্গে রাস্তার মাঝ বরাবর হাঁটা শুরু করল সে। সেলুনের পর দু'বাড়ি দূরে এসে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল সে। পুব দিক

www.boiRboi.blogspot.com

থেকে একটা ওয়াগন এগিয়ে আসছে। চারজন ঘোড়সওয়ার ঘিরে রেখেছে ওটাকে। এক পলকে ওয়াগনহুইলের ক্রুদের চিনতে পারল নরম্যান। আচমকা মনে হলো: ওয়াগনে করে নিউবোল্ডকেই বয়ে আনছে ওরা, আর কিছু না! ওয়াগন পাহারা দেবার এছাড়া আর কি কারণ থাকতে পারে? হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করে আনল সে। নিউবোল্ডকে সাক্ষী দেবার জন্য নিয়ে এসেছে, তারমানে ওয়াইলি ব্যর্থ হয়েছে!

পিস্তল নাচিয়ে চেঁচিয়ে উঠল নরম্যান। 'ওয়াগন থামাও! থামাও বলছি!'

জবাবে প্রহরীদের একজন ঝটকা মেরে সিক্সগান বের করেই গুলি চালাল। টুপি উড়ে গেল নরম্যানের। চেঁচিয়ে উঠল এক ঘোড়সওয়ার, 'জোরসে চালাও, মারডক।'

নরম্যানের কানের পাশ দিয়ে ক্রুদ্ধ শিস কেটে বেরিয়ে গেল আরেকজন রাইডারের গুলি। পিস্তল তুলে পাল্টা গুলি চালাল বেন। তাড়াহুড়োয় ফস্কে গেল তার গুলি। দ্বিতীয়বার লক্ষ্য স্থির করে ট্রিগার টানার আগেই হুড়মুড় করে প্রায় তার গায়ের ওপর এসে পড়ল ওয়াগন। লাফ দিয়ে একপাশে সরে যাবার চেষ্টা করল সে। সাইডওয়াকের উঁচু হয়ে থাকা কাঠের সঙ্গে হোঁচট খেয়ে ভারসাম্য হারাল, হুমড়ি খেয়ে পড়ল সাইডওয়াকের ওপর। হামাগুড়ি দিয়ে সরে গিয়ে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই উঠে বসল সে। কিন্তু ততক্ষণে ওয়াগন নিয়ে ওয়াগনহুইল ক্রুরা সামনের বাঁকে পৌঁছে গেছে। তবু পিস্তল তুলে ট্রিগার টানল সে। পেছন থেকেও তিন চারটা পিস্তল সুর মেলাল ওর সঙ্গে। ঘাড় ফিরিয়ে ওভারফিল্ড, স্যাম রাসেল আর বরফিকে দেখতে পেল বেন। উঠে দাঁড়াল সে। কাপড় থেকে ময়লা ঝাড়ল।

গোলাগুলির আওয়াজে লোকজন বেরিয়ে এসেছে। নরম্যানের চারপাশে ভিড় জমাল তারা। ক্রুদ্ধ চেহারায় নরম্যান বলল, 'মার্শের মত নিউবোল্ডকেও তুলে নিয়ে এসেছে ওরা। মারের ভয়ে এখন হয়তো দুই

হোমস্টেডারই মিথ্যে সাক্ষী দেবে। এতবড় একটা অন্যায় চুপচাপ মেনে নেবে তোমরা?' জনতার উদ্দেশ্যে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল সে।

হাত-পা বেঁধে ডক প্লটারের শোবার ঘরে বিছানায় ফেলে রাখা হয়েছে মার্শকে। ওকে ঘিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে ওয়াগনহুইল ক্রুরা। তামাটে কঠিন একেকটা চেহারা। কারও কারও দৃষ্টিতে ক্রোধ আর ঘৃণা মিশে আছে। বোঝা যাচ্ছে, হুকুম পেলে নির্দ্বিধায় ওকে খুন করে ফেলবে ওরা। ভয়ে কলজে শুকিয়ে আসছে তার। জীবনে কখনও এমন পরিস্থিতিতে পড়েনি সে।

পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে আছে জো ক্যানাভান। নিষ্ঠুর চেহারায় রাগের ছাপ। ওর মুখের কথাই তার বাঁচা মরা স্থির করে দেবে। 'মার্শ, বেহুদা সময় নষ্ট না করে, যা জানতে চাইছি বলে ফেল!' কঠোর গলায় বলল ক্যানাভান।

মাথা নাড়ল মার্শ। কিন্তু গলা দিয়ে কোন শব্দ বেরুল না। ভয়ে কণ্ঠ তালু শুকিয়ে গেছে। বাইরে গুলির শব্দ হলো, হঠাৎ আশায় দুলে উঠল তার মন: নিশ্চয়ই তাকে বাঁচাতে আসছে ওরা! কিন্তু কয়েক রাউণ্ড গুলি চালাচালির পর থেমে গেল সব। মিনিটখানেক বাদে বাড়ির পেছনের উঠানে ঘড়ঘড় আওয়াজ তুলে একটা ওয়াগন এসে থামল। ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল সবাই।

একটু পরেই ফিরে এল ক্যানাভান। ওর পেছন পেছন আপাদমস্তক কম্বলে মোড়া একটা লাশ বয়ে ঘরে ঢুকল আরও দু'জন। ক্যানাভানের নির্দেশে একপাশে মেঝের ওপর নামিয়ে রাখল ওরা সেটাকে। কম্বল সরানো হলো মুখের ওপর থেকে। দম আটকে ঘাড় কাত করে দেখল মার্শ। নিউবোল্ডকে দেখে ধড়াশ করে উঠল তার বুক। এক পলক দেখেই বুঝল বেঁচে নেই নিউবোল্ড। হাঁ হয়ে আছে মুখ, শুকিয়ে যাওয়া লালচে ফেনার দাগ ঠোঁটের কোণে।

'মুখ না খুললে তোমার অবস্থাও ওর মত হবে,' বলল ক্যানাভান, 'ঠিক আছে, ঢেকে দাও।'

নিউবোল্ডের মুখের ওপর কম্বল টেনে দিয়ে মুখ বিকৃত করে পিছিয়ে এল লুই মারডক। 'গন্ধ বেরুতে শুরু করেছে,' বিড় বিড় করে বলল সে।

আচমকা চেঁচিয়ে উঠল মার্শ। হিস্টিরিয়ায় আক্রান্তের মত হাত-পা ছুঁড়তে লাগল সে। পুরো বিছানা প্রবল ভাবে কাঁপতে লাগল। হাত-পায়ের দড়ির শক্ত বাঁধন মাংস কেটে বসে গেল। গোঁ গোঁ শব্দ বেরিয়ে আসতে লাগল তার গলা দিয়ে। কিছুক্ষণ পর ক্লান্ত হয়ে হাঁ করে শ্বাস টানতে লাগল মার্শ।

'পানি ঢালো,' বিরক্তির সঙ্গে হুকুম দিল জো।

কিম এলিস এক বালতি পানি এনে ঝপাৎ করে ঢালল মার্শের মুখের ওপর। খালি বালতি হাতে বেরিয়ে গেল আবার। এগিয়ে এসে মার্শের ওপর ঝুঁকল জো। এক নজর দেখে সোজা হলো। 'মার্শ, এসব ভোগলামিতে লাভ হবে না—'

'কি—কি জানতে চাও তোমরা?' হাঁ করে শ্বাস টেনে বলল মার্শ। তার মনের জোর নিঃশেষ হয়ে গেছে পুরোপুরি।

'স্ট্যাম্পীডের কথা বলো।'

'আমি—আমি কিছু করিনি,' তড়িৎ জবাব দিল মার্শ, 'আমি ওদের সঙ্গে ছিলাম, কিন্তু স্ট্যাম্পীড করেছে হানিকাট আর নিউবোল্ড। আমি ওদের পেছনে পাহারায় ছিলাম।'

'তোমাদেরকে এই বেসিনে এনেছে কে?'

'বেন নরম্যান।'

'গোড়া থেকে বলো সব,' তাড়া দিল জো, 'নরম্যানের সঙ্গে তোমাদের দেখা হলো কি করে? কত টাকা দিয়েছে সে তোমাদের?...সব খুলে বলো।'

সব প্রশ্নের জবাব দিল মার্শ। হঠাৎ করেই নিজেকে বাঁচানোর একটা পথ দেখতে পেল যেন সে। ধীরেসুস্থে খব সতর্কতার সঙ্গে ক্যানাভানের

www.boiRboi.blogspot.com

জেরার উত্তর দিল সে। কৌশলে স্ট্যাম্পীডের সমস্ত দায়-দায়িত্ব চাপিয়ে দিল হানিকাট আর নিউবোল্ডের ঘাড়ে। অপেক্ষাকৃত শিথিল কিছু অপরাধের দায় নিজের ঘাড়ে নিল শুধু।

ওয়াগনহুইলের এক রাইডার, উইল রজেল ঢুকল ঘরে। ক্যানাভানের কানে কানে কি যেন বলল সে।

'কি জন্যে এসেছে ও?' ভ্রু কুঁচকে প্রশ্ন করল জো।

'দেখা করতে চায় তোমার সঙ্গে,' জবাব দিল রজেল, 'আর কিছু বলেনি।'

বিরক্ত চেহারায় দরজার দিকে এগোল জো, মাঝ পথে একবার থেমে দাঁড়িয়ে বলল, 'কেউ একজন মার্শের জবানবন্দী লিখে ফেলো, কে লিখবে?'

'আমি,' সাগ্রহে বলল ডক শ্লটার।

'ঝটপট লিখে ফেলো তাহলে,' বলল জো, 'শেরিফ এলে তার সামনেই মার্শের হাতে সই করিয়ে নেওয়া যাবে ওটায়।'

রুম থেকে বেরিয়ে এল সে, পার্লারে পা দিয়েই মেরিলিনকে দেখতে পেল।

ওকে দেখেই চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল মেরিলিনের, হাত বাড়িয়ে ছুটে এল। জো'র বুকের সঙ্গে প্রায় মিশে গিয়ে বলল, 'জো, আর কোন উপায় না পেয়ে চলে এসেছি। রাগ করোনি তো?'

'উপায় না পেয়ে মানে?' অস্বস্তির সঙ্গে জানতে চাইল জো।

'না, তোমাকে খুব দেখতে ইচ্ছে করছিল,' প্রায় ফিসফিসিয়ে বলল মেরিলিন।

'তুমি জানো আর একটু পরেই কি ঘটতে যাচ্ছে এখানে?'

সায় দিল মেরিলিন। 'জানি।'

কাঁধের ওপর থেকে মেরিলিনের হাত নামিয়ে দিল জো। ওকে পাশ কাটিয়ে জানালায় এসে সদর রাস্তার দিকে তাকাল।

ওকে অনুসরণ করে পেছনে এসে দাঁড়াল মেরিলিন। 'বাবাকে

www.boiRboi.blogspot.com

অনেক বোঝানোর চেষ্টা করেছি আমি, কিন্তু কোন কথাই কানে তুলছে না। বাবাকে—এখন একেবারে অন্য মানুষ বলে মনে হচ্ছে!'

'কাল রাতের মত—যখন পিস্তল হাতে আমাকে খুন করার জন্য দাঁড়িয়েছিল পেছনের দরজায়?' খোঁচা দিয়ে জিজ্ঞেস করল জো।

আড়ষ্ট হয়ে গেল মেরিলিন। 'বাবা জেগে আছে আমার জানা ছিল না। বিশ্বাস করো, আমি দেখে এসেছিলাম বাবা ঘুমোচ্ছে। তাছাড়া—আসলে তোমার সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিল বাবা—'

ঘুরে দাঁড়াল জো। 'মেরিলিন, রাখো এসব ফালতু কথা। বলো কেন এসেছ এখানে?'

ঠোঁট কামড়ে ধরল মেরিলিন। 'সে কথা কি মুখ ফুটে বলতে হবে আমাকে? বুঝতে পারো না?'

'না। হোটেলের পোর্চে তোমার সঙ্গে যেদিন আমার প্রথম দেখা হলো সেদিনই আমার কাছে মিথ্যে কথা বলেছ তুমি। টাইলার হোটেলে থাকা সত্ত্বেও নেই বলেছিলে, তারপর ওই দিন রাতেও আমাকে সাহায্য করার ভান করেছ, আসলে আমাকে আটকে রাখতে চেয়েছিলে তুমি। আমি যখন তোমার নিষেধ অগ্রাহ্য করে পালিয়ে এলাম তখন দরজা ভেঙে এক লোক ঘরে ঢুকে গুলি চালায়। তারমানে আগে থেকেই ওই লোক জানত আমি তোমার রুমে আছি। আর কাল রাতে পেছনের দরজায় যেতে বলে নরম্যানের হাতে তুলে দিতে চেয়েছিলে আমাকে। তোমার বাবার হাতে পিস্তল দেখেছি আমি। আগাগোড়া আমার সঙ্গে মিথ্যাচার করে এসেছ তুমি। এরপরও আশা করো, আমি আপনাআপনি বুঝে নেব কেন এসেছ তুমি?'

ঘন ঘন মাথা নাড়ল মেরিলিন। 'ভুল, আমাকে ভুল বুঝেছ তুমি জো। সেদিন আমি ভেবেছিলাম মি. টাইলার সত্যি চলে গেছে। ওর মত অন্য কাউকে বোধহয় টাইলার ভেবে ভুল করেছিলাম। তোমাকে আমার রুমে আটকে রাখতে চেয়েছিলাম, কারণ আমি ভেবেছিলাম ওখানে তুমি নিরাপদ...আর গতরাতে—'

হাত তুলে ওকে থামাল জো। 'বাদ দাও!'

মাথা নাড়ল মেরিলিন। 'কিন্তু আমাদের ভুল বোঝাবুঝির—'

'মোটেও ভুল বুঝিনি আমি,' শুকনো গলায় বলল জো।

রাগ ঝলসে উঠল মেরিলিনের চেহারায়।

আচমকা খপ্ করে মেরিলিনের হাত খামচে ধরল জো। টেনে নিয়ে এল ওকে দরজার কাছে, তারপর একপাশে সরে দাঁড়িয়ে দরজা মেলে ধরে বলল:

'বিদায়, মেরিলিন। জানি না, কি মতলবে এসেছিলে। জানার ইচ্ছেও নেই। তবে এখন একটা কাজ করলে খুশি হব, তোমার বাবাকে বলবে ইউনিটায় তার খেলা শেষ—এখনও পালানোর শেষ সুযোগ আছে।'

মুখচোখ বিকৃত হয়ে গেল মেরিলিনের। রাগে থর থর করে কাঁপতে লাগল সে। আচমকা বাঁ-হাত তুলে চটাশ্ করে এক চড় কষিয়ে দিল ক্যানাভানের গালে।

জো বলল, 'ধন্যবাদ, মেরিলিন, এই প্রথম একটা কাজে সততার পরিচয় দিলে তুমি।'

ঝট করে ঘুরে প্রায় দৌড়ে পার্লার ছেড়ে বেরিয়ে গেল মেরিলিন।

ষোলো

তিনজন লোক বেরিয়ে এল ব্যাঙ্কের পেছন দিক থেকে। ওদের অনুসরণ করল আরও ক'জন। ছোট আরেকটা দল বেরিয়ে এল এরপর। এবং আরও একটা। এভাবে প্রায় জনাত্রিশেক লোক জড় হলো ব্যাঙ্কের

www.boiRboi.blogspot.com

সামনে। সবার হাতেই রাইফেল।

ডাক্তার-বাড়ির জানালা থেকে ওদের কাজ-কারবার দেখছে জো ক্যানাভান আর ড্যান গোমেজ। ইতিমধ্যে পশ্চিম আকাশে হেলে পড়েছে সূর্য। ফুরিয়ে যাচ্ছে আরও একটা দিন।

'অনেক লোক যোগাড় করেছে দেখছি নরম্যান,' বলল ড্যান গোমেজ, 'আমি ভেবেছিলাম বেশি হলে দশ-বারো জন হয়তো যোগাড় করতে পারবে।'

এ সময় মাথার ওপর রুমাল নাড়াতে নাড়াতে এগিয়ে এল এক লোক। বেন নরম্যান।

'আমি ওর সঙ্গে কথা বলছি, জন,' বলল জো, 'এই ফাঁকে শেরিফকে খুঁজে বের করো। এই মুহূর্তে ওকেই আমাদের সবচেয়ে বেশি দরকার।'

'কোথাও যাচ্ছি না আমি, এখানেই থাকব।'

'না, যা বলছি শোনো। যে করে হোক খুঁজে আনো শেরিফকে। মার্শের জবানবন্দী ওকে শোনানো দরকার। আমি নরম্যানের সঙ্গে কথা বলব, এই সুযোগে বার্ন থেকে ঘোড়া নিয়ে বেরিয়ে যাবে তুমি, ওরা তোমাকে দেখতে পেলেও গুলি চালানোর সাহস পাবে না।'

মুখ বাঁকাল গোমেজ। 'কিন্তু আমার তো এখানে থাকা দরকার।—'

'তুমি না গেলে অন্য কাউকে পাঠাতে হবে। তবে আমি এমন কাউকে পাঠাতে চাইছিলাম, যাকে শেরিফ ভাল করে চেনে, এবং ওয়াগনহুইলে তার বিশেষ গুরুত্ব আছে—সে হিসাবে তোমার চেয়ে যোগ্য আর কাউকে তো দেখছি না।'

'শেরিফকে এখন কোথায় পাব?'

'একটু খোঁজ করলেই পেয়ে যাবে। তা না হলে ভীষণ বিপদে পড়ে যাব আমরা। বড়জোর দিনের আলো মিলিয়ে যাওয়া পর্যন্ত ওদেরকে ঠেকিয়ে রাখা যাবে, অন্ধকার ঘনালে কি হবে নিজেই বুঝে নাও।'

হতাশায় দীর্ঘশ্বাস ফেলল গোমেজ। 'বেশ, যাচ্ছি। তবে আগেই

বলে রাখছি আগামীতে কোন লড়াই বাধলে শেরিফের খোঁজে তোমাকে যেতে হবে।'

'আচ্ছা, যাব,' বিড় বিড় করে জবাব দিল জো।

জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল সে। বেন নরম্যান পৌঁছে গেছে, পিকেট ফেন্সের ছোট গেট ঠেলে উঠানে ঢুকল সে। দরজার দিকে এগোল জো। ঘাড় ফিরিয়ে গোমেজের উদ্দেশে বলল, 'সাবধানে থেকো।'

'তুমিও সাবধানে থেকো,' বিড়বিড় করে বলল ওয়াগনহুইল-ফোরম্যান।

পার্লারের দরজা খুলে পোর্চে বেরিয়ে এল জো। সিঁড়ির ধাপে দাঁড়িয়ে আছে নরম্যান। শুকনো হেসে জো বলল, 'হ্যালো, বেন, কি চাই?'

'কি চাই তুমি জানো,' সংক্ষিপ্ত জবাব দিল নরম্যান। গলার স্বর রুক্ষ। 'মার্শ আর নিউবোল্ডকে চাই আমি, ওদের ফেরত দাও। তোমাদের তাহলে নিরাপদে শহর থেকে বেরিয়ে যেতে দেওয়া হবে।'

মাথা নাড়ল ক্যানাভান। 'সব ঝামেলা মিটিয়ে তবে আমরা শহর ছাড়ব, বেন। শেরিফ যতক্ষণ না আসছে মার্শ আর নিউবোল্ড ততক্ষণ আমাদের হেফাজতেই থাকবে। শেরিফ এলে তার হাতে সোপর্দ করব দু'জনকে।'

'না। আমাদের হাতে তুলে দিতে হবে!' ধমকের সুরে বলল নরম্যান, 'নইলে মারাত্মক বিপদ হবে তোমাদের।'

'হোক।'

'ওদের ছিনিয়ে নিতে বাধ্য কোরো না।'

'পারলে নাও! অর্বাচীনের মত কথা না বলে বাস্তব অবস্থা বোঝার চেষ্টা করো। মার্শ আর নিউবোল্ড শেরিফের কাছে মুখ খুললে তোমার অবস্থা কি হবে একবার ভেবে দেখো।'

মাথা নাড়ল নরম্যান। লম্বা শ্বাস টানল। 'আমার কিছুই হবে না।

www.boiRboi.blogspot.com

ওদের মিথ্যে কথার জবাব আমার কাছে তৈরি আছে। তাছাড়া ভয় কি, স্বেচ্ছায় তুমি ওদের না দিলে আমরা ছিনিয়ে নেব! আসছি শিগগিরই! ইউনিটার সবাই আমাদের পেছনে আছে।'

'তাই করো, আমরা তৈরি আছি,' বলল জো।

ফিরে চলল নরম্যান। পিকেট ফেন্সের দরজা খুলে ঘুরে তাকাল একবার। 'আমার কথা শুনলে ওয়াগনহুইল পুরোটাই তোমার হত,' তিক্ত কণ্ঠে বলল সে, 'তুমি তোমার বাবার মতই গোঁয়ার এবং নির্বোধ!'

'বাবাকে তুমি পছন্দ করতে না, তাই না?'

'ওকে ঘেন্না করতাম আমি।' ঘুরে হন হন করে হাঁটতে শুরু করল নরম্যান।

পেছন থেকে চেঁচিয়ে জো জিজ্ঞেস করল, 'সেই রাতে আমাদের র‍্যাঞ্চে হামলাটা তোমার সাজানো নাটক ছিল, ঠিক না?'

নরম্যান জবাব দিল না। দ্রুত পায়ে ব্যাঙ্কের সামনে অপেক্ষমাণ জনতার দিকে এগিয়ে গেল।

'ভেতরে ঢুকে পড়ো, জো,' পার্লার থেকে ডাকল কিম এলিস, 'যে কোন মুহূর্তে হামলা চালাবে ওরা।'

ঘরে ঢুকে দরজা আটকে দিল জো। 'গোমেজ গেছে?'

'হ্যাঁ।'

'সবাইকে এখানে আসতে বলো,' বলল জো। জানালায় এসে বাইরে তাকাল আবার। বেন নরম্যান হাত নেড়ে কি যেন বোঝাচ্ছে জনতাকে। হামলার পরিকল্পনা নিচ্ছে হয়তো। আক্রমণের কৌশল বুঝিয়ে দিচ্ছে নরম্যান।

মিনিটখানেক পরেই ডক শ্লটারের বাড়ির দিকে এগোতে শুরু করল ওরা। সংখ্যায় ওরা বিশাল। পরে আরও পাঁচ-ছ'জনের একটা সশস্ত্র দল এসে যোগ দিয়েছে। ওদের আক্রমণের ধরনেও সংখ্যার বিশালত্বের ছাপ প্রচ্ছন্ন হয়ে উঠেছে—মিছিলের মত এগিয়ে আসছে ওরা। প্রতিপক্ষের এই বিশাল আকার দেখে যে কারও মনে ভয় ঢুকে যাওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু ঘাবড়াল না ওয়াগনহুইল-ক্রুরা। রাইফেল হাতে শক্ত অবস্থান নিয়ে

বসল ওরা বিভিন্ন জানালা আর দরজার কাছে।

'আরও কাছে আসতে দাও ওদের,' বলল জো, 'তারপর সামনে মাটি লক্ষ্য করে গুলি চালাবে। তাতে না থামলে পায়ে গুলি করবে ওদের।'

স্রোতের মত এগিয়ে আসছে শত্রুবাহিনী। অপেক্ষা করতে লাগল জো। বাড়ির দু'শো গজের মধ্যে আসার'পর গুলি চালানোর হুকুম দিল ও। 'চালাও গুলি!'

জো'র নির্দেশ মত কাজ করল ওরা। দরজা-জানালার আড়াল থেকে গর্জে উঠল রাইফেলগুলো। জনতার সামনে ত্রিশ গজ দূরে ধুলোর মেঘ উড়াল ওদের বুলেট। ভয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল পুরো দলটা, যারা সামনে ছিল সাইডওয়াক লক্ষ্য করে ঝাঁপ দিল তারা। তারপর পাল্টা গুলি বর্ষণ শুরু হলো। হাঁটুর ওপর রাইফেল রেখে লক্ষ্যস্থির করে গুলি ছুঁড়তে শুরু করল প্রতিপক্ষ। ঝন ঝন শব্দে শ্লটারের বাড়ির জানালার কাচ ভেঙে পড়তে লাগল। বাইরে নরম্যানের গলা শুনল জো, গলা চড়িয়ে হুকুম দিচ্ছে। হঠাৎ কয়েকজন লোক গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে এঁকেবেঁকে শ্লটারের বাড়ির দিকে ছুটে এল।

'পায়ে গুলি করো ওদের!' চেঁচিয়ে উঠল জো, 'একটাও যেন ভেতরে ঢুকতে না পারে।'

গর্জে উঠল কয়েকটা রাইফেল। দৌড়ের ওপর আচমকা ঝাঁকুনি খেয়ে থেমে গেল ক'জন, যেন পেছন থেকে কেউ টেনে ধরেছে ওদের। তারপর হাঁটু চেপে ধরে বসে পড়ল ওরা। জবাই করা পশুর মত গড়াগড়ি খেতে দেখা গেল কয়েকজনকে। একজন মাথার ওপর হাত তুলে আর্তনাদ করে উঠল। হাত থেকে খসে পড়ল তার রাইফেল। হাঁটু ভাঁজ হয়ে গেল, মাটিতে লুটিয়ে পড়ল সে। আর নড়ল না।

হঠাৎ ছত্রভঙ্গ হতে শুরু করল জনতা। আশ্রয়ের খোঁজে ছুটল দু'পাশের দালান কোঠার উদ্দেশে। চিৎকার করে, হাত-পা ছুঁড়ে ওদের থামানোর চেষ্টা করল নরম্যান। কেউ কান দিল না তার কথায়। মুহূর্তের মধ্যে ফাঁকা হয়ে গেল রাস্তাটা। কেবল গুলিবিদ্ধ লোকগুলো চিৎ হয়ে

www.boiRboi.blogspot.com

পড়ে থাকল।

ব্যাগ হাতে উঠে দাঁড়াল ডক শ্লটার। দরজার কাছে গিয়ে মুখ টিপে হেসে বলল, 'মানা কোরো না, এখন আমি নিরপেক্ষ।'

বাইরে এসে প্রথমে যাকে সামনে পেল তার পাশে ব্যাগ খুলে বসে পড়ল ডক। জখম পরীক্ষার করে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছুটল আরেকজনের কাছে। মোটামুটি চারজনের ক্ষতের পরিচর্যা সেরে, বাকিদের জখম পরীক্ষা করে উঠে দাঁড়াল সে। চেঁচিয়ে ডাকল জোকে। 'এখানে কাউকে পাঠাও। ভেতরে নিয়ে যেতে হবে এদের।'

'আমি যাচ্ছি,' উঠে দাঁড়াল চার্লি ফোর্ড।

ধরাধরি করে আহত চারজনকে ভেতরে আনা হলো। ওদের চিকিৎসায় ব্যস্ত হয়ে পড়ল ডাক্তার। আহতদের মধ্যে স্যাম রাসেল রয়েছে, নরম্যানের দলের খুদে র‍্যাঞ্চারদের একজন। হাঁটুতে গুলি লেগেছে তার। ব্যথায় ককাচ্ছে, কিন্তু তার মাঝেও শাসিয়ে চলেছে ওয়াগনহুইল-ক্রুদের।

'ভেব না লড়াই শেষ হয়ে গেছে!' ঠোঁট কামড়ে ব্যথা ভোলার চেষ্টা করল সে, 'আজ ওয়াগনহুইলকে উচিত শিক্ষা দেওয়া হবে। একেবারে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেব তোমাদের। এরপরের আক্রমণে দ্বিগুণ লোক অংশ নেবে।'

'মার্শের কাছে নিয়ে যাও ওকে,' নির্দেশ দিল জো, 'মার্শের কথাগুলো শোনাও ওকে। অন্যদেরও নিয়ে যাও। ওরাও শুনুক।'

জানালায় কিম এলিসের পাশে এসে দাঁড়াল জো। 'ওরা আবার জড় হচ্ছে। এবার হয়তো পেছন থেকেও আক্রমণ চালাতে পারে। বাড়ির পেছনেও চোখ রাখার ব্যবস্থা করা দরকার।'

রান্নাঘরে চলে এল জো। স্টোভের ওপর কেতলিতে কফির জল ফুটছে। একটা কাপ বের করে সেটায় কফি ঢেলে টেবিলে এসে বসল ও। টানটান হয়ে আছে শরীরের পেশিগুলো। নার্ভাস লাগছে। শেষ পর্যন্ত আয়ত্তে থাকবে তো পরিস্থিতি? অন্ধকারে আবার হামলা চালাবে নরম্যান, সন্দেহ নেই। তখন ওদের ঠেকানো মুশকিল হবে। সে চতুর্মুখী

হামলার পাঁয়তারা করলে বেশিক্ষণ টিকবে না ওদের প্রতিরোধ।

দেখতে দেখতে বিকেল পেরিয়ে গেল। সূর্য অস্ত গেল। সন্ধ্যা নামল। চারপাশে দ্রুত অন্ধকার জমাট বাঁধতে শুরু করল। উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা নিয়ে আবার পার্লারের দিকে পা বাড়াল জো। উঁকি দিয়ে শোবার ঘরটা দেখল একবার। মেঝেতে আহত চারজনকে শোয়ানো হয়েছে, নিউবোল্ডের কম্বল-মোড়া লাশটা দেয়ালের কাছে সরিয়ে রাখা হয়েছে। ক্যানাভানকে দেখে ভাবলেশহীন চেহারায় তাকাল রাসেল।

'হোমস্টেডারগুলো মহা মিথ্যুক,' তিক্ত গলায় বলল সে, 'এক বর্ণও সত্যি কথা বলে না হারামির বাচ্চাগুলো!'

'বাহ্! এখন সবাই মিথ্যেবাদী হয়ে গেছে, না? অথচ সে যখন স্ট্যাম্পীডের জন্য টাইলারকে, আর হানিকাটকে হত্যার দায়ে আমাকে দায়ী করেছে তখন তো বিশ্বাস করেছিলে!'

'তখন বন্দী ছিল না ওরা।'

'বন্দী না থাকলেও নরম্যানের কাছ থেকে টাকা খেয়েই মিথ্যে সাক্ষী দিয়েছিল তারা। তোমাদের জারিজুরি সব ফাঁস হয়ে গেছে, বুঝলে!'

চোখ বুজল স্যাম রাসেল। 'চলে যাও তুমি, একা থাকতে দাও আমাকে।'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে পার্লারে ফিরে এল জো। বাইরে অন্ধকার আরও নিবিড় হয়ে এসেছে। সদর রাস্তা, দু'পাশের দালানকোঠা আর গলিমুখগুলো এরই মধ্যে অন্ধকারে ঢাকা পড়ে গেছে।

কিম এলিস ওর পেছনে এসে দাঁড়াল। অনেকটা স্বগতোক্তির মত বলল, 'এ রকম অন্ধকারে হামলা চালানোর সুযোগ হাতছাড়া করতে চাইবে না নরম্যান।'

আবছাভাবে মাথা নেড়ে সায় দিল জো। 'সে ভেতরে ঢুকে পড়লে মুসিবতে পড়ে যাব আমরা!'

'তুমি চিন্তা কোরো না, একটা মাছিও ভেতরে আসতে পারবে না,' দৃঢ় গলায় বলল কিম এলিস।

আশ্বস্ত হতে পারল না জো। গলার জোরে একটা কিছু বললেই তো

www.boiRboi.blogspot.com

আর হবে না। বাস্তব পরিস্থিতি বিবেচনায় আনতে হবে। অন্ধকারে চতুর্দিক থেকে হামলা এলে ক'জনকে ঠেকাবে ওরা? অন্ধকারে ক'জনকেই বা নিশানা করা যাবে? হঠাৎ বাইরে থেকে বেন নরম্যানের কণ্ঠস্বর ভেসে আসতেই আড়ষ্ট হয়ে গেল জো।

'ক্যানাভান!' চেঁচিয়ে ডাকল র‍্যাঞ্চার, 'শেষ সুযোগ দিচ্ছি তোমাকে। মার্শ আর নিউবোল্ডকে ছেড়ে দাও।'

'পারলে নিয়ে যাও এসে,' জবাব দিল ক্যানাভান।

দরজার দিকে পা বাড়াল সে, হঠাৎ মাঝপথে ঝুপ করে বসে পড়ল। আচমকা গুলি ছুঁড়তে শুরু করেছে নরম্যানের বাহিনী। ঝনঝন শব্দে ভেঙে পড়ল জানালার কাচ। হামাগুড়ি দিয়ে দরজার কাছে পৌঁছাল জো। কবাট খুলে প্রতিপক্ষের রাইফেলের অগ্নিঝলক লক্ষ্য করে ক'রাউণ্ড পাল্টা গুলি চালাল। অন্য জানালা-দরজায়ও জীবন্ত হয়ে উঠল ওয়াগনহুইলের বন্দুক।

তুমুল গোলাগুলির মধ্যেই জানালার কাছে কার যেন ককিয়ে ওঠার আওয়াজ পেল জো, নেতিয়ে পড়ল লোকটা। লিনডেন সোল, অনুমান করল সে। ওই পজিশনেই তাকে শেষবার দেখা গিয়েছিল। হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে গেল জো। অন্ধকারে হাতড়ে খুঁজে বের করল আহতকে। তার বুকে হাত দিয়ে আঠালো রক্তের স্পর্শ পেল। ভিজে গেল হাতের তালু।

'ডক,' চেঁচিয়ে উঠল সে, 'ডক শ্লটার, এখানে একজন চোট পেয়েছে!'

'আহত লোক এখানেও আছে,' পাশের কামরা থেকে জবাব দিল ডক শ্লটার, 'ওদের দেখেই আসছি আমি।'

লিনডেন সোলের জায়গায় নিজেই পজিশন নিল জো। অন্ধকারে আগুনের ঝলকানি লক্ষ্য করে গুলি চালাল। পিস্তলের গুলি ফুরিয়ে গেলে নতুন করে আবার গুলি ভরল সেটায়।

খানিকপর গোলাগুলির প্রচণ্ডতা কিছুটা কমে এল। লিনডেন সোলের মুখের কাছে হাত নিয়ে জো অনুভব করল এখনও দম আছে, বেঁচে আছে

সোল!

স্বল্প বিরতির পর নতুন উদ্যমে ফের শুরু হলো গুলি বিনিময়। অনেকক্ষণ স্থায়ী হলো এবার। গোলাগুলির তীব্রতা কমে এল একবার, বেড়ে উঠল। সময়ের হিসাব ওলটপালট হয়ে গেল জো'র। কতবার পিস্তল রিলোড করেছে তাও আর মনে রাখতে পারল না।

পাশের ঘরে ব্যথায় কাতরাচ্ছে কে যেন। থেকে থেকে বিক্ষিপ্ত গুলি বিনিময় হচ্ছে এখন। বাইরে, ঠিক উঠানের কাছ থেকে আচমকা নরম্যান কথা বলে উঠতেই আপাদ-মস্তক চমকে উঠল জো। চিৎকার করে নরম্যান বলছে, 'ওরা নাস্তানাবুদ হয়ে গেছে। ভেতরে ঢুকে পড়ো সবাই।'

দুড়দাড় করে পোর্চে উঠে পড়ল হানাদারেরা। দরজা ঠেলে পার্লারে ঢুকে পড়ল একটা ছায়ামূর্তি। পিস্তল তুলেই গুলি করল জো নির্দ্বিধায়। হুমড়ি খেয়ে পড়ে যেতে দেখল আগন্তুককে। পর মুহূর্তেই দরজার অন্ধকারে হাজির হলো আরেকজন। ফের ট্রিগার টানল জো। খালি চেম্বারে পিস্তলের আঘাত পড়ার ভোঁতা শব্দ হলো কেবল।

আর কোন উপায় না দেখে খালি পিস্তলটাই ছুঁড়ে মারল জো সজোরে। সঙ্গে সঙ্গে তেড়ে গেল বুনো ষাঁড়ের মত। লোকটার কাঁধ আর বুকের সঙ্গে ধাক্কা লাগল। সংঘর্ষে ভারসাম্য হারাল দু'জনেই। মাটিতে পড়ে ধস্তাধস্তি শুরু করে দিল ওরা। গড়িয়ে একবার দেয়ালের কাছে চলে এল, আবার সরে গেল দরজার দিকে। পতনের সময় পিস্তল হাতছাড়া হয়ে গেছে লোকটার, ধারণা করল জো। একটা গড়ান দিয়ে শত্রুর বুকের ওপর উঠে বসল ও, মনে মনে ধন্যবাদ জানাল ভাগ্যকে। হাত মুঠো পাকিয়ে এবার এলোপাতাড়ি ঘুসি মারতে শুরু করল। মারের চোটে এক সময় নেতিয়ে পড়ল লোকটা। জ্ঞান হারিয়েছে, বুঝতে পারল জো।

পরাস্ত শত্রুর বুকের ওপর থেকে নেমে মেঝের ওপর হাত-পা মেলে বসে পড়ল জো। মুখ হাঁ করে শ্বাস টানল। আচমকা ওর খেয়াল হলো গোলাগুলি থেমে গেছে। গুলির শব্দ শোনা যাচ্ছে না আর। বাইরে

www.boiRboi.blogspot.com

থেকে কে যেন ওর নাম ধরে ডাকছে। বেন নরম্যান? না অন্য কেউ। কর্কশ কিন্তু ভরাট কণ্ঠস্বর। শেরিফ বিল ওয়ালেস!

'জো ক্যানাভান!' চেঁচিয়ে নির্দেশ দিল শেরিফ, 'বাতি জ্বালো। ভেতরে আসছি আমরা।'

'তোমরা কারা?' নিশ্চিত হতে চাইল জো।

'আমি...শেরিফ বিল ওয়ালেস।'

উঠে দাঁড়াল জো। হঠাৎ সব আশংকা দূর হয়ে যাওয়ায় রাজ্যের ক্লান্তি যেন স্রোতের মত আঘাত করল। হাতড়ে হাতড়ে কোনমতে টেবিলের কাছে এল সে। ঝিম ঝিম করছে মাথাটা। টেবিল হাতড়ে লণ্ঠন খুঁজে পেল, কিন্তু গুলিতে ওটার চিমনি গুঁড়িয়ে গেছে।

'দাঁড়াও! এখানকার লণ্ঠনটা ভেঙে গেছে। ভাল একটা লণ্ঠন খুঁজে বের করতে হবে,' চেঁচিয়ে জানাল জো, 'তবে আপত্তি না থাকলে অন্ধকারেই আসতে পারো।'

ক্লান্ত দেখাচ্ছে শেরিফকেও, তার ঘুমহীন চোখ জোড়া রক্ত জবার মত লাল। কামরার চারপাশে নজর বোলাল সে। পাঁচজন আঘাত পেয়েছে। চিকিৎসা চলছে ওদের। ডক শ্লটার দ্রুত হাতে সবার জখমে ওষুধ লাগিয়ে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিচ্ছে। একজন মারা গেছে, উইল রাজেল। লিনডেন সোলের অবস্থা তেমন ভাল না। বুকে গুলি লেগেছে। এছাড়া আরও দু'জনের অবস্থা আশংকাজনক।

'এখানকার কাজ শেষ করে বাইরে যেতে হবে তোমাকে, ডাক্তার। ওখানেও কয়েকজনকে কাতরাতে দেখে এসেছি,' বলল শেরিফ।

'শিগগির যাচ্ছি আমি,' জবাব দিল ডক শ্লটার।

জো'র দিকে তাকাল এবার শেরিফ। 'ড্যান গোমেজের কাছে আসল ঘটনা শুনলাম,' গম্ভীর মুখে বলল সে, 'এখন মার্শের মুখ থেকে শুনতে চাই সব।'

'চলো, শোবার ঘরে আছে সে,' বলল জো, 'আর হিউস্টোনকেও ডেকে পাঠাচ্ছি, নিউবোল্ডের জবানবন্দী ওর কাছে পাবে। কিম, হোটেল পোর্চে আছে হিউস্টোন, ওকে আসতে বলো এখানে।'

'আগে বলো, নরম্যানের কি অবস্থা?' শেরিফকে জিজ্ঞেস করল এলিস।

'আমরা আসছি দেখে পালিয়েছে সে,' বলল শেরিফ।

'এখনও ওকে গ্রেফতার করছ না কেন?'

'করব,' ক্লান্ত গলায় বলল শেরিফ, 'আজ রাতে তো ওকে আর শহরে পাওয়া যাবে না—কাল ওর র‍্যাঞ্চে যাব—কিছুতেই পালাতে পারবে না সে। গত কয়েকদিন ছোটাছুটি করে ভীষণ ক্লান্ত আমি। ডেপুটিদেরও একই অবস্থা। নইলে এখুনি রওনা দিতাম।'

'সঙ্গে কাউকে নিয়ে যাও তুমি,' কিমকে বলল জো, 'না, থাক তুমি দাঁড়াও। শেরিফকে ও ঘরে পৌঁছে দিয়ে আসি আমি।'

'তুমি কেন? চার্লিকে নিয়েই যেতে পারব আমি। ড্যান এসে পড়েছে ওকেও নেওয়া যেতে পারে,' বলল কিম এলিস।

'না, ড্যান শেরিফের সঙ্গে থাকবে,' বলল জো, 'আমি গেলে অসুবিধে কিসের? সেলুনে গিয়ে গলাটা একটু ভিজিয়ে আসি এ সুযোগে!'

অনিচ্ছা সত্ত্বেও রাজি হলো কিম এলিস।

জো'র মন বলছে শহরেই আছে বেন নরম্যান। গা ঢাকা দিয়ে আছে কোথাও। নাগাল পেলে একা ওকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে চায় সে।

হোটেল থেকে হিউস্টোনকে নিয়ে ফেরার পথে রিমরকের সামনে থামল জো। 'এলিস, হিউস্টোনকে নিয়ে এগোও তুমি। সেলুনে একটু ঢুঁ মেরে আসছি আমি।'

'আমরাও আসি, এক সঙ্গেই ফিরব না হয়,' বলল কিম এলিস।

মাথা নাড়ল জো। 'না, না। তোমরা যাও। আমার দেরি হবে না তেমন।'

ব্যাটউইং ডোর ঠেলে ভিতরে ঢুকল জো। লোকজনের ভিড় নেই তেমন। বেশিরভাগ টেবিলই খালি পড়ে আছে। এক কোণে পোকার খেলছে ক'জন জুয়াড়ী। বেন নরম্যানকে দেখা গেল না কোথাও। বারে

দু'জন লোক দাঁড়িয়ে আছে। অপরিচিত। তাদের পরনের পোশাক ধূলিমলিন, কিন্তু নিয়মিত পরিচর্যার কারণে চকচক করছে পিস্তলের বাঁট আর কার্ট্রিজ বেল্ট।

'হ্যালো, ক্যানাভান,' গম্ভীর চেহারায় অভ্যর্থনা জানাল বারটেণ্ডার। এই মুহূর্তে ওকে রিমরকে আশা করেনি সে। 'হামলায় অংশ নিয়েছিল, তেমন কেউ নেই এখানে।'

'আমি ওদের খুঁজতে আসিনি,' বলল জো, 'কাজটা শেরিফের। বেন নরম্যান কোথায় জানো?'

বারে দাঁড়ানো লোক দুটো বারটেণ্ডারের মুখে জো'র নাম শোনার পর থেকেই আগ্রহের চোখে দেখছিল ওকে। ব্যাপারটা জো লক্ষ্য করেছে। দু'বার পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় করেছে ওরা।

'না।' মাথা নাড়ল বারটেণ্ডার।

দুই আগন্তুক এখনও মাপছে ওকে। ভ্রু কুঁচকে উঠল জো'র। চোখাচোখি হতেই চট করে অন্য দিকে তাকাল ওরা।

দু'জনের একজন দীর্ঘদেহী, চওড়া কাঁধ; নিষ্ঠুর চেহারা। অন্যজন ছোটখাট, পাকানো গোঁফ তার ঠোঁটের ওপর; চোখের নিচ থেকে শুরু হয়ে গোঁফের আড়ালে এসে হারিয়ে গেছে একটা দীর্ঘ ক্ষতচিহ্ন। এই লোকটা ভয়ঙ্কর, বিপদজনক—ভাবল জো।

'ড্রিঙ্ক?' জিজ্ঞেস করল বারটেণ্ডার।

ইতস্তত করে সায় দিল জো। লোক দুটোকে দেখার পর থেকেই কেমন যেন অস্বস্তি লাগছে ওর। বারে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল ও।

নীচু গলায় কি যেন আলাপ করে, ড্রিঙ্কের দাম মিটিয়ে বেরিয়ে গেল দুই আগন্তুক।

বারটেণ্ডারের কাছে জো জানতে চাইল, 'ওরা কারা জানো?'

'না, গোলাগুলির সময় এসেছে, নরম্যানের খোঁজ করছিল,' বার মোছার উসিলায় দ্রুত অন্য প্রান্তে সরে গেল বারটেণ্ডার।

নরম্যানের খোঁজ করছিল কেন ওরা? ভ্রু কুঁচকে গেলাসে চুমুক দিল জো। লোক দুটোকে দেখে সাধারণ কাউবয় বা ভবঘুরে বলে মনে হয়নি

www.boiRboi.blogspot.com

জো'র।

ড্রিঙ্কের দাম মিটিয়ে দ্রুত বাইরে বেরিয়ে এল জো। লক্ষ্য করল সেলুনের উল্টোদিকে একটা স্যাডল হর্সের পাশে এক লোক বসে আছে। অন্ধকারে তার চেহারা পরিষ্কার দেখা না গেলেও বোঝা গেল সেই দু'জনের একজন। লোকটার হাতে সিগারেট। ও বেরিয়ে আসতেই সিগারেটে দীর্ঘ টান দিল লোকটা। অন্ধকারে জ্বলজ্বল করে উঠল আগুনের বিন্দুটা।

টুপি ঠিক করার ছুতোয় সময় নিয়ে ব্যাপারটা লক্ষ করল জো।

কোন সংকেত?

তিন জায়গা থেকে লোকটার সিগারেটের আগুন চোখে পড়া সম্ভব। এক: হার্ডওয়্যার স্টোর কিংবা তার পাশের কোন গলি; দুই: লিভারি স্টেবল; আর তিন: শেরিফের অফিস বা তার আশপাশের কোন গলি। বোকা ছাড়া লিভারি স্টেবলে অপেক্ষা করবে না কেউ, ওটার পেছন দিকে বেরুনোর কোন পথ নেই। পাশের গলিটাও হর্স কোরালে শেষ হয়েছে। সে ক্ষেত্রে সন্দেহের আওতায় পড়ে হার্ডওয়্যার স্টোরের পাশের গলি আর শেরিফের অফিসের আশপাশটা।

গোলাগুলির কারণে পথঘাট একদম ফাঁকা হয়ে গেছে। সেলুন বাদে বেশিরভাগ দোকানপাটই বন্ধ এখন। এই অন্ধকারে এমনি সময়ে লোকটার একাকী ওখানে বসে থাকার কি মানে হতে পারে? ওর জন্যেই অপেক্ষা করছে? ফাঁদ পাতা হয়েছে কোনও!

হঠাৎ একটা কাজের কথা মনে পড়ে গেছে, এমন ভান করে ঘুরে আবার সেলুনে ঢুকে পড়ল জো। বারটেণ্ডারের অবাক জিজ্ঞাসু দৃষ্টি উপেক্ষা করে পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল বাইরে। সাবধানে স্পারের শব্দ না তুলে সোজা শেরিফের অফিসের পেছনে চলে এল সে। সদর রাস্তায় ওঠার গলির মুখে লোকটাকে দেখা গেল। অন্ধকারে ছায়ার মত নিজেকে দেয়ালের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

সামনের দিকে ঈষৎ ঝুঁকে দাঁড়ানোর ভঙ্গি নরম্যানের কথা মনে করিয়ে দিল জোকে, তবু নিশ্চিত হবার জন্যে নিঃশব্দে সামনে এগোল

www.boiRboi.blogspot.com

সে। 'কাউকে খুঁজছ?' পেছন থেকে মৃদু গলায় জিজ্ঞেস করল ছায়ামূর্তিটাকে।

চমকে ঘুরে দাঁড়াল বেন নরম্যান। জোকে চেনামাত্র ভূত দেখার মত চমকে উঠল, হাত বাড়াল পিস্তলের দিকে। হাত মুঠো পাকিয়ে বিদ্যুৎবেগে ঘুসি চালাল জো। নরম্যানের মুখ আর থুতনিতে আঘাত করল। খট্ শব্দে একটা দাঁত ভাঙল বোধহয়। ডান হাতে মারা জো'র দ্বিতীয় ঘুসিটা লাগল বেনের চোয়ালে। পা ভাঁজ হয়ে গেল তার, যেন রাবারের তৈরি ওগুলো, দড়াম করে আছড়ে পড়ে গেল। দৌড়ে শেরিফের অফিসের কোণায় চলে এল জো, মিশে গেল দেয়ালের সঙ্গে।

রাস্তার ওপারের সিগারেটঅলা লোকটা বোধহয় এদিকের মারপিটের শব্দ শুনতে পেয়েছে। এগিয়ে আসছে সে। শেরিফের অফিসের সামনে এসে নরম গলায় ডাকল, 'মি. নরম্যান?...কি—, কি হয়েছে?—আরে, কে?'

অন্ধকার ফুঁড়ে লোকটার সামনে হাজির হলো জো। 'তোর যম!' কঠোর সুরে বলল সে।

চমকে উঠে পিস্তলের উদ্দেশে হাত বাড়াল লোকটা।

হার্ডওয়্যার স্টোরের পাশের গলিতে অপেক্ষমাণ দীর্ঘদেহী অপর বন্দুকবাজ অনেকক্ষণ সঙ্গীদের কাছ থেকে কোন সাড়াশব্দ না পেয়ে বুঝে গেল, কোথাও একটা গোলমাল হয়ে গেছে। আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে এল সে। সংকেত ঠিক হয়ে থাকলে তাদের শিকার অনেক আগেই বেরিয়েছে সেলুন থেকে। প্ল্যান মাফিক চললে এতক্ষণে ক্যানাভানের লাশ পড়ে যাবার কথা। শেরিফের অফিসের দিকে এগোল সে। রিজকোর সামনে ক্যানাভানকে দেখেই বুঝে ফেলল সব পরিকল্পনা মাঠে মারা গেছে তাদের। সঙ্গীর মত সেও সিক্সশূটার খামচে ধরল ডান হাতে।

দু'জনের কেউই জো'র হাতের নাচন টের পেল না, কোত্থেকে কি করে ওর হাতে পিস্তল উঠে এল বুঝতেই পারল না ওরা। ভোজবাজির

মত যেন ঘটে গেল ঘটনাটা। ওরা পিস্তল ড্র করার আগেই দু'দফা আগুন ঝরাল জোর পিস্তল। প্রথম গুলিটা লাগল দীর্ঘদেহীর ঠিক বেল্ট বাকলের এক ইঞ্চি নিচে, পরের গুলিটা তার পাশেই আশ্রয় নিল, আরও বড় করে দিল প্রথম তৈরি হওয়া ছিদ্রটাকে। জোড়া পিস্তলধারী সিক্সশূটার হোলস্টার থেকে বেরিয়ে এল, একই সময়ে আবার গর্জে উঠল জো'র পিস্তল। হাঁটু ভাঁজ হয়ে গেল ভয়াল দর্শন গানম্যানের। সিক্সশূটার তুলে গুলি করার আপ্রাণ চেষ্টা চালাল সে। পারল না। পড়ে গেল মুখ থুবড়ে। হাত থেকে খসে পড়ল তার পিস্তল।

ঘুরে দাঁড়িয়ে, দৌড়ে গলির মধ্যে চলে এল আবার জো। ঘোড়ার ছুটন্ত খুরের শব্দ ছাড়া আর কিছু কানে এল না ওর। থমকে দাঁড়াল সে। শব্দটা ক্রমশ দূরে সরে গেল।

গোলাগুলির শব্দে লোকজন বেরিয়ে এসেছে ইতিমধ্যে। সেলুনের দরজায় ভিড় লক্ষ্য করল জো, হার্ডওয়্যার স্টোরের সামনে দীর্ঘদেহী বন্দুকবাজের ওপর ঝুঁকে আছে দু'জন লোক। সরু চোখে চারপাশটা একবার দেখে নিয়ে রিজকোর দিকে এগোল ও। হাঁটু গেড়ে বসে লোকটাকে টেনে সোজা করল।

মারা যাচ্ছে লোকটা। বেঁকে থাকা পা জোড়া টেনে সোজা করে দিল জো। মৃত্যুপথযাত্রী লোকটার প্রতি কোন আক্রোশ বোধ করছে না, আবার দুঃখও লাগছে না। ভাড়াটে বন্দুকবাজ ছিল ওরা। এ পেশার বিপদ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিল পুরোপুরি।

হঠাৎ চোখ মেলে জোকে দেখল লোকটা। 'ফাস্ট!' ভাঙা হাঁপ ধরা গলায় উচ্চারণ করল সে, 'অসম্ভব ফাস্ট তুমি!'

মুখ হাঁ করে শ্বাস টানতে লাগল বন্দুকবাজ। পেছনে পায়ের আওয়াজ পেল জো।

'খুব খারাপ লাগছে,' বলল বন্দুকবাজ।

'কেন?' জিজ্ঞেস করল জো।

'মি. নরম্যানের জন্য...'

'সেই ভাড়া করে এনেছিল তোমাদের?' চট করে জানতে চাইল

www.boiRboi.blogspot.com

জো।

গানম্যান প্রশ্নটা শুনেছে কিনা বোঝা গেল না। সব অনুভূতির ঊর্ধ্বে চলে গেছে সে। ঠোঁট জোড়া নড়ে উঠল সামান্য তার, তারপর ছোট্ট একটা ঝাঁকুনি খেয়ে স্থির হয়ে গেল সে।

উঠে দাঁড়াল জো। কার্তুজ বেল্ট থেকে তাজা গুলি ভরল ম্যাগাজিনে। 'ওই লোকটাও মারা গেছে?' জিজ্ঞেস করল সে।

দীর্ঘদেহীর ওপর ঝুঁকে থাকা দু'জনের মধ্যে রিমরকের বারটেণ্ডার রয়েছে। জোকে দেখে সোজা হয়ে দাঁড়াল। এপ্রন পরেই বেরিয়ে এসেছে সে, হাতে শটগান। 'জবাব দাও! লোকটা মরে গেছে?'

'হ্যাঁ,' অন্যজন জবাব দিল, 'ভুঁড়ি ফুটো হয়ে গেছে, আস্ত একটা পয়সা ঢুকিয়ে দেয়া যাবে ওই ফুটোয়!'

'আরেকজন ছিল না ওদের সঙ্গে?' প্রশ্ন করল বারটেণ্ডার, 'তার কি অবস্থা?'

'পালিয়েছে,' সংক্ষেপে জবাব দিল জো। ফিরতি পথ ধরল সে।

মাঝপথে শেরিফ আর ড্যান গোমেজের সঙ্গে দেখা হলো। গোলাগুলির শব্দে বেরিয়ে এসেছে ওরাও।

'কি হয়েছে, জো?' প্রশ্ন করল শেরিফ।

'নরম্যান আর দু'জন ভাড়াটে বন্দুকবাজ তোমার অফিসের সামনে ওৎ পেতে অপেক্ষা করছিল—' সংক্ষেপে ব্যাপারটা ওদেরকে জানাল জো।

'নরম্যান ভাড়াটে বন্দুকবাজ এনেছিল?' বিস্ময় প্রকাশ পেল শেরিফের কণ্ঠে। 'কোনদিকে গেছে সে এখন?'

'এখন আর ওর নাগাল পাবে না,' বলল জো, 'চলো, ফেরা যাক। মার্শের কাছে শুনেছ তো সব? টাইলারকে ছাড়তে এখন আর কোন বাধা নেই নিশ্চয়ই?'

'নাহ্! আজই ছেড়ে দেব ওকে,' জানাল শেরিফ।

সতেরো

সেলের তালা খোলা হলে হেনরি টাইলার বেরিয়ে এল। খোঁচা খোঁচা দাড়িতে গাল ঢাকা পড়েছে তার। চেহারায় উদ্বেগের ছাপ। সেলে আটকাবস্থায় বাইরের গোলাগুলির আওয়াজ শুনতে পেয়েছে সে, সেই থেকে দুশ্চিন্তায় কাঠ হয়ে আছে প্রায়। শেরিফের পেছনে জোকে দেখেই সে জিজ্ঞেস করল, 'জো, অনেক গোলাগুলির শব্দ শুনলাম—?'

সংক্ষেপে সব জানাল জো। শোনার পর খানিকটা প্রসন্ন হয়ে উঠল টাইলার। কিন্তু গোমেজের মুখে খুনোখুনির খবর শুনে রাগ ঝলসে উঠল তার চেহারায়। নরম্যানের চোদ্দ গোষ্ঠী উদ্ধার করতে লাগল সে, তার দালালরাও গালাগালির আওতা থেকে বাদ গেল না।

টাইলারের রাগ কিছুটা প্রশমিত হলে শেরিফ বলল, 'ইউনিটাবাসীরা এখন অনুতপ্ত। আসল ঘটনা না জেনেই নরম্যানকে সাহায্য করতে গিয়েছিল তারা। আসলে ওদের কোন দোষ নেই। এক সময় তো আমারও ধারণা জন্মেছিল, তোমরাই আসলে অপরাধী। নিজেদের বাঁচানোর জন্য নির্বিচারে একের পর এক হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে যাচ্ছ—স্ট্যাম্পীডের গুরুত্বপূর্ণ একজন সাক্ষীকে মেরে ফেলল জো, তারপর আবার কিডন্যাপ করল মার্শকে—'

'এছাড়া অন্য কি করার ছিল?' ফুঁসে উঠল বেন টাইলার, 'অন্যায় কিছুই করেনি ও। হানিকাট আর মার্শই আগে আক্রমণ করেছিল ওকে, জো কেবল আত্মরক্ষা করেছে। আর আসল অপরাধীদের মুখোশ খোলার জন্য মার্শকে কিডন্যাপ করা জরুরী হয়ে পড়েছিল।'

www.boiRboi.blogspot.com

'আমি কাউকে দোষারোপ করছি না!' বলল শেরিফ।

টাইলার হেসে বলল, 'বিল, ওয়াগনহুইলের নয়া বসকে কেমন মনে হচ্ছে?'

'নতুন বস্?'

'হ্যাঁ, জো'র কথা বলছি। এবার অবসর নেব আমি। বয়স হয়েছে তো!'

'উঁহু, তোমাকে অবসর নিতে দিচ্ছি না। কাজ-কর্ম ছেড়ে দিলে তুমি আরও বুড়িয়ে যাবে,' বলল জো। 'তাছাড়া আমি চাই সব কিছু আগের নিয়মে চলুক। কোন বিষয়ে আমাদের মতের অমিল হলে টস করে সিদ্ধান্ত নেব।'

'হ্যাঁ, জো ঠিকই বলেছে, কাজ ছেড়ে দিয়ে তুমি করবেটা কি?' জোকে সমর্থন জানাল শেরিফ।

'ঠিক আছে তাই হবে,' চেহারায় ছদ্ম গাম্ভীর্য ফুটিয়ে বলল টাইলার, যেন নিতান্ত অনিচ্ছায় সে জো'র কথা মেনে নিচ্ছে।

'আরেকটা ব্যাপার, তুমি যে পাঁচজনের জন্য উইল করেছিলে আমি ওদের জন্য কিছু করতে চাই। র‍্যাঞ্চের মোট লাভ থেকে বিশ পার্সেন্ট আমি দিতে চাই ওদের। তোমার আপত্তি নেই তো?'

'বাহ্, এ তো খুব ভাল প্রস্তাব,' সোৎসাহে বলল টাইলার। 'কি, ড্যান, তোমরা খুশি তো?'

'হ্যাঁ। তবে জো আমাদের কিছু না দিলেও আমরা নাখোশ হতাম না,' জবাব দিল ড্যান গোমেজ।

জো বলল, 'তা আমি জানি, ড্যান। তোমাদের ওপর আমার আস্থা আছে। সবার সাহায্য মিললে ওয়াগনহুইলের অবস্থা অনেক ভাল করা সম্ভব—আমি মনে করি!'

'আমরা আছি তোমার সঙ্গে,' জবাব দিল ড্যান গোমেজ।

শ্লটারের বাড়ি হয়ে র‍্যাঞ্চের পথ ধরল ওরা। আহতদের ব্যাপারে ভয়ের কিছু নেই, বিপদ কেটে গেছে; জানিয়েছে ডাক্তার। লিনডেন সোলকে নিয়ে বেশি ভয় ছিল জো'র। বুকের বাঁ-পাশে গুলি লেগেছিল

ওর, অল্পের জন্য ফুসফুসে ভেদ করেনি। তারা-জ্বলা রাত, ঝিরিঝিরি বাতাস দিচ্ছে। টাইলারের পাশে ক্যানাভান, পেছনে রয়েছে কিম এলিস আর ড্যান গোমেজ। ওদের পেছনে আসছে ওয়াগনহুইলের বাকি সবাই।

রকি জর্জের কাছাকাছি এসে ঘোড়ার লাগাম টানল হেনরি টাইলার। এখানেই খুন হয়েছিল ফ্র্যাঙ্ক ক্যানাভান। সে এক দুঃসহ স্মৃতি। জো'র দিকে ফিরল টাইলার। 'তাড়াহুড়ো করে আমি জেলে ঢুকে তোমার হাতে ওয়াগনহুইলের দায়িত্ব তুলে দেয়ায় দারুণ অবাক হয়েছিলে তুমি, তাই না?'

'হ্যাঁ,' স্বীকার গেল জো।

হাসল টাইলার। 'যে কোন কিছুর অধিকার পাবার জন্যে লড়তে হলে সেটার প্রতি অন্যরকম মমতা তৈরি হয় মানুষের মনে। ওয়াগনহুইলের ভাবি বসের এ জিনিসটার দরকার ছিল, সেজন্যই তোমার হাতে তুলে দিয়েছিলাম ওয়াগনহুইলের ভার।'

'মানসিকভাবে তৈরি হয়েই এসেছিলাম আমি,' সায় দিল জো, 'অবশ্য আমার ধারণা ছিল লড়াইটা হবে তোমার বিরুদ্ধে।'

'সেটা অস্বাভাবিক না। বুদ্ধি হবার পর থেকেই তুমি জেনে এসেছ, আমি তোমার বাবার হত্যাকারী। তোমার মা আমাকে কখনও পছন্দ করতে পারেনি। আমাদের সমান অংশিদারিত্বের ব্যাপারটা কোনদিন সুনজরে দেখেনি সে। র‍্যাঞ্চের সব ক্ষমতা তোমার বাবার হাতে থাকবে, এই চাইত তোমার মা। আমাকে বিশ্বাসই করত না। যাহোক আমাদের দু'জনের শেষ ঝগড়ার পর—'

আগ্রহে সামনে ঝুঁকে এল জো। 'কি নিয়ে ঝগড়া হয়েছিল?'

'সেটা আমি মনে করতে চাই না, জো। এ প্রসঙ্গে আলাপের বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই আমার। মাঝে মাঝে মনে হয় ভুলটা হয়েছিল আমারই—ব্যাপারটাতে নাক গলানো ঠিক হয়নি—তোমার বাবা অবশ্য তা মনে করেনি। আমাকে সবই খুলে বলেছিল সে।'

'কিন্তু ব্যাপারটা কি?' তাড়া দিল জো।

www.boiRboi.blogspot.com

অস্বস্তিতে চোখ ফিরিয়ে নিল টাইলার। 'ব্যাপারটা কিভাবে বলা যায় তা নিয়ে কম ভাবিনি, কিন্তু কোন উপায় খুঁজে পাইনি। আমার ভয়, যেভাবেই বলি না কেন তোমার ভাল লাগবে না, জো—'

'তবু বলো।'

'বেশ, বলছি তাহলে: তোমার বাবা মায়ের দাম্পত্য জীবন তেমন সুখের ছিল না। আর পাঁচটা দম্পতির মত ওদের মধ্যেও অশান্তি ছিল। ঝগড়া হত প্রায়ই। পশ্চিমের র‍্যাঞ্চ-জীবন তোমার মায়ের ভাল লাগত না; মারামারি, গোলাগুলিকে ভয় পেত। কিন্তু বেসিনের তখনকার পরিস্থিতি বেশ অশান্ত ছিল, নতুন শহর গড়ে উঠেছে কেবল, আইন-শৃঙ্খলার কোন বালাই ছিল না...যাহোক সংসারের অশান্তি তোমার বাবাকে বারমুখো করে তুলল। তার মন চলে গেল ভিন্ন নারীতে।'

আড়ষ্ট হয়ে গেল জো। এরপর টাইলার কি বলবে জানে সে। পরিষ্কার বুঝতে পারছে, 'নরম্যানের বউ?' ফস্ করে উচ্চারণ করল সে।

'হ্যাঁ, সিনথিয়া নরম্যান,' বলল টাইলার, 'এমনিতেই পুরুষ ঘেঁষা ছিল মহিলা। তোমার বাবার সঙ্গে তার সম্পর্ক কতটা গড়িয়ে ছিল জানি না, ব্যাপারটা গোপন রাখতে পেরেছিল ওরা। তোমার বাবা নিজে থেকে না বললে আমিও বিন্দু বিসর্গ কিছুই জানতে পেতাম না।'

'এটা জানার পর থেকেই মন কষাকষি শুরু হয় তোমাদের, তাই না?'

'হ্যাঁ। আমি ফ্র্যাঙ্ককে সিনথিয়ার কাছ থেকে সরে আসতে বলেছিলাম। বোঝাতে চেয়েছিলাম নরম্যান জানলে বিপদ হবে কিন্তু—'

'তোমার পরামর্শ শোনেনি, এবং যা অনিবার্য তাই ঘটেছে?'

'হ্যাঁ।'

মনটা বিষণ্ণ হয়ে গেল জো'র।

'তারমানে, গোড়া থেকেই তুমি জানতে নরম্যানই বাবার হত্যাকারী?'

'হ্যাঁ, কিন্তু প্রমাণের কোনও উপায় ছিল না। চেষ্টা করলে হয়তো আদালতে দাঁড় করানো যেত নরম্যানকে—সেখানেও সমস্যা ছিল।

খুনের মোটিভ জানাজানি হলে সিনথিয়া আর তোমার মা, দু'জনেই কষ্ট পেত। এসব ভেবে আমি আর বাড়াবাড়ি করতে যাইনি। যদিও এড ওয়াইলিকে একবার ধরে এনেছিলাম, অনেক মারধোর করেছি, কিন্তু কাজ হয়নি কোন। মুখ খোলেনি বদমাশটা।'

'ওয়াগনহুইলের ওপর তখনও নজর পড়েনি নরম্যানের?'

'না। নিজের র‍্যাঞ্চ নিয়েই সন্তুষ্ট ছিল সে। পরের জমির প্রতি কোন লোভ ছিল না। কিন্তু গত কয়েক বছর বড় কঠিন সময় কাটাতে হয়েছে সবাইকে। নরম্যান তাই উপলব্ধি করল, সে বুড়িয়ে যাচ্ছে, ব্যবসার ক্ষতি আর কোনদিনই পুষিয়ে উঠতে পারবে না। মাঝবয়সে নতুন করে কিছু শুরু করা সম্ভবও না, তখনই ওয়াগনহুইলের দিকে চোখ পড়ল তার। ছোট র‍্যাঞ্চারদের নিয়ে জোট বেঁধে ষড়যন্ত্রের জাল বুনতে শুরু করে দিল।'

চুপ করে সামনে তাকিয়ে থাকল জো। ব্যাপারটা তাহলে এই—বাবার সঙ্গে টাইলারের ঝগড়ার কারণ সিনথিয়া; বাবার খুন হবার কারণও ওই মেয়েটা।

র‍্যাঞ্চে পৌঁছে পার্লারে জড়ো হলো সবাই। ইউনিটা যুদ্ধের নতুন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ শুরু হলো। গভীর আগ্রহ নিয়ে শুনল টাইলার। মাঝপথে কফি নিয়ে ঘরে ঢুকল লরা। চোখে ঝিলিক তুলে ওকে দেখল টাইলার। 'কফি না হলে এসব গল্প ঠিক জমে না,' সন্তোষের গলায় বলল সে, 'আর দেখো, না চাইতেই ঠিক এসে গেছে! লরাকে চাকরি দেয়া কাজের কাজ হয়েছে একটা, কি বলো, জো?'

'হ্যাঁ, ও ওয়াগনহুইলে কাজ নেয়ায় খুশি হয়েছি আমি,' বলল জো। আড়চোখে লরাকে দেখল একবার, রক্তিম ছাপ ফুটে উঠেছে চেহারায়। কেমন যেন অপ্রতিভ লাগছে।

কফি পরিবেশন শেষে পার্লার থেকে পালাল যেন লরা।

কয়েক মিনিট পর আস্তে করে বেরিয়ে এল জো-ও। রান্নাঘরের দরজা পথে লরাকে দেখে ভেতরে ঢুকল। ওকে দেখে অবাক হলো না লরা, যেন তার জানাই ছিল জো আসবে।

www.boiRboi.blogspot.com

'শুনেছ সব?' জিজ্ঞেস করল জো।

'সব না খানিকটা,' জবাব দিল লরা।

'স্ট্যাম্পীড করিয়েছিল মার্শ, হানিকাট আর নিউবোল্ড,' জানাল জো। 'টাইলার বা ওয়াগনহুইলের কেউ এর সঙ্গে জড়িত ছিল না।'

'আমি জানতাম মি. টাইলার একাজ করতে পারে না,' বলল লরা। 'শেরিফের সঙ্গে তোমার ঝামেলা মিটেছে, না কি এখনও তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে সে?'

'সব ঝামেলা চুকে বুকে গেছে,' বলল জো।

'তোমার বাবার হত্যাকারীর পরিচয় জানতে পেরেছ?'

'বেন নরম্যান। কিন্তু তার কোন প্রমাণ নেই। হয়তো কোনদিনই প্রমাণ করা সম্ভব হবে না—'

'হেনরি টাইলার—'

'না। বাবার খুন হবার পেছনে ওর হাত নেই।'

'আশ্বস্ত হলাম, জো। রাগী, একগুঁয়ে হলেও মানুষ হিসাবে সৎ সে। তাকে আমি পছন্দ করি। এখানেই থাকছ তো তুমি?'

'এখানে কিংবা আমাদের পুরানো র‍্যাঞ্চহাউসে। মেরামতের কাজটা হয়ে যাক...লরা, তুমি যাবে? ওখানে...'

'রাঁধুনী হিসেবে?' স্মিত হেসে জিজ্ঞেস করল লরা।

'মাথা খারাপ! টাইলারের মত ঝুঁকি নেব ভেবেছ? ইউনিটায় পাদ্রীর অভাব আছে নাকি?' লরার হাত ধরল জো।

লজ্জায় অধোবদন হলো লরা। কিন্তু ততক্ষণে বুকে জড়িয়ে ধরেছে ওকে জো, এক হাতে মুখ উঁচু করে ধরে ওর ঠোঁট খুঁজে নিল সে।

সবিনয়ে নিবেদন

হাঁটি হাঁটি পা পা করে আজ এই লাইব্রেরিটি ৫ম মাসে পদার্পন করল। বইয়ের সংখ্যাও ২০০ অতিক্রম করেছে। আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে এই সাইটের জন্মলগ্ন থেকেই শুভানুধ্যায়ীর অভাব ছিল না। তাদের প্রবল উৎসাহ আমাকে প্রবলবাবে অনুপ্রাণিত করেছে। আমি কঠিন আর্থিক অনটনের মধ্যদিয়ে সময়টা অতিক্রম করছি,কিন্তু পাঠকের উৎসাহ দেখলে আমি সব কষ্ট ভুলে যাই।

আমার মূল উদ্দেশ্য যত বেশি সংখ্যক বাংলা বই অনলাইনে নিয়ে আসা। মূর্চ্ছনা এই দিক থেকে অগ্রগামী,তাদের বইয়ের আমি বড় ভক্ত। তবে বিভিন্ন কারনে তারা অনেকদিন নিয়মিত বই দিচ্ছেন না,তাই আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা। আমার সাইটের অনেক পাঠক মূর্চ্ছনার খোঁজ রাখেন না,তাদের জন্যই মূর্চ্ছনার কথা বললাম। আমি মূলত মূর্চ্ছনার সাথে মিল রেখে বই আপলোডের চেষ্টা করি,তাদের যে বইগুলো আছে,সেইগুলো আমি দিতে চাই না।

পরিশেষে একটা কথা না বললেই নয়। অনেকেকেই আমার সাইটের এ্যাডগুলো ব্রাউজ করেন,কিন্তু সঠিকভাবে না করার ফলে আমার খুব বেশি লাভ হয় না। আমি একটু গাইডেন্স দিই,কিভাবে ব্রাউজ করলে আমি উপকৃত হব।

যে লিংকটা ওপেন করবেন,সেটা ওপেন হলেই ক্লোজ করবেন না। বরং সেই সাইটের বিভিন্ন লিংকে যান,এবং এভাবে ২০-২৫ মিনিট অতিবাহিত করুন। পারলে আরও বেশি সময় সাইটটি খুলে রাখুন। তবে মাসে একবারের বেশি ব্রাউজ করার দরকার নেই। বাংলাদেশ থেকে যারা ব্রাউজ করেন,তারা ২ মাসে একবার ব্রাউজ করবেন। আর উপমহাদেশের বাইরে যারা আছেন,তারা মাসে ২ বারও করতে পারেন,সমস্যা নেই।

আপনাদের সাজেশন,অনুরোধ আমার একান্ত কাম্য। কোনও সংকোচ না করে আমাকে ক্রুটি বিচ্যুতির কথা বলতে পারেন,বইয়ের অনুরোধ জানাতে পারেন,আমি খুশি হব।

শেষে একটি কথা,আমি একজন সফটওয়্যার ডেভেলপার। আমার একটি মোবাইল জাভা সফটওয়্যার ২ লক্ষ্যের বেশীবার ডাউনলোড হয়েছে,এখনও হয়ে চলেছে। আপনারা যারা জানেন না,তারা মোবাইল ইংলিশ টু বাংলা ডিকশনারি টা ট্রাই করতে পারেন। www.getjar.com এ গিয়ে সার্চ বক্সে Bangla লিখে সার্চ দিলে দেখবেন Bdictionary চলে এসেছে। আপনাদের মতামতের অপেক্ষায় রইলাম।

বইয়ের আলোকে আলোকিত হোক আমাদের জীবন।

E-mail: ayan.00.84@gmail.com
Mobile: +8801734555541
+8801920393900